ক্যাপ্টেন সিকদার

ক্যাপ্টেন সিকদার

শ্রীকালিদাস কাঞ্জিলাল

প্রাপ্তিস্থান

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস

২৫।২ মোহনবাগান রো : কলিকাতা-৪

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৬

মূল্য চার টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—২৪. ৪. ৪৯

জাতির দাসত্ব মোচনব্রতে

উৎসর্গীকৃতপ্রাণ

অখ্যাত অজ্ঞাত

বীর শহীদদের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

এক

প্রফেসার বারীন সিকদার—বর্তমান ক্যাপ্টেন বি. সিকদার মিলিটারিতে ঢুকিয়া একেবারে বদলাইয়া গেল। বিশেষত বাটাভিয়ায় আসিবার পর তাহার পরিবর্তন এত বেশি দেখা গেল যে, তাহার পুরাতন বন্ধুরা তাহাকে এখন দেখিলে অবাক হইয়া যাইত।

সেই খদ্দরধারী ইংরাজ-বিদ্বেষী বারীন কেমন করিয়া এত সাহেব-ঘেঁষা হইল, কেমন করিয়া ব্রিটিশ-রাজকে সন্তুষ্ট করিয়া চার বছরের মধ্যে দুইবার প্রমোশন পাইল, কেমন করিয়া ইম্ফলের যুদ্ধে কি একটা কৃতিত্ব দেখাইয়া জর্জ ক্রস পুরস্কার পাইল, এই লইয়া তাহার দেশবাসী নানারকম জল্পনা-কল্পনা ও গবেষণা করে।

জেল অবশ্য বারীন কখনও খাটে নাই ; কিন্তু তাহার স্বদেশ-প্রীতি তো একটা মেকী জিনিস ছিল না। সে ছিল খাঁটি বামপন্থী, দক্ষিণপন্থীদের নামও শুনিতে পারিত না। ত্রিপুরা কংগ্রেসের বার গান্ধীজী, সদার প্যাটেল ও পণ্ডিত পন্থকে যদি সে হাতের কাছে পাইত, তবে আর রক্ষা ছিল না। তারপর ফরওয়ার্ড ব্লক যেদিন গঠিত হয়, সেদিন বারীনের আহার-নিদ্রা ছিল না—আনন্দ রাখিবার ঠাঁই

ছিল না তার। সে বন্ধুমহলে সদম্ভে ঘোষণা করিয়া বেড়াইত, এইবার স্বাধীনতা পাওয়ার একটা রাস্তা হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের নানা অবস্থার ছবি তাহার ঘরে ডজনখানেকের বেশি ছিল। সেই বারীন আজ এই! বারীনের বন্ধুরা বড়ই আপসোস করিত।

বারীনের মামা পুলিস-বিভাগের একজন বড় অফিসার, তাই পুলিস রিপোর্টটা তিনি বহু চেষ্টা করিয়া বারীনের অনুকূলে করিয়া দিয়াছিলেন। অন্যথায় ইমার্জেন্সী কমিশন (Emergency Commission) সেইখানেই মাটি হইয়া যাইত। এর জন্য বারীন অবশ্য মামার কাছে চিরঋণী। কিন্তু অন্য সবাই মনে করে, বারীন যে এমন অধঃপাতে গেল, তাহার জন্য ওই হতচ্ছাড়া মামাটাই দায়ী। সে নিজেও ইংরাজের পা চাটিয়া জীবন কাটাইল, ভাগ্নেটাকেও শেষকালে সেই মন্ত্রে দীক্ষা দিল। মামা তো নয়, পরম শত্রু। হাজরা পার্কে একদিন তো বারীনের এক বন্ধুর সঙ্গে বারীনের মামার হাতাহাতি হইবার উপক্রম। বৃদ্ধ আত্মরক্ষার জন্য অবশেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আমি গুরুতর অন্যায় করেছি বাবাজী, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।

বারীনের বোধ হয় সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাহার

নারী-বিদ্বেষ। বন্ধুরা অবশ্য তাহাকে "স্ত্রী-বিদ্বেষী" বিশেষণ দিয়াছিল, কিন্তু আসলে বারীন মেয়েদের কাছে পারতপক্ষে ঘেঁষিতে চাহিত না। সহপাঠী মেয়েদের সঙ্গে, এমন কি পুরুষ বন্ধুর বোনদের সঙ্গেও ছিল তাহার এক রকম আড়ি। বারীন শুধু বলিত, ওদের আমি একটু ভয় করি, তাই দূরে থাকতে চাই। যদি কেহ বলিত, ওরা বাঘ নাকি? গিলে খাবে? বারীন জবাব দিত, গিলে খেলে তো ভালই হয়,—ওরা যে হাড় মাংস চিবিয়ে খাবে। অত জ্বালা আমি সইতে পারব না। এর পরে আর কাহারও জবাব ছিল না।

কিন্তু বারীনের বাড়াবাড়ি ছিল এইখানে যে, মেয়েদের পড়াইবার আমন্ত্রণ পর্যন্ত সে গ্রহণ করিত না। পিতার মৃত্যুর পর হইতে সংসারের অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না, তাই প্রাইভেট টুইশান তাহাকে করিতে হইত নিজের পড়াশুনার খরচ চালাইবার জন্য; কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল মেয়েদের পড়াইবে না। তাহার অমলিন নৈতিক চরিত্রের জন্য শ্রদ্ধা তাহাকে সকলেই করিত, কিন্তু এত দূর বাড়াবাড়ি কাহারও কাছেই ভাল লাগিত না।

তাহার কঠোরতার চরম পরীক্ষা হইত তখন, যখন অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলের মেয়ে পড়াইবার আমন্ত্রণ—অনুরোধ—

সনির্বন্ধ অনুরোধও সে অত্যন্ত সহজভাবে প্রত্যাখ্যান
করিত। দেখ্ ভাই, তুই যদি কমলাকে লজিকটা একটু
না বুঝিয়ে দিস, বেশি দিন নয়, স্রেফ মাসখানেক—ত
হ'লে সে গতবারের মত এবারও ফেল করবে। ভাল
একজন মাস্টার যদি পেতাম, তবে তোকে আর উত্যক্ত
করতে আসতাম না বারীন।

মাপ কর ভাই, আমার নীতি-বিরুদ্ধ কাজ আমি করতে
পারব না। ঘাবড়িয়ো না, কমলেশকে কালই ঠিক ক'রে
দিচ্ছি। মাসে শ-খানেক টাকা দিও, লজিকে যদি কমল
ফেল করে তো আমি দায়ী। বুঝলে?

এইরূপে নিজেকে সে অদ্ভুতভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল
আর আজ?

আজ জাভার সুরম্য রাজধানী বাটাভিয়ায় বারীনের
এ কোন্ নূতন মূর্তি দেখিতেছি? এখানে কোন্ যাদুকর
বারীনের মনের রঙ এমন বদলাইয়া দিল? বারীনের কি
তবে নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে? এমন একটা মহাশক্তি
অবশেষে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল নাকি? সহজে
বিশ্বাস হয় না।

বারীনের পূর্বপরিচিত দেশবাসী কেহ আজ আসিয়া

বারীনের বাংলোর সম্মুখে বিকালের দিকে অন্তত এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিলে বুঝিতে পারিত, প্রফেসার সিকদার ও ক্যাপ্টেন সিকদারের মধ্যে তফাত কত !

দুই

জীপগাড়িখানা ক্যাপ্টেন সিকদারের বাংলোর সম্মুখে আসিয়া থামিল। আবোহী একজন পুরুষ ও একজন নাবী। উভয়েই অফিসাব, পরনে মিলিটারী ইউনিফরম্। পুরুষটি গাড়িতে বসিয়াই চীৎকাব করিল, কৈ হ্যায়! জবাব আসিল না।

বোধ হয বেবিযে গেছেন।—মেযেটি মন্তব্য কবিল।

কিন্তু বেবিয়ে যাবাব তো কথা নয় তাব। অধঃপাতে সে যতই গিয়ে থাকুক, কথাব বেঠিক তো তাব কখনও হয় না।

মেয়েটি হাসিল। বলিল, অধঃপাতে যে সত্যিই যায়, তাব কথাবও বেঠিক হওযা দবকাব, অন্তত সেইটেই আশা কবা উচিত।

যুবক মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, মিস মজুমদাব, আমি সত্যিই বলছি, এন্‌গেজ্‌মেণ্ট (engagement) ও সব সময় ঠিক বাখে। সাহেবদেব এই গুণটা ওব মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেখতে পাই।

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল, ভুল কবছেন মিস্টার বায়, ওই গুণটা সাহেবদেরই নিজস্ব নয় বা ওটা ইংলণ্ড থেকেও

আমদানি হয় নি। ওই গুণের অধিকারী দুনিয়ার সব দেশেই ছিল এবং আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ক্যাপ্টেন সিকদার আপাতত যখন কোনও গুণের পরিচয় দিতে পারলেন না, তখন আমাদের ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি ?

রায় নিরুৎসাহ হইয়া বলিল, তাই হোক। চলুন, ফিরে যাই।

রায় গাড়িতে স্টার্ট (start) দিয়াছে, এমন সময় একটি মেয়ে পর্দা ঠেলিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া ইংরাজীতে বলিল, প্লিজ ওয়েট (please wait, দয়া ক'রে অপেক্ষা করুন)।

মিস মজুমদার মেয়েটিকে দেখিয়া বুঝিল, সে ইন্দোনেশিয়ান। পোশাক-পরিচ্ছদ খুব মূল্যবান, চেহারায় এবং চালচলনে বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলিয়াই মনে হয়। মেয়েটি স্মিতমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া উভয়কে নমস্কার করিল ভারতীয় প্রথায়। আগন্তুকদ্বয় নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসুভাবে মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল। মেয়েটি এবার বাংলায় বলিল, এই ক্যাপ্টেন সিকদারের চিঠি।

ইন্দোনেশিয়ান মেয়ের মুখে বাংলা শুনিয়া মিস

মজুমদার অবাক হইয়া গেল। আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বাংলা শিখলেন কোথায়?

সে অনেক কথা। ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি হাসিয়া কহিল, আমাদের বাড়ির পাশে একটি বাঙালী পরিবার ছিলেন, বছর দুই হ'ল তাঁরা চ'লে গেছেন। বাংলা আমার চোদ্দ আনা শেখা হয় তাদের কাছে। বাকি দুই আনা শিখেছি ক্যাপ্টেন সিকদারের কাছে। আমি বাঙালীর সঙ্গে বাংলায় ছাড়া কথা বলি না।

রায় বারীনের চিঠি পড়িয়া বলিল, সিকদার সিনেমায় গেছে। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ফিরবে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ করেছে অপেক্ষা করতে। চিঠিখানি মিস মজুমদারের হাতে দিল। উভয়ে গাড়ি হইতে নামিয়া ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটির পশ্চাদনুসরণ করিল।

আগন্তুকদ্বয়কে পরম সমাদরে বসাইয়া মেয়েটি বিনীতভাবে জানাইল, জীপগাড়িখানা কখন যে প্রাঙ্গণে ঢুকিয়াছে, তাহা সে আদৌ টের পায় নাই। তাহাদের এতক্ষণ বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য সেই একমাত্র দায়ী এবং এই ব্যাপারে সে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। মেয়েটি তাহার ত্রুটির জন্য করজোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করিল।

ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটির বিনয় এবং ভদ্রতায় মিস মজুমদার চমৎকৃত হইল। রায়কে একটু গম্ভীর মনে হইল, সে যেন অন্য কিছু ভাবিতেছিল।

মিস মজুমদার মেয়েটিকে ডাকিয়া কাছে বসাইল। বলিল, আপনাদের ভাষা আমি শিখব। আমাকে শিখিয়ে দিতে পারবেন ?

ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি বলিল, আমাদের ভাষা শিখে আপনার লাভ নেই। এখানকার চলতি ভাষা মালায়ান (Malayan), তা আমি আপনাকে অল্পদিনেই শিখিয়ে দিতে পারি। ক্যাপ্টেন সিকদারকেও আমি শিখিয়েছি। আমি পাকা মাস্টার।

মিস মজুমদার হাসিয়া বলিল, বেশ। কিন্তু আপনাকে পাব কোথায় ?

সে সব ব্যবস্থা ক্যাপ্টেন সিকদার করবেন। মোটেই চিন্তা করবেন না।

মিস মজুমদার ঠিক বুঝিতে পারিল না, ক্যাপ্টেন সিকদারই সব ব্যবস্থা করিবেন—এই নিশ্চিত ভরসা ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি কেমন করিয়া পাইল! সে কি বুঝিয়া এতখানি আশ্বাস দিয়া বসিল ? মিস মজুমদার বলিল, আপনি কেমন ক'রে জানলেন, ক্যাপ্টেন সিকদার

সব ব্যবস্থা করবেন ? এ-ও তো হ'তে পারে, তিনি হয়তে
উল্টো ব্যবস্থাই করবেন, অর্থাৎ আমি যাতে মালায়ান
শিখতে পারি, তার জন্যেই হয়তো চেষ্টা করবেন।

মেয়েটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, অসম্ভব।

কিন্তু অসম্ভব কেন ?

আপনি তাঁকে বোধ হয় চেনেন না, তাই বলছেন
আমরা তো তাঁর কেউ না, অথচ আমাদের জন্য অনে
কিছু তিনি করেছেন। আর আপনার জন্যে করবে
না ?—নিশ্চয় করবেন।

মেয়েটির যুক্তি শুনিয়া মিস মজুমদারের হাসি পাইল
মেয়েটি বুঝাইতে চাহে, সে এবং তাহার মত আর
কয়েকটি মেয়ের জন্য যখন ক্যাপ্টেন সিকদার অনেক-কি
করিয়াছেন, তখন ভারতীয় মেয়ে শ্রীমতী মজুমদারের জন্য
বা তিনি কিছু না করিবেন কেন ? বোধ হয় স্ত্রীজা
মাত্রেই সিকদারের কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় না। ভদ্রলো
তো বেজায় দরাজ হাতে নারী-সেবায় লাগিয়া গিয়াছেন
ক্যাপ্টেন সিকদারের সম্বন্ধে লোকে যাহা বলে, তাহা f
তবে মিথ্যা নয় ? ইনি যে বাটাভিয়ায় বৃন্দাবনের লীল
চালাইতেছেন ! কিন্তু একটা শিক্ষিত লোকের কি পরিণা
চিন্তাও থাকিতে নাই ?

সবচেয়ে ক্ষোভের বিষয়, ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি মিস মজুমদারকে তাহারই মত অথবা তাহার সখী ক্যাপ্টেন সিকদারের সাহায্যপ্রার্থী অন্যান্য মেয়েদের মত একটা সাধারণ মেয়ে বলিয়া মনে করিয়াছে। নতুবা সে এমন ইঙ্গিত করিতে পারিত না। মেয়েটি প্রকারান্তরে বলিয়াছে, আমরা যদি বিদেশী মেয়ে হইয়াও ক্যাপ্টেন সিকদারের সদিচ্ছালাভ করিয়া থাকি, তবে ভারতীয় মেয়ে তুমি— তোমার আরও অধিকার আছে এবং আশা আছে তাহার সদিচ্ছা লাভ করিবার। আমরা যেমন আমাদের রূপ-যৌবন দিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছি, তুমিও তোমার রূপ-যৌবন দিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে সহজেই। তাহা ছাড়াও তোমার বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে— তুমি ভারতীয়। মেয়েদের দিকে ক্যাপ্টেন সিকদারের সদয় হস্ত সর্বদাই প্রসারিত হইয়া আছে। মিস মজুমদারের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। সে ভয়ানক ভুল করিয়াছে ক্যাপ্টেন সিকদারের এখানে আসিয়া। এই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সে আলাপ করিতেও ইচ্ছুক নয়।

ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য মিস মজুমদার কহিল, ক্যাপ্টেন সিকদারের উপর আপনার ভরসা খুব

বেশি দেখছি। কিন্তু আপনি ছাড়া এখানে আর কারও জন্যে তিনি কি কিছু করেছেন ?

ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি হাসিয়া বলিল, বাইরে কার জন্যে কি করেছেন জানি না ; তবে লরেটো, ডায়না এব আরও দুই-একটি মেয়ের খবর আমি জানি, যার সিকদারের সাহায্যে বাটাভিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মিস মজুমদার ইহাই প্রত্যাশা করিতেছিল। মানুষ প্রেম করে বা প্রেমে পড়ে, তাহারও একটা মানে হয় এতগুলি মেয়ের সঙ্গে সিকদার মহাশয় নিশ্চয়ই প্রেম করিতেছেন না। তবে কি করিতেছেন ? যাহা করিতেছেন তাহা ভাবিতেও গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার ! একটা শিক্ষিত বাঙালীর রুচি এত নীচে নামিয়া গিয়াছে ! ক্যাপ্টেন সিকদার শুধু নিজেকে খাটো করেন নাই, সমগ্র জাতিকে খাটো করিয়াছেন।— এই সব লোকের জন্যই মিলিটারীর এত বদনাম খাকী পোশাক লোকের শ্রদ্ধা হারাইয়াছে ইহাদে জন্যই।

চা আসিল। মিস্টার রায় মিস মজুমদারের ভাবান্ত লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাটাভিয় আপনার কাছে কেমন লাগছে ?

মিস মজুমদার ঢোক গিলিয়া বলিল, অত্যন্ত বিশ্রী। এখানে কেমন ক'রে দিন কাটাব, তাই ভাবছি।

কি যে বলেন ?—রায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল বলিল, ঘাবড়াবেন না। আমরা বাঙালী অফিসার তো চার-পাঁচ জন রয়েছি—গল্পগুজব ক'রে, এখানে-সেখানে ঘুরে সময় কেটে যাবে।

মিস মজুমদার একটু হাসিল। কহিল, সময় কাটবে ঠিক। কিন্তু বাঙালী মহাশয়দের নমুনা এখানে যা দেখছি, তাতে আশার চেয়ে নিরাশা বেশি হচ্ছে। জানি না, আপনাদের হাতে প'ড়ে আমার দুর্ভোগ বাড়বে কি না! যদি আপনারা সুখে রাখেন—ভালই ; যদি দুঃখ দেন, তাও নীরবে সইব ; কারণ দুঃখ-পাওয়ার জন্যেই আমি সর্বদা প্রস্তুত। একটু থামিয়া বলিল, কিন্তু আমি যা বললাম, তার কদর্থ করবেন না। আমি আপনাকে লক্ষ্য ক'রে কিছু বলি নি। বরং গত দুই দিনে আপনাকে যতটা বুঝতে পেরেছি, তাতে আমার মনে হয়, অন্তত আপনার দিক দিয়ে আমি কোন আঘাত পাব না।

রায় যেন একটু বিচলিত হইল। মাথা নাড়িয়া কহিল, না না না, আঘাত কেউ দেবে না। তবে সবাই তো ঠিক সমান নয়। সকালে আফিস থেকে সিকদারকে ফোন

করেছি। সে তো জানে, আপনাকে নিয়ে এখানে আমি বিকেলে আসব, কিন্তু সিনেমায় যাওয়ার প্রোগ্রামটা সে হয়তো ক্যান্‌সেল (cancel) করতে পারে নি বিশেষ কোন কারণে।

ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি বলিল, মাপ করুন। আগে আমাকে কিছু বলতে দিন। সিনেমায় তিনি নিজের ইচ্ছায় যান নি। মিস লরেটো একরকম জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে তাঁকে। ক্যাপ্টেন সিকদার না গেলে সে কখ্‌খনো একা যেত না।

মিস মজুমদারের দিকে ফিরিয়া রায় কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, এইবার বুঝলেন তো? মিস লরেটোর হাত সে এড়াতে পারে নি। সিকদারকে সে বড্ড ভালবাসে,—খাসা মেয়ে।

ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, লরেটো তাঁকে খুব ভালবাসে, কি ক'রে জানলেন?

রায় হাসিতে হাসিতে বলিল, তা কি আর জানি না? হাবভাব দেখে বুঝতে পারি।

ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি আস্তে কহিল, না গো না, বুঝতে পারেন না। ভালবাসা—ভালবাসা— ভালবাসা

াত শস্তা নয়। সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গল। বলিয়া গেল, বসুন। আমি আসছি।

মেয়েটি চলিয়া গেলে রায় প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইল। ীস মজুমদারকে বলিল, দেখলেন? বুঝলেন তো?

মিস মজুমদার হাসিল না, বরং গম্ভীরভাবেই কহিল, ঝেছি। এখানে ভালবাসার প্রতিযোগিতা চলেছে। ও লতে চায়, ও-ই সিকদার মহাশয়কে সবচেয়ে বেশি ালবাসে। কিন্তু হায় রে, ভাল যে ওরা কেউ তাকে াসে না, সিকদার মহাশয় সেটা কবে বুঝবেন?

না। আমি যতদূর জানি, সত্যিকারের ভালবাসা এই ায়েটার মধ্যেই কিছু আছে। সিকদার বললে ও বোধ য় আগুনে ঝাঁপ দিতেও রাজি। হিন্দুর ঘরের বউরাও ত পতিব্রতা হয় না। আশ্চর্য!

মিস মজুমদার একটু উষ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিল, াপনি কি বিবাহিত?

রায় মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ও পথে এখনও যাই . এবং কখনও যাব না।

না যান ভালই। কিন্তু না জেনে শুনে হিন্দুর ঘরের উদের সম্বন্ধে অনধিকারচর্চা করবেন না।

অনধিকারচর্চা! রায় ঢোক গিলিয়া বলিল, বি
অবশ্য করি নি—বিবাহিত মেয়ে অনেক দেখেছি।

অনেক দেখেন নি—দু-চারটি দেখেছেন। কি
অন্তরটা তাদের দেখতে পান নি। নিজে যখন বি
করবেন এবং নিজের ভালবাসার বিনিময়ে স্ত্রীর ভালবা
লাভ করবেন, তখন দেখবেন, আপনার স্ত্রী শুধু এক
নয়, আপনারা উভয়েই পরস্পরের জন্যে যে কোন ত্য
স্বীকার করতে প্রস্তুত। অবশ্য স্বামীর কথায় আগু
ঝাঁপ যদি কোন মেয়ে দেয়, সে নিশ্চয়ই পাগল, এ
যে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা পরখ করবার জন্যে স্ত্রীকে আগু
ঝাঁপ দিতে বলে সেও পাগল। একটু থামিয়া মি
মজুমদার বলিল, যাক, এই মেয়েটিকে কিন্তু আমার ভাল
লাগল। ভালবেসে শেষে ওর পস্তাতে না হয়।

রায় কহিল, পস্তাতে হবে। সিকদার ওকে সহধর্মি
করবে নাকি? ব'য়ে গেছে তার।

ব'য়ে গেছে তার—মানে? তবে তিনি এই স
আগুনের ফুলকি নিয়ে খেলা করতে যান কেন?

আপনি বলছেন আগুনের ফুলকি; তার কাছে এ স
জলের বিন্দু।

জলের বিন্দু নয়। নিখিল বিশ্ব এদের আগুনে

লকি বলছে—এটা তিনি না জানার ভানও করতে পারেন া। এই আগুন তিনিই স্বহস্তে জ্বেলেছেন এবং জলের বন্দু দিয়ে একে নিবানোর দায়িত্ব তাঁরই—আর কারও নয়।

কিন্তু আপনার দৃষ্টি দিয়ে সিকদার বাটাভিয়ার ময়েদের দেখে নি। এদের মনস্তত্ত্ব নিয়েও সে মাথা ঘামায় ব'লে মনে হয় না। এরা সব তার ভক্ত। এদের স সাধ্যমত খুশি রাখতে চায়, এদের নিয়ে সে আনন্দ ক'রে বেড়ায়;—বাস্‌! বিয়ে করা সম্বন্ধে সে আমার তই হুঁশিয়ার।

মিস মজুমদার হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ আপনারা দু জনেই চিরকুমার সভার মেম্বার। কিন্তু সিকদার মহাশয়ের আপনার মত জিতেন্দ্রিয় হওয়া উচিত ছিল।

রায় হাসিয়া কহিল, আমার সম্বন্ধে আপনার খুব উঁচু ারণা জন্মেছে দেখছি। ভালই। কিন্তু দেখবেন, মতটা যন আবার দুদিন পরে বদলাবেন না।

মত বদলাব? মিস মজুমদার কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিল, কেন, আপনারও ঘোড়ারোগ আছে নাকি? গার্ল (girl) ফ্রেণ্ড (friend) ক'টি জুটেছে?

দুঃখের বিষয়, ও বিষয়ে আমি একেবারে ঊনবিংশ

শতাব্দীর গোড়ার দিকে প'ড়ে আছি।—রায় একটু থামিয়া কহিল, এ দেশের মেয়েগুলোর উপরটা বেশ চকচকে, কিন্তু ভেতবে ওদের একেবারে কালি। আমি এদের দূর থেকে প্রণাম করি—ভয়ে কাছে ঘেঁষি না।

উত্তম। কিন্তু এই বিপথগামী ভদ্রলোককে আপনাবা রক্ষা করতে চেষ্টা করেন না কেন?

সিকদারকে রক্ষা করতে যাব আমরা?—রায় চোখ কপালে তুলিল। বলিল, পরিচয় হোক, তখন বুঝতে পাববেন, কি ধাতু দিয়ে সে গড়া।

ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি আসিয়া উৎফুল্লভাবে জানাইল, ক্যাপ্টেন শিকদার এসেছেন।

বায় স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক্, তবু মানটা আজ বাঁচল। আমি তো ভেবেছিলাম— এই যে, স্বাগতম —সুস্বাগতম্।

আমাকে ক্ষমা করুন মিস্টার রায়, মিস মজুমদাব, আমি অত্যন্ত অমানুষিক অন্যায় করেছি সিনেমায় গিয়ে।

বারীন করজোড়ে উভয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রায় বলিল, অন্যায় বিশেষ করেন নি। আমরা সব শুনেছি। মিস লরেটোর অনুরোধ উপেক্ষা করলেও তো আপনার গুরুতর অন্যায় হ'ত। সব দিক সমানভাবে বজায়

রাখতে কেউ পারে না। এদিকে আমাদের দুঃখ দেওয়া, ওদিকে মিস লরেটোকে দুঃখ দেওয়া—এর মধ্যে একটিকে মেনে নিতেই হবে। আমরা আপনার দেশী লোক, একান্ত আপনার জন—সেই জোরে যতটা পীড়ন আমাদের উপর আপনি চালাতে পারেন, তার শতাংশ বোধ হয় এই সব বিদেশিনীদের উপর চলতে পারে না। মিস লরেটোর কোমল মনে যে আপনি ব্যথা দেন নি—সেটা ভালই করেছেন। আমরা তো বাড়ির লোক, আমাদের কাছে আবার মাপ চাইতে হবে কেন? আপনি স্থির হয়ে বসুন, মিস মজুমদারের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই।

বারীন বলিল, দেখুন, অন্যায় করার পর কৈফিয়ৎ একটা-কিছু দেওয়া যায়। অন্যায়ের ফলে যা কিছু ঘটে, তা তো ইচ্ছে করলেই মুছে ফেলা যায় না। তাই অন্যায়-কারীর শাস্তি হওয়া দরকার। একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করলেই তাকে রেহাই দেবেন কেন? একটু থামিয়া কহিল, বিশেষত মিস মজুমদার এখানে নবাগত—আজ প্রথম আমার এখানে এসে যে নিদারুণ অনাদর আমার কাছে পেয়েছেন, তার গুরুত্ব আমি নিজে বিলক্ষণ বুঝি। তাই আমার--

মিস মজুমদার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিয়া বলিল, থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। আপনার অপরাধ না হয় ক্ষমাই করা গেল এবারের মত। একটু হাসিয়া কহিল, তখন আপনার ওই ইন্দোনেশিয়ান বান্ধবীর বিনয় প্রকাশের ভঙ্গী দেখে মনে মনে ওঁকে তারিফ করছিলুম, আর ভাবছিলুম, এমন নিখুঁত বিনয়-প্রকাশের ধারা উনি শিখলেন কার কাছে? এখন দেখছি, ওঁকে শুধু বাংলা শেখান নি, বিনয়-প্রকাশের ফরমুলাটাও সুন্দরভাবে শিখিয়েছেন। ওঁব ভাগ্য ভাল—উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পেয়েছিলেন।

এইবার সকলেই হাসিয়া উঠিল। ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি একটু দূরে বসিয়া ছিল, সেও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বারীন বলিল, এইবার বলুন মিস মজুমদার, আপনাব কাহিনী। বাটাভিয়ায় এসেছেন তো পরশু। এব আগে কোথায় কোথায় ছিলেন?

এর আগেই ছিলুম বাঙ্গালোর, তার আগে কায়রো, তার আগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কিছুদিন ছিলুম।

বেশ, বেশ। নিত্য নূতন দেশ, নিত্য নূতন মানুষ

দেখছেন। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিন দিন কত বেড়ে যাচ্ছে। চমৎকার! তাই নয় কি?

মিস মজুমদার চুপ করিয়া রহিল। জবাব দিল রায়। সে বলিল, চমৎকার বইকি। তা ছাড়া ডাক্তারী পাস করার পর প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস ক'রে বা সিভিল চাকরি ক'রে ওঁর রোজগারও বেশি হ'ত না, জ্ঞানও বাড়ত না এত। মিলিটারিতে উনি যত বড় স্কোপ (scope) পেয়েছেন, সিভিলে তা প্রত্যাশা করা যায় না। অবশ্য বাপ-মা, ভাই-বোন, বা আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার একটা সাধারণ কষ্ট মিলিটারিতে আছে। কিন্তু কষ্টকে বরণ না করলে জীবনের উন্নতি হতে পারে না।

জীবনের উন্নতি!—বারীন হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিল। বলিল, জীবনের উন্নতি কিসে হয় বলতে পারেন মিস্টার রায়?

জীবনের উন্নতির জন্যে চাই টাকা—চাই সম্ভ্রম। আবার কি?

দাঁড়ান। বারীন টেবিলের উপর জোরে একটা কিল মারিল। কহিল, প্রথমে টাকার কথা বলি। মাইনে আমরা নেহাৎ কম পাই নে বটে, কিন্তু সঞ্চয়ের বেলায়

প্রায় শূন্য। এমন কি বেশির ভাগ জুনিয়র অফিসারের আয় যা, তাতে ব্যয় কুলোয় না। এই গেল আর্থিক অবস্থার কথা। এইবাব সম্ভ্রমের পরিমাণ করা যাক। ছুটো সিপাহী-শাস্ত্রীর আইন-বাঁচানো সেলাম বা জনকতক সাব-অর্ডিনেট (sub-ordinate) কর্মচারীর স্বার্থান্ধ তোয়াজকে যদি সম্ভ্রমের মাপকাঠি কবতে চান, তবে আমি কিছুই বলতে চাই নে। কিন্তু সত্যিকারেব সম্ভ্রম পাওযা আমাদের ভাগ্যে জোটে না।

কেন জোটে না?—রায় কহিল।

জোটে না এই জন্যে যে, আমরা দেশদ্রোহী—জাতির কলঙ্ক। আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ব্রিটিশেব কাছে দাস-খত দিয়ে স্রেফ গোলামি করতে নেমেছি। কি ভাল কাজ আমবা কবেছি যে, সম্মান পাব? সত্যিকাবেব সম্মান আসে জনসাধাবণেব দিক থেকে। জনসাধাবণ ভাবতেব জনসাধাবণ অর্থাৎ মাস্ (mass) আমাদেব সম্মান করবে কেন? সম্মান তো কবেই না, ববং ভয়ানক ঘৃণা কবে।

মিস মজুমদাব বলিল, তবে মিলিটাবিতে এলেন কেন?

কেন এলাম? বাবীন হাসিল। বলিল, সে অনেক

কথা। আর একদিন শুনবেন। বারীন বিশেষ মনোযোগ দিয়া মিস মজুমদারকে একবার দেখিয়া লইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। বলিল, মিস মজুমদার, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে যেন আমি এর আগে কোথায় দেখেছি। না না, আমারই ভুল—আমারই ভুল।

অমন ভুল লোকের হয়। যাকে দেখেছেন, তার সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে হয়তো।—মিস মজুমদার কহিল।

আশ্চর্য মিল! বারীন একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনি কি ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলে পড়তেন?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

ঘটনাক্রমে ওখানে কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আমি কয়েকদিন পড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানকার একটি মেয়ের কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। অমন মেধাবী মেয়ে আমি কমই দেখেছি। তার সঙ্গে আপনার চেহারার কোন তফাত নেই।

রায় উৎসুকভাবে বলিল, বটে--বটে! এর মধ্যে রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি যেন। মেয়েটার নাম—

নাম সুনন্দা। উপাধি মজুমদার।—বারীন কহিল।

রায় হাততালি দিয়া বলিল, হুবহু মিলে যাচ্ছে। এইবার স্বীকার করুন মিস মজুমদার, ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলের সেই বিশিষ্ট মেয়েটি আপনিই স্বয়ং।

মিস মজুমদার বাধা দিয়া কহিল, না না, আমি না। সুনন্দা আমার নাম নয়। তা ছাড়া বিশিষ্ট আমি কোনকালেই ছিলুম না। উনি যার কথা বলছেন, সে আমি না—অন্য কেউ।

ও প্রসঙ্গ থাক্। বারীন বলিল, সেই মেয়েটি যদি আপনি হতেন, তা হ'লে একা আমারই আপনাকে মনে থাকত না, আপনারও নিশ্চয়ই আমাকে মনে থাকত। তা যখন নেই, তখন এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হচ্ছে আমারই বোঝার ভুল। যাক।

রায় মিস মজুমদারের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিল, ও কি, আপনার শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে নাকি?

ভয়ানক মাথা ধরেছে। মিস মজুমদার কহিল, এইবার চলুন। না হয় আপনি বসুন, আমি একলা চ'লে যাই।

বারীন ব্যস্ত হইয়া বলিল, মাথা ধরার ওষুধ দিচ্ছি। অ্যাস্‌প্রো—ও-ডি-কোলন্, কোন্‌টা চাই বলুন?

মিস মজুমদার কহিল, থাক্, ওষুধের দরকার নেই।

আমি এখন যাই—বিশ্রামের দরকার। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রায়ও উঠিল। বলিল, অসুস্থ লোককে একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। চলুন, আমি সঙ্গে যাব। মিস্টার সিকদার, আপনি বরং কাল বিকেলে আমার ওখানেই চা খাবেন।

আচ্ছা।

বারীন তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল।

তিন

সুনন্দা মজুমদার—ওরফে কাপ্টেন (মিস) এস. মজুমদার বাটাভিয়ায় আসিয়া এক জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইল। ক্যাপ্টেন রায়ের কাছে নামটা শুনিয়াই তাহার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। কারণ বারীনের মিলিটারিতে ঢোকার ব্যাপারটা সে বিশদভাবে জানিত। আর ইহাও জানিত, 'সিকদার' উপাধিধারী অফিসার মিলিটারিতে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, হয়তো দুই-একজনের বেশি নাই। কিন্তু চাল-চলন এবং চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিত রায়ের কাছে পাইবাব পর সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, তাহার সন্দেহ অমূলক। এ অন্য কোনও হতচ্ছাড়া সিকদার—প্রফেসার বাবীন সিকদার নয়, তাহার দাদার সতীর্থ সেই বিখ্যাত নারী-বিদ্বেষী বারীন সিকদার নয়—যে দূর হইতে সুনন্দার শ্রদ্ধা এবং বোধ হয় ভালবাসাও আকর্ষণ করিয়াছে বহুবার বহু উপলক্ষে।

মেডিকেল স্কুলে কয়েক দিনের জন্য সুনন্দা বারীনের সান্নিধ্যে আসিয়াছিল বটে; কিন্তু একজন ছিল শিক্ষক, আর একজন ছিল ছাত্রী। সেখানে একপাল ছেলেমেয়ের মধ্যে সে নিজের পরিচয় দিতে অবকাশ পায় নাই—দিতে

চ্ছুকও হয় নাই। দাদার পরিচয় দিয়া নিজেকে
বিশেষভাবে চিহ্নিত করিলে সেটা বড় বেশি দোষের হইত
া বটে, কিন্তু অতবড় নারী-বিদ্বেষীর কাছে সে গায়ে
াড়িয়া আত্মীয়তা জানাইতে সাহস করে নাই। বারীন
য়তো ভাবিবে, মেয়েটার বুঝি কোনও মতলব আছে।
য ব্যক্তি সুনন্দার তরুণ মনে একদা অপরিসীম দোলা
দিয়াছিল, তাহার নিকট প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া সেদিন
স কত কি দুর্বোধ্য জিনিস বুঝিয়া লইয়াছে সাধারণ
াত্রীর মত, কিন্তু নিজের সংযমের বাধন কখনও ঢিল হইতে
দয় নাই।

ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলে তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ
হইবার অনেক আগে সুনন্দাকে যে মাস-খানেকের জন্য
প্রাইভেট পড়াইতেও রাজি হয় নাই, তাহাকে সুনন্দা
কঠোরভাবে বয়কট করিয়া চলিত। দাদার সহিত বন্ধুত্বের
সূত্রে মাঝে মাঝে বারীন যখন তাহাদের বাড়িতে
আসিয়াছে, তখন সুনন্দা যে-কোনও ছলে এক দিকে উধাও
হইয়া যাইত। সুনন্দার দাদা সুশোভন বারীনকে যেমন
চিনিত, নিজের বোনকেও তেমনই চিনিত। তাই উভয়ের
দেখা-সাক্ষাৎ ঘটাইবার চেষ্টা কখনও করে নাই।

সুনন্দার আজ মনে পড়িল, স্কটিশ চার্চ স্কুলের সেই

পুরস্কার-বিতরণী সভার কথা। বারীনকে সেখানেই সে প্রথম দেখিয়াছিল এবং একটু বিশেষভাবে দেখিয়াছিল। সুনন্দা তখন নীচের ক্লাসে পড়ে। দর্শকের মধ্যে বসিয়া বহুদূর হইতে দেখিতেছিল, ফার্স্ট ক্লাসের একটি বলিষ্ঠ সুন্দর ছেলে বহুবার আসিয়া নানা রকমেব প্রাইজ লইয়া গেল। ছেলেটির তৃতীয়বার প্রাইজ লওযার পর হইতে প্রত্যেকবারই সভার দর্শক ও শিক্ষকমণ্ডলী হাততালি দিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিতেছিল। সুনন্দার মনে আছে, বারীন সে বার সাত দফা প্রাইজ পাইয়াছিল এবং সবগুলিই ফার্স্ট প্রাইজ। যথা—ক্লাসের ফার্স্ট প্রাইজ, অভিনয়ের ফার্স্ট প্রাইজ, আধুনিক গানের ফার্স্ট প্রাইজ, আবৃত্তিব ফার্স্ট প্রাইজ, ভার-উত্তোলনের ফার্স্ট প্রাইজ, সাধাবণ জ্ঞানের ফার্স্ট প্রাইজ এবং সেতার বাজনার ফার্স্ট প্রাইজ।

এতগুলি পুবস্কার লইয়া বারীন যখন বিজয়ী বীরেব মত চলিয়া গেল, তখন কিশোরী সুনন্দার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া বারীনেব কাছে গিয়া ওকে ভাল কবিযা দেখিয়া আসে এবং ওর গা-টা একবার ছুঁইয়া আসে। ও সাধারণ মানুষ নয়, ওকে ছুঁইতে পারিলে জীবন ধন্য হইবে।

সেদিন সুনন্দা আবেগের আতিশয্যে বারীনের প্রশংসা-সূচক দুই-একটা কথা পাশের সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে

িয়া ফেলিয়াছিল। একটা এচড়ে-পাকা মেয়ে বলে না, তুই ভাবিস নে সুনন্দা, বারীন সিকদারের সঙ্গেই ার বিয়ে হবে! ছিঃ ছিঃ, তেমন কল্পনা কি সে তখন রিয়াছিল?—কখনই না।

সুশোভন ম্যাট্রিক পাস করে মেট্রোপলিটান স্টিটিউশন হইতে। বারীনের সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয় দ্যাসাগর কলেজের বিজ্ঞানের ক্লাসে। তখন সুনন্দার ীন-প্রীতি একেবারে পল্লবিত অবস্থায়। সুশোভন দিন প্রথম সুনন্দার কাছে বারীনের সম্বন্ধে কি একটা তে গেল, সুনন্দা কিছুই যেন কানে তুলিল না। এমন ব দিল, তাহার যেন বারীনের সম্বন্ধে কিছুই শুনিবার ছা নাই এবং তাহার দাদার বন্ধুদের মহত্ত্ব লইয়া জল্পনা-না করিবার সময় যেন তাহার নাই।

সুনন্দা মাঝে মাঝে দাদার কাছে এটা ওটা বুঝিয়া তে। যখন সুশোভন ভালভাবে বুঝাইতে পারিত না, ন্দা হাসিয়া বলিত, থাক্ দাদা, বুঝেছি, তোমার বিদ্যেয় লাবে না।

ওটা কাল তোকে ঠিক বুঝিয়ে দেব। আজই ক্লাসে রীনের সঙ্গে কন্‌সাল্ট্ (consult) করছি।

যাঁর সঙ্গে কন্‌সাল্ট্ ক'রে এসে আমাকে বুঝাবে,

তিনি তো তোমার বন্ধু। তিনি কি নিজে এসে আমাকে একটু পড়াতে পারেন না—অন্তত মাস-খানেকের জন্যে তুমি ববং আজই তাঁকে ব'লো। বলবে তো ?

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া সুশোভন সুনন্দাকে একেবারে নিরাশ কবিয়া দিল। অপমান এবং দুঃখে জ্বালাকে চাপিয়া বাখা সুনন্দাব পক্ষে সত্যই কষ্টকব হইয়াছিল। হায ঈশ্বব, তাহাব কেন এ দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল কেন সে সুশোভনকে ও কথা বলিল ? আজ যে সুশোভনেব প্রস্তাব বারীন প্রত্যাখ্যান কবিযাছে, আজ যে বাবীনেব কাছে তাহাব দাদাব মাথা হেঁট হইয়াছে, ইহাব জন্য দায়ী তো সুনন্দা। বাবীন বলে কিনা, মেযেদেব প্রাইভেট পড়ানোব ক্ষমতা আমাব নেই। অর্থাৎ মেযেজাতিব উপব তাহাব সম্পূর্ণ অনাস্থা! ইহাব চেয়ে অপমান মেযেদেব বোধ হয় আব কেউ কবে নাই। সুশোভনেব সহিত খানিক তর্ক কবিয়া সেদিনকাব মত সুনন্দা একেবাবে নীবব হইযাছে। সন্ধ্যাব পব চুপিচুপি খাইযা আসিয়া সটান শুইয়া পড়িল। গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া যাইতে লাগিল, ঘুম আব আসে না। সেই দুঃখেব বাত্রিকে সুনন্দা আজও ভুলে নাই।

অথচ আশ্চর্য এই, অপবাধী বাবীনেব সপক্ষেই

শোভন যুক্তি দেখাইতেছিল। সুনন্দা একসময় রাগিয়া লিল, রেখে দাও দাদা, ওটা হচ্ছে বারীনবাবুর এক ম রোগ। ওঁকে তোমরা সবাই মিলে চিকিৎসা রাও।

সুশোভন হাসিয়া বলিল, না না, রোগ নয়। তুই কে ভুল বুঝিস নে। মেয়েদের 'পরে তার অবজ্ঞা, শ্রদ্ধা বা অনাস্থা কিছুই নেই এবং মেয়েরা তাকে যাদু রবার জন্যে তৈরি হয়ে ব'সে আছে, এমন কোন ধারণা র মনে নেই। বরং নিজের ওপরই তার বিশ্বাসের ভাব।

সুনন্দা চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, নিজের উপর শ্বাসের অভাব! তার মানে?

তার মানে—সে বলে, সে হচ্ছে ভারি ভাবপ্রবণ মানুষ, শিষ্ট গুণের বা প্রতিভার পরিচয় পেলে যে কোনও য়েকে সে ভালবেসে ফেলতে পারে। শেষকালে যদি র ভালবাসা ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ যাকে সে চায় তাকে যদি ান কারণে না পায়, তবে তার পড়াশুনা এবং জীবনের শা সবই হয়তো মাটি হয়ে যাবে। সে এতখানি ঝুঁকি য়ে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে রাজি নয়। সে ল, সে তার সমগ্র মনোযোগ এখন দিয়েছে জীবনের

বনিয়াদকে শক্ত ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্যে। নারী তার সাধনার পথে বিঘ্ন হয়ে না দাঁড়ায়। সে চায়, তাঁর দৃষ্টি এখন অন্য কোনও দিকে আকৃষ্ট হতে না পাবে।

এ কথার জবাব সুনন্দা সেদিন দিতে পাবে নাই—চেষ্টা কবিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। বাবীন তাহাকে সীমাহীন দূরে ঠেলিয়া দিয়া প্রতিবাদের পথটাও নির্ম্মমভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সুনন্দা দেখিল, বাবীনেব সান্নিধ্যে যাইবার আব কোনও উপায় নাই। তবে কি তাহাকে কল্পনায় পাইয়াই সুনন্দা সন্তুষ্ট থাকিবে?

তাবপর মেডিকেল স্কুলে ছাড়াও বাবীনকে সে কয়েক-বার দেখিয়াছে, দূরে থাকিয়া—বহু দূবে থাকিয়া দেখিযাছে। বাবীনকে সে দেখা দেয় নাই বা আত্মপবিচয দেয নাই। যে বাবীন কৈশোবে তাহাকে ভুলাইল এবং যৌবনে তাহাকে কাঁদাইল, সেই বাবীনেব কাছে তাহাব হৃদয়ের মর্মকথা জানাইতে পাবিল না, এমন কি সেই বাবীনের সে অচেনা বহিয়া গেল চিবদিন।

বিদ্যাসাগব কলেজে স্বাধীনতা-দিবসেব সভায় সুনন্দা দাদার সঙ্গে গিযাছিল শুধু বারীনের বক্তৃতা শুনিবাব জন্য। পনেবো মিনিটেব বক্তৃতায় বাবীন ছয় বাব হাততালি পাইযাছিল, তাহা সুনন্দা আজও ভোলে নাই। বিদ্যাসাগব

কলেজের থিয়েটারেও বারীনের অভিনয় দেখিতে এবং বারীনের গান শুনিতেই সুনন্দা যাইত এবং দাদার হাত ধরিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে ফিরিয়া আসিত। যদি সুশোভন জিজ্ঞাসা করিত, ও কি, তুই অমন করছিস কেন? হয়েছে কি? সুনন্দা জবাব দিত, কিছু না। মাথাটা বড্ড ধরেছে।

সুনন্দার ধৈর্য ও সংযমের চরম পরীক্ষা হইয়াছিল মেডিকেল স্কুলে। বারীনকে ক্লাসে ঢুকিতে দেখিয়া সুনন্দা সেদিন চমকিয়া উঠিয়াছিল। সর্বনাশ! এইবার বুঝি একটা কেলেঙ্কারি হইয়া বসে! বারীনকে এত কাছে দেখিয়া সে যেন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। নিজের মনকে শক্ত করিবার জন্য এবং আবেগের প্রথম ধাক্কা সামলাইবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ অসুখের ছল করিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া সোজা ইডেন গার্ডেনে আসিয়া একটা ঝোপের নীচেয় বসিয়া পড়িল। হৃদয়ের দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিতে সুনন্দার বেশি দেরি হইল না।

ক্লাসে বারীনের পাণ্ডিত্য দেখিয়া সুনন্দা মুগ্ধ হইয়া গেল। সহপাঠীদের মুখে বারীনের প্রশংসা শুনিয়া সুনন্দার হঠাৎ চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে অশ্রু আনন্দের, না, দুঃখের—সুনন্দা সেদিন বুঝিতে পারে নাই।

সুনন্দা মরিয়া হইয়া বারীনকে একটির পর একটি প্রশ্ন করিত, বারীন অক্লান্তভাবে ধীরে ধীরে তাহার জবাব দিয়া যাইত সবাই দেখিত, বারীনের বক্তৃতা সে তন্ময় হইয়া শুনিতেছে। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে শুধু এক অজানা লোকের স্বপ্ন দেখিত। —সে স্বপ্ন কত রাঙন, কত বিচিত্র! সে স্বপ্ন এমন স্বপ্ন, যাহা কখনও বাস্তবে রূপ নেয় না, যাহার আনাগোনা কেবল কবির কল্পনা-রাজ্যে। সে স্বপ্ন কত মধুর—সে স্বপ্ন সুনন্দার কত প্রিয়! প্রথম যৌবনের চঞ্চল মনের অভিব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া সুনন্দা আজ মনে মনে হাসে। সেদিন সে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া কত বড় মারাত্মক ভুল করিয়াছিল। বেচারী সুনন্দা!

কিন্তু সুনন্দার চরম দুর্গতি তখনও বাকি ছিল। সবচেয়ে বিষাক্ত অস্ত্রখানি, যাহা বোধ হয় সুনন্দাকে বিদ্ধ করিবার জন্যই বিশেষভাবে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা তখনও নিয়তির তূণে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। সেই অস্ত্র যেদিন নিক্ষিপ্ত হইল, সেদিন সুনন্দা ভাবিল, এইবার সে মরিয়া যাইবে।

সুশোভন হঠাৎ একদিন সুনন্দার সঙ্গে বারীনের

বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিল। কথাটা কানে আসিতেই সুনন্দা গর্জিয়া উঠিল, এসব কি হচ্ছে দাদা?

সুশোভন হাসিয়া বলিল, তোর বিয়ে বারীনের সঙ্গে। ভাবি মজা হবে—তাই না?

মজা তোমার হবে। বন্ধু হবে বোনাই। কিন্তু এই ঘটকালিটা কে করছে? তুমি তো?

হ্যাঁ, আমি। আমি ছাড়া তোর বর আর কে খুঁজবে?

আমার বর খুঁজতে চাও, খোঁজো। তোমার বর্তমান প্রজেক্ট (project) কতটা এগিয়েছে তাই শুনি?

যতটাই এগোক, তোর ভয় নেই। বারীনের সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব।

সুনন্দা চেচাইয়া উঠিল, বাজে ব'কো না। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। প্রস্তাব কি তুমি ওদের কাছে করেছ?

করেছি। ওরা রাজি।

সুনন্দা বলিল, কিন্তু ওরা কেবল রাজি হ'লেই বিয়েটা হ'তে পারে নাকি? একটু থামিয়া বলিল, আমার মতামতের কি কোন দাম নেই? তবে তোমরা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করলে কেন? আমার মনকে এতটা সজীব এতটা সচেতন হবার সুযোগ দিলে কেন?

সুশোভন বিস্মিত হইয়া কহিল, তুই বলিস কি ? এই বিয়েতে তোর আবার অমত আছে নাকি ?

সুনন্দা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আছে, সহস্রবার আছে। তুমি ভুল করেছ দাদা, যাকে আমি চিনলাম না, জানলাম না, তারই প্রেমে আমি পড়েছি—এ ধারণা তোমাব ভুল। শ্রদ্ধা করা আর ভালবাসা এক জিনিস নয়।

কিন্তু শ্রদ্ধাকে বাদ দিয়ে যে-ভালবাসা, সে তো তৃতীয শ্রেণীব ভালবাসা। শ্রদ্ধাই তো ভালবাসার ভিত্তি।

আমি কি বলেছি, অশ্রদ্ধা ভালবাসার ভিত্তি ? কিন্তু গুরুদেব আব স্বামী এক জিনিস—সে থিওরি বতমান যুগে অচল। শুধু আমার দিক দিয়ে নয়, তোমার বন্ধুর দিক দিয়েও অনেক কিছু বিবেচ্য বয়েছে। তিনি হঠাৎ আমাকে বিয়ে করতে কেমন ক'রে বাজি হলেন বুঝতে পারছি না। আমাকে তিনি জীবন-সঙ্গিনী করতে পাববেন কি না, সেটা তাঁর আগে যাচাই ক'রে নেওয়া উচিত।

যাঁচাই ক'রে নিয়েছে বাপু, তুই থাম।

যাচাই ক'রে নিয়েছেন ! কবে ? কোথায় ?

মেডিকেল স্কুলে কেমিস্ট্রির ক্লাসে।

সুনন্দা বিস্মিত হইল। বুঝিল, যে-মেয়েটি ক্লাসে বারীনকে সব চেয়ে বেশি বিরক্ত করিত, সে যে সুশোভনের

বোন সুনন্দা—তাহা এখন আর বারীনের জানিতে বাকি নাই। না জানি, বারীনের কাছে সুশোভন আরও কত কি বলিয়াছে সুনন্দার প্রসঙ্গে! ছি, ছি, কি লজ্জা!

স্নেহভরে সুনন্দার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুশোভন বলিল, ক্লাসে বারীনের খুব ভাল লেগেছিল তোকে।

কিন্তু তার সেই ভাললাগা তোমার ঘটকালিতে একটুও সাহায্য করছে না। সেখানে আমার বিদ্যেবুদ্ধির পরিচয় তিনি হয়তো খানিকটা পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার সমগ্র সত্তার সামান্য একটু ভগ্নাংশ হচ্ছে আমার বিদ্যেবুদ্ধি। চরিত্রের বহু দিক রয়েছে, যার সঙ্গে বিদ্যেবুদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। আমার সত্যিকারের স্বরূপ এবং সত্যিকারের পরিচয় নির্ণয় করা হবে নাকি আমার বিদ্যেবুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে? বা রে! সুনন্দা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিল।

সুশোভন হাসিয়া বলিল, তা ঠিক। বিদ্যেবুদ্ধি একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়। বারীন তার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তোর সমস্তটাই দেখে নিয়েছে এবং তোকে পছন্দও করেছে।

পছন্দ করেছেন! তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমার সমস্ত-কিছু দেখে নিয়েছেন! সুনন্দা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। বলিল, বহুৎ আচ্ছা। এত বড় একটা বহুৎ ব্যাপার, যা

সাধন করতে আধুনিক নরনারীর বছরের পর বছর ধ'রে কতই ক্লেশ স্বীকার করতে হয়, তা তিনি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এত সহজে ক'রে ফেললেন! চাঁদনী রাতে লেকের ধারে, পার্কে বা গঙ্গার পাড়ে হাত ধরাধরি ক'রে ঘুরতে হ'ল না, এমন কি ভাবের আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে একটা সাত্ত্বিক গোছের পূর্বরাগ সৃষ্টি করারও দরকার হ'ল না। মানব-জীবনের সবচেয়ে জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল স্রেফ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। তাজ্জব কাণ্ড! তোমার বন্ধুকে ব'লো, তার অন্তর্দৃষ্টির ফরমুলাটা বাজারে ছাড়লে খুব বেশি দামে বিক্রি হবে এবং তাতে আইবুড়ো তরুণ-তরুণীদের শ্রম, সময় ও অর্থ অনেক বেঁচে যাবে।

সুশোভন হাসিতে লাগিল। বলিল, হ্যা, তাই করা হবে। তোর যদি দরকার হয়, ফরমুলাটা রবীনের কাছে গিয়ে জেনে আসিস।

সুনন্দা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, সেই নারী-বিদ্বেষী জিতেন্দ্রিয় সাধুর কাছে যাব আমি। অসম্ভব। তিনি যে ভয়ে মেয়েদের কাছে যান না, আমিও সেই ভয়ে পুরুষদের কাছে যাই নে। তিনি একদিন আমাকে পড়াতেও সাহস করেন নি, সে কথা কি আমি ভুলেছি?

তোর মেজাজ এখন বেজায় গরম। যাক, অন্য সময় কথা হবে। এখন তুই যা।

সুনন্দা সুশোভনকে তখনকার মত অব্যাহতি দিল।

সেদিন বিকেলের দিকে সুনন্দা সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইতেছিল। সুশোভন জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাচ্ছিস ?

ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে।

জলসা তো পাঁচটায়। এখনও এক ঘণ্টা দেরি। সবুর কর্। আমিও যাব, বারীনও যেতে চেয়েছে, এক সঙ্গেই বেরোব।

না দাদা, আমার আগে যাওয়া দরকার। আমার ওখানে তুটো আইটেমে 'শো' (show) রয়েছে।

সুশোভন যেন একটু বিস্মিত হইল। কহিল, ওখানে তুই নাচবি নাকি ?

তুটো নাচ, গানও একটা গাইতে হবে।

সুশোভন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, কিন্তু এখন তোর ওখানে নাচাটা –

বা রে! এটা তো চ্যারিটি শো (charity show), সমস্ত টাকাই রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারে দেওয়া হবে। এতে দোষের কি আছে ?

দোষের কিছু নেই বটে। কিন্তু সবার দৃষ্টিভঙ্গী তো

সমান নয়। এখন তোর বিয়ের কথাবার্তা চলেছে কিনা, তাই—

বুঝেছি। সুনন্দা ভ্রূকুটি করিয়া ভাবিতে লাগিল। সে গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, দাদা, আমাকে যদি কোন নির্বোধ ভুল বোঝে, তার জন্যে নিশ্চয়ই আমি দায়ী নই। আর আমার রুচিকে যেখানে বিসর্জন দিতে হবে, সেখানে বিয়ের নাম ক'রে তুমি আমাকে কয়েদী ক'রে রাখতে চাও নাকি?

না, না, তা চাইব কেন? তবে কিনা- -

তা যদি না চাও, তবে ওই 'তবে কিনা'টুকু বাদ দাও। আমি চললুম। সুনন্দা ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। রাস্তায় নামিয়া তাহার উৎসাহ শতগুণ বাড়িল। ইন্‌স্টিটিউটে যখন বারীন আসিতেছে, তখন আজ তাহাকে স্টেজে নামিতেই হইবে। বারীন দেখুক, তাহার মূল্য কতটুকু এবং তাহার কৃতিত্ব কত দিকে! বারীনের অহংকার চূর্ণ করিবার মস্তবড় সুযোগ সে পাইয়াছে। নাচ দেখাইয়া এবং গান শুনাইয়া বারীনকে সে বিস্মিত করিয়া দিবে। মেডিকেল স্কুলে বারীন তাহাকে কতটুকু দেখিয়াছে, কতটুকু চিনিয়াছে! সেখানে অন্তর্দৃষ্টিতে সুনন্দাকে দেখিয়া যদি তাহার ভাল লাগিয়া থাকে, তবে আজ এখানে বাস্তব দৃষ্টিতে সুনন্দাকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইবে। সুনন্দা তাহাই

য়। বারীনকে সে ক্ষেপাইয়া দিতে চায়, বারীনকে সে
ই দুরারোহ উচ্চ শিখর হইতে টানিয়া নামাইতে চায়
টির ধরণীতে, যেখানে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও
বধান থাকিবে না, যেখানে তাহারা উভয়েই সমান—কেউ
ড নয়, কেউ ছোট নয়। বারীনকে ঠিক সেই অবস্থায়
া পাইলে সুনন্দা সুস্থির হইতে পারিতেছে না।

সুনন্দা তাড়াতাড়ি গিয়া একটু মহড়া দিয়া লইল।
াজ তাহার সব কিছু নিখুঁত হওয়া চাই। 'শো' আরম্ভ
ইবার কয়েক মিনিট আগে সুনন্দা উঁকি দিয়া দেখিল,
ন্স্টিটিউটে তিল ধারণের স্থান নাই। কে যেন বলিয়া
াল, এগারো হাজার টাকার উপরে টিকেট বিক্রয় হইয়াছে।
নন্দা মনে মনে গর্ব বোধ করিল।

মনের এত আবেগ এত পুলক এত উৎসাহ লইয়া
নন্দা কখনও স্টেজে নামে নাই। তাহার শুধু ভয় ছিল,
াবীনের সঙ্গে চোখাচোখি না হইয়া যায়। সে ভারি লজ্জার
থা। কিন্তু লজ্জার কোনও কারণ সে খুঁজিয়া পায় না।

সুনন্দা যাহা চাহিয়াছিল, তাহাই হইল। ইন্স্টিটিউটে
েদিন তাহার জয়-জয়কার। দর্শকের কাছে এত বিপুল
অভিনন্দন সে ইতিপূর্বে কখনও পায় নাই।

শো শেষ হইলে সুনন্দা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

একপাল সমবয়সী ছেলেমেয়ের স্তুতিবাদ শুনিতে শুনিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। দেখিল, অদূরে সুশোভন দাঁড়াইয়া। কিন্তু তাহার সঙ্গে বারীন কই? চলিয়া গেল নাকি?

সুনন্দা জিজ্ঞাসা করিল, কেমন দেখলে দাদা?

বেশ। কিন্তু তোরই সবচেয়ে নাম হয়েছে। তাড়াতাড়ি চল্। আমার একটু কাজ আছে।

সুনন্দা একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বারীন-বাবু চ'লে গেছেন?

সুশোভন যাইতে যাইতে বলিল, বারীন আসে নি। কিছুতেই এল না।

এলেন না! কেন? সুনন্দা যেন আকাশ হইতে পড়িল।

সে অনেক কথা। পরে বলব।

সুনন্দা মিনতির সুরে কহিল, পরে কেন দাদা, এখনই ব'লে ফেল।

সে আসছিল। তুই এখানে নাচবি শুনে রাস্তা থেকে ফিরে গেল।

আমি নাচব শুনে ফিরে যাওয়ার কারণ?

তোকে ওখানে ওই অবস্থায় সে দেখতে চায় না।

ওখানে কি অপরাধের কাজ আমি করেছি ?

তুই ওখানে অপরাধ করেছিস—এ কথা সে বলে নি। শুধু বললে, সুনন্দার যে রূপটা এতদিন কল্পনা করেছি, মি ওখানে গেলে তা মলিন হয়ে যাবে। আমি তাকে ঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারলুম না।

সুনন্দার মুখে সহসা কথা ফুটিল না। নিজের ভাগ্যকে সহস্রবার ধিক্কার দিল। হায় রে, কেন সে নাচ খিয়াছিল! আজ নাচের জন্য তাহার জীবনে এ কি ঞ্ছনা!

সুনন্দা মরিয়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, সত্যি ক'রে , আজ তুমি আমাকে নাচতে বারণ করেছিলে কেন? কি বারানবাবুর জন্যে ?

সুশোভন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কতকটা তাই। কারণ মতামত আমি জানি।

সুনন্দা সখেদে কহিল, যদি জান, তবে আমাকে সেই রে চালাও নি কেন? তুমি যদি আজ আমাকে স্টেজে তে না দিতে, আমি কি তবে নামতে পারতুম? তুমি ন যদি আদেশ করতে, তোমার সেই আদেশ কি আমি ান্য করতুম, না, কখনও করেছি? সুনন্দার কণ্ঠ পরুদ্ধ হইল।

সস্নেহে সুনন্দার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুশোভন কহিল, না না, দুঃখ করিস নে। ভুলে যা, সব ভুলে যা। ভুল করেছে আজ রাবীন। সে নিজের ভুল বুঝবে একদিন। সে যতই পণ্ডিত হোক, সেও তো মানুষ। তার বিচার-বুদ্ধির সবগুলো বাটখারাই যে ঠিক, তা হ'তে পারে না।

পরদিন খবর আসিল, রাবীন দিল্লী চলিয়া গিয়াছে। প্রফেসারি ছাড়িয়া নূতন চাকুরির খোঁজে দিল্লী ছুটিবার প্রয়োজন রাবীনের কেন হইল, সুশোভন বা সুনন্দা কেহই বুঝিল না। একটা পাকা খবর না পাওয়া পর্যন্ত তাহাদের উদ্বেগ রহিয়া গেল।

দিন চারেক পরে আসিল রাবীনের টেলিগ্রাম এবং উহাই রাবীনের শেষ দান। এখনও সুনন্দার বাক্সে তাহা আছে।

টেলিগ্রামে ছিল সামান্য কয়েকটি কথা। সুনন্দার এখনও তার প্রত্যেকটি শব্দ মনে আছে। রাবীন লিখিয়াছিল, ইমার্জেন্সী কমিশান (Emergency Commission) পাইয়া বহুদূরে চলিয়া যাইতেছি। শীঘ্র দেশে ফিরিব না। সুনন্দার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না। ভগবান তাহাকে সুখী করুন।

এই ব্যাপারের পর সুনন্দা একেবারে নীরব হইয়া
ল। কোনও অভিযোগ কোনও নালিশ কোনও দুঃখ
াহারও কাছে জানাইল না। সে একেবারে নির্বাক
স্তব্ধ। যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। পারত-
ক্ষে ঘর হইতে বাহির হয় না, পারতপক্ষে কাহারও সহিত
থা বলে না। মাঝে মাঝে শুনিতে পায়, তাহার দাদা
উদি মা প্রভৃতি তাহারই সম্বন্ধে কি যেন আলোচনা
রিতেছেন। কিন্তু সে সব সে ভ্রূক্ষেপ করে না, শুনিয়াও
ানে না।

দাদার ম্লান মুখ দেখিয়া সুনন্দার খুব দুঃখ হইত।
াহা, বেচারী আশা করিয়াছিল, বারীনের সঙ্গে ভগ্নীর
বাহ দিবে। সুনন্দা নিজের জন্য একটুও ভাবিত না।
য়ে হয় হোক, না হয় না হোক।

একদিন সুশোভনকে সে না বলিয়া পারিল না, দাদা,
ন মিছে দুঃখ করছ? তোমার বোনের জন্যে সুপাত্র
দেশে আর মিলবে না? আমাকে বিয়ে করতে পারলে
হয়ে যায় এমন অন্তত এক ডজন সুপাত্র এই শহরে
াছে, আমি জানি। তাদের প্রেম-নিবেদনের চোটে
ামি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। ঠিকানা দিচ্ছি, তাদের
ত্যেককে তুমি দেখ এবং একজনকে বাছাই কর। তোমার

নির্বাচিত পাত্রকে আমি ভালবাসতে পারব দাদা—তার হাতেই আমি সুখী হব। তোমার কোন চিন্তা নেই, কোন ভয় নেই।

সুশোভন একটু ভাবিয়া কহিল, দাঁড়া, ব্যস্ত হোস নে আরও দিনকতক যাক, একটু ভেবে দেখি।

কিন্তু বেশি দিন আর গেল না। হঠাৎ ফোর্ট উইলিয়মে গিয়া সুনন্দা চাকরি ঠিক করিয়া আসিল। বহুদিন পরে উৎফুল্লভাবে সে ডাকিতে লাগিল, দাদা—দাদা—

সুশোভন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল রে?

কালই আমাকে শিয়ালকোট রওনা ক'রে দাও। ওখানকার মিলিটারি হাসপাতালে সাত দিনের মধ্যে জয়েন করতে হবে। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নিয়ে এসেছি—এই দেখ।

সুশোভন কাগজখানির উপর একবার চোখ বুলাইল। জোরে একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, তুইও চললি? বেশ, যা। কিন্তু মিলিটারিতে ঢুকছিস—সাবধান হয়ে থাকিস।

সুনন্দা নীচু হইয়া শুধু দাদার পায়ের ধুলা লইয়াছিল, চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জলও বোধ হয় তাহার পড়িয়াছিল।

চার

অতিথিদের বিদায় দিয়া আসিয়া বারীন তাড়াতাড়ি
পড় ছাড়িয়া শুইয়া পড়িল। লজ্জায় ও দুঃখে সে
হার অভিশপ্ত জীবনকে বারংবার ধিক্কার দিতেছিল।
নন্দা আজ তাহাকে চিনিতে পারে নাই—এমন কি
নিবার দুর্ভোগ এড়াইবার জন্য নিজের নাম, নিজের
রিচয় পর্যন্ত বদলাইয়াছে। অপরিসীম ঘৃণার পাত্রকেই
নুষ এমনিভাবে পাশ কাটাইয়া যায়।

বারীনের একটা গল্প মনে পড়িল। এক বেশ্যার
ড়িতে কয়েকজন পুরুষ রাত্রি যাপনের জন্য গিয়াছিল।
শ্যা ছুটিয়া আসিয়া আগন্তুকদের একজনের পায়ের
ার লুটাইয়া চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—দাদা, দাদা!
াকটা থতমত খাইয়া মেয়েটার মুখের দিকে তাকাইয়া
খিল, সত্যই তো, বেশ্যা তাহার ভগ্নী। শৈশবেই সে
াৎ একদিন রাত্রে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। কিন্তু
াকটা এমনই হৃদয়হীন যে, আত্মসম্মান বাচাইবার জন্য
র্ পোড়ারমুখী, তুই আবার আমার বোন হ'লি কবে"
লিয়া মেয়েটিকে পদাঘাত করিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে
হির হইয়া গিয়াছিল। গল্পটি বারীন এতদিন বিশ্বাস

করে নাই, কিন্তু আজ তো তাহাব নিজের জীবনেই সেই গল্পের পুনরাবৃত্তি হইয়া গেল।

সুশোভনের বোন সুনন্দাকে বারীন এখনও ভোলে নাই। ভুলিতে চেষ্টা কবিয়াছে, কিন্তু ভুলিতে পারে নাই।

মেডিকেল স্কুলে সুনন্দা তাহাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়াছিল। সুনন্দার মধ্যে সে দেখিয়াছিল একজন বিশিষ্ট নাবী—যাহা সে দৈনন্দিন চলাব পথে দেখিবে আশা কবে নাই। কলেজী মেয়েদেব মধ্যে যে এমন একটি বত্ন লুকানো বহিয়াছে, তাহা সে কখনও আন্দাজ কবে নাই। কেবল সুনন্দাব বিদ্যাবুদ্ধি নয়, সুনন্দাব চাল-চলন কথা-বার্তা, এমন কি স্বভাবটি পর্যন্ত অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদেব চেয়ে অনেক উন্নত ছিল।

মেয়েদের সম্বন্ধে স্বভাবত বাবীন মাথা ঘামায় না। কাজেই সুনন্দার দিকে প্রথম দিন সে লক্ষ্যই করে নাই। দ্বিতীয় দিন ক্লাসে একটা জটিল বিষয় কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রী বুঝিতে পাবে নাই বলিয়া ঘোষণা কবে। বারীন বুঝাইয়া দিতে যাইবে, এমন সময় একটি মেয়ে অগ্রসর হইয়া বলিল, এ সব সাধারণ জিনিসও যদি আপনি বুঝিয়ে দেন, তবে আমাদের ক্লাসেব গৌবব নষ্ট হয়

াপনি বরং শুনুন—আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ভুল হ'লে লবেন।

বারীন মুহূর্ত্তের জন্য মেয়েটির দিকে চাহিল। মৃত্তু াসিয়া বলিল, বেশ তো, উত্তম প্রস্তাব।

মেয়েটি এমন সুন্দর ভাবে বক্তৃতা করিয়া সমগ্র মস্যাটিকে সহজ এবং সরল করিয়া দিল যে, বারীন একটু বিস্মিত না হইয়া পারিল না। মেয়েটির প্রতিভা এত। বারীন নিজেও এমন ভালভাবে বুঝাইতে পারিত কি না সন্দেহ। বারীনের মুখ দিয়া বাহির হইল, ন্যবাদ! মেয়েটি সলজ্জভাবে মৃত্তু হাসিয়া নিজের ায়গায় গিয়া বসিল। তখন হইতে সেই ছাত্রীটি সম্বন্ধে বারীন একটু উৎসুক হইয়া উঠিল, যাহা তাহাব স্বভাবের বিরোধী।

বারীন শুধু চাহিয়াছিল, ওর পরিচয় জানিতে এবং ওর প্রতিভার উন্মেষে সে কোনও সাহায্য করিতে পারে কি না ন্ধান লইতে। ওর অভিভাবক ওকে মানুষ করিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহান্বিত বলিয়া বারীনের মনে হইল না। তাহা যদি হইত, তবে তাহারা ওকে অন্তত মেডিকেল কলেজে পাঠাইত। বারীন বুঝিল, এই দুর্ভাগা দেশের বাপ মা ছেলেদের লইয়াই ব্যস্ত, মেয়েদের মানুষ করার দিকে যেন

উদাসীন। অমন প্রতিভাশালী মেয়েকে মানুষ করিবার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। মেডিকেল কলেজ হইতে বাহির হইয়া দুই-একটি বিদেশী তকমাও সে স্বচ্ছন্দে যোগাড় করিতে পারিত, যদি ওর পিছনে ভাল চালক থাকিত, ভাল পৃষ্ঠপোষকতা থাকিত। বারীনের ভয়ানক দুঃখ হইল। সে হঠাৎ সংকল্প করিয়া ফেলিল, ওর উচ্চশিক্ষার পথে কোনও বাধা সে জন্মিতে দিবে না। ওকে অনেক বড় হইতে হইবে, ও খর্ব হইয়া থাকিলে দেশের মারাত্মক ক্ষতি।

কিন্তু ওর পরিচয় জানিবার জন্য কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও পারে না, আত্মসম্মানে বাধে, পাছে কেহ কিছু মনে করিয়া বসে।

সেদিন রোল কল করিতে গিয়া বারীন ওর পুরা নামটা জানিয়া লইল—সুনন্দা মজুমদার। নামটা যেন চেনা-চেনা, ওই নামটা যেন সে বন্ধুমহলে কাহারও মুখে পূর্বে শুনিয়াছে। বারীনের মনে পড়িল, সুশোভনের বোনের নাম সুনন্দা এবং সে মেডিকেল স্কুলেই পড়ে। বারীন তাড়াতাড়ি গিয়া আপিসের রেকর্ডে সন্ধান লইল। দেখিল, যে মেয়েটির ভবিষ্যৎ ভালমন্দ লইয়া সে এত মাথা ঘামাইতেছে, সে আর কেউ নয়—তাহারই বন্ধু সুশোভনের

কনিষ্ঠ সহোদরা। বারীনের উৎসাহ হঠাৎ কমিয়া গেল। সে একটু চিন্তিত হইল।

সুনন্দার জন্য কিছু করিতে যাওয়ার অধিকার আজ বারীনের নাই। সেই অধিকার অর্জন করিবার জন্য যাহা তাহার করা উচিত ছিল, তাহা কি সে আদৌ করিয়াছে?

সুনন্দা যখন সুশোভনের বোন, তখন বারীনের সে নিতান্ত পর নয়। বারীন কি আজ পর্যন্ত একদিনও সুনন্দার খোঁজ-খবর লইয়াছে? এমন কি, সুশোভনের কাছেও কি সুনন্দার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছে? সুনন্দার নামটা সুশোভনের মুখে মাঝে মাঝে শুনিয়াছে এইমাত্র।

নিজের জিদ বজায় রাখিবার জন্য একদা সে সুনন্দাকে কিছুদিনের জন্য পড়াইয়া দিতেও রাজি হয় নাই, এতখানি নিষ্ঠুর ব্যবহার সে করিয়াছে!

সুশোভনের বাড়ি যখন গিয়াছে, সুনন্দার নামটিও সে উচ্চারণ করে নাই—তাহাকে ডাকিয়া কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় বারীনের কাছে আর কিছুই নাই যে, সুশোভনের বোনকে আজ মেডিকেল স্কুলে পড়াইতে গিয়া সে প্রথম দেখিল। সুনন্দা হয়তো বারীনকে চিনিতে পারে নাই,—চিনিবে কেমন করিয়া, তাহাকে তো সুনন্দা ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই?

সুশোভনের কাছে বারীনের নামটা শুনিয়াছে নিশ্চয়ই ; কিন্তু সুনন্দা তাহাকে যদি চিনিত পারিত, তবে বারীনের নিকট খোলাখুলি ভাবে আত্মপরিচয় না দিয়া ছাড়িত কি ?

বারীনের ভুল হইয়াছে। আত্ম-পরিচয় সুনন্দা কেন দিবে ? বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, উপযাচক হইয়া আত্মপরিচয় দিতে বা আত্মীয়তা করিতে সে কেন আসিবে ? তাহাব কি আত্মসম্মানজ্ঞান নাই ? নিজের বাড়িতে পাইয়াও যে গরজ করিয়া কখনও বারীনেব সামনে আসিয়া দাঁড়ায় নাই এবং বারীনের সঙ্গে কথা বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, সে আজ মেডিকেল স্কুলে বারীনের সঙ্গে কুটুম্বিতা কবিবে না—এ বিষয়ে বারীন সেদিন নিশ্চিত হইয়াছিল।

অবশেষে বারীন মেডিকেল স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিল বটে, কিন্তু সুনন্দার বিষয় লইয়া মাথা ঘামানো বন্ধ করিল না। একদিন সুশোভনকে কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, সুনন্দাকে মেডিকেল স্কুলে দিলে কেন সুশোভন ?

আমি তো দেই নি। সে নিজে ওখানেই পড়তে চাইলে।

বারীন রাগিয়া বলিল, তবে তুমি ওর গার্জিয়ান রয়েছ কি করতে ? তোমাদের অবহেলায় সুনন্দা মানুষ হতে পারল না।

সুশোভন কিছু বুঝিতে না পারিয়া বারীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে ?

তার মানে—তোমাদের কোন প্ল্যান নেই, দৃঢ়সঙ্কল্প নেই মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার। বোনকে পড়াচ্ছ যেন দিনগত পাপক্ষয়। ওর প্রতিভার কদর তোমাদের কাছে নেই।

সুশোভন হাসিয়া বলিল, সুনন্দা খুব প্রতিভাশালী—তোমাকে বললে কে ?

বলবে কে, আমি নিজেই তো মেডিকেল স্কুলে তাকে দেখলুম। খুব ধারালো মেয়ে। ওকে অন্তত মেডিকেল কলেজে পাঠানো উচিত ছিল, যেমন ক'রে হোক। একটু থামিয়া বারীন বলিল, কিন্তু তোমার বোন সুনন্দা ওখানে আমাকে চিনতে পারল না—এইটেই আশ্চর্য।

সুশোভন চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, তোমাকে আবার সে চেনে নি ? পাগল তুমি! তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার আগে থেকেই সে তোমাকে চেনে। অবশ্য তোমার সামনে সে কখনও আসে না, সেটা তার নীতি। তোমার নীতি যেমন মেয়েদের বর্জন ক'রে চলা।

বারীন বলিল, তার নীতি খুব ভালই। কিন্তু সে আমাকে অনেক আগে চিনল কি ক'রে ?

সুনন্দা স্কটিশে পড়ত যে। তুমি যে বার ফার্স্ট ক্লাসে, সেবার নাকি সাতটা প্রাইজ পেয়েছিলে, ওর কাছে শুনেছি। ও বছর তুই আগেও তোমার অভিনয় দেখেছে আর বক্তৃতা শুনেছে বিদ্যাসাগর কলেজে। সুশোভন একটু থামিয়া বলিল, তুমি সেবার ওকে পড়াতে চাও নি, তাতে আমার মনে হয়, ও তোমার উপর মনে মনে চ'টে আছে।

বারীন চিন্তিত হইল। সেদিন আর সুশোভনকে কিছু বলে নাই।

সুনন্দাকে দূরে রাখিয়া এবং সুনন্দাকে পড়াইতে অস্বীকার করিয়া বারীন যে ভুল করিয়াছিল, এ বিষয়ে বারীনের এখন আর সন্দেহ নাই। নিজের কৃতিত্বের উপর বারীনের অগাধ আস্থা। এটা নিশ্চিত যে, বারীনের সাহচর্য পাইলে সুনন্দার মত ধারালো মেয়ে আজ অন্যরূপ হইত। শুধু শিক্ষার দিক দিয়া নয়, দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়াও আজ সুনন্দা অনেক উন্নত হইত। বিশেষত ওদের মত মেয়ের মানুষ হওয়ার পথে বাধা অনেক। ওরা অবাধে নানা দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে সাহস করে না, অনেক কিছু দেখিবার জন্য এবং অনেক কিছু জানিবার জন্য যাহা ছেলেরা পারে। ওরা জানে ওদের টানিয়া তুলিবার কেহ

নাই---ওদের ডুবাইয়া দিবার লোক অসংখ্য। তাই ওরা সতত সঙ্কোচভরে একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া একেবারে খর্ব হইয়া যায়। সমাজের হিতকামীদের সর্বাগ্রে উচিত ওদের গড়িয়া 'ুলিবার জন্য স্বতন্ত্র্য কোনও পরিকল্পনা করা। কিন্তু এই সত্যটি বারীন যদি কয়েক বছর আগে বুঝিত, তবে সে আগ্রহভরে সুনন্দাব সঙ্গে মিশিত এবং তাহাকে একান্ত আপনার কবিয়া লইত।

একা সুনন্দা নয়—সমগ্র স্ত্রী-জাতিকে তো সে এতদিন একরকম বর্জন করিয়া চলিয়াছে। হয়তো সুনন্দার মত আবও কত মেয়ে তাহার দৃষ্টির অগোচরে উপযুক্ত পরিচালক না পাইয়া ঠিক পথ ধরিতে পারে নাই।

বাবীন সুশোভনেব কাছে একদিন শুনিয়াছিল, সুনন্দা ভাল নাচিতে শিখিয়াছে এবং নামও বেশ কবিয়াছে। সুশোভন হয়তো সুনন্দাকে নাচ শিখিতে বাধা দেয় নাই, ববং উৎসাহ দিয়াছে। কিন্তু বাবীনেব সংস্পর্শে আসিলে সুনন্দা নাচ শিখিবার কথা ভাবিতেও পারিত না। নাচ যতই উঁচুদবের শিল্প হউক না কেন, সমাজের ভাঙা-গড়ার সঙ্গে অথবা জাতির উত্থান-পতনের সঙ্গে নাচের কোনও সম্পর্ক নাই। মানুষকে আগে বাঁচাও, খাদ্য দাও, স্বাস্থ্য দাও, শিক্ষা দাও—তারপর আনন্দ দিবাব জন্য নাচিও।

সুনন্দার বিশিষ্ট প্রতিভা নাচিবার জন্য নয়, তার চেয়ে মহান কিছু করিবার জন্য। কিন্তু সুনন্দাকে এই সামান্য কথাটা কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই, এবং তাহার উদ্যম ও মনোযোগ নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে বড় হইবে কেমন করিয়া? সুনন্দার পরিণামের জন্য একা সুশোভন দায়ী নয়—বারীনও দায়ী।

মাসের পর মাস কাটিয়া যায়। সুনন্দার দিক দিয়া বাহিরে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত রাখিল বটে, কিন্তু মন তাহার সজাগ হইয়া রহিল। সে কি করিবে, কিছুই বুঝিয়া পায় না।

অবশেষে সুনন্দার পাসের সংবাদ একদিন সুশোভনের মুখে শুনিল। বারীন জিজ্ঞাসা করিল, এইবার সুনন্দা কোন্ লাইনে যাবে?

আমার ইচ্ছে এইবার ওর বিয়েটা দিয়ে ফেলি।

বিয়ে! বারীন চমকিয়া উঠিল। পাত্র ঠিক হয়েছে?

হয় নি। —সুশোভন একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, বল তো বারীন, সুনন্দাকে তো তুমি দেখেছ, ওর জন্য কি রকম পাত্র ঠিক করা উচিত?

বারীন চিন্তা করিল মুহূর্তের জন্য। হাসিয়া বলিল, আগে তোমার বোনের অভিপ্রায় জানতে চেষ্টা কর, আর

জ নাও কারও প্রেমে-ট্রেমে পড়েছে কি না। যার মে পড়েছে, তার সঙ্গেই বিয়ে দিও বরাত ঠুকে। মের অমর্যাদা ক'রো না। বারীন হাসিতে লাগিল।

সুশোভনও হাসিয়া বলিল, না, প্রেমের অমর্যাদা করব। কিন্তু প্রেমে যার পড়েছে, সে যদি ওর প্রেমের র্যাদা করে?

বারীন সুশোভনের কথার অর্থ যেন সঠিক বুঝিতে রিল না। বলিল, প্রেম সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নেই ং প্রেমের তত্ত্ব আমি যথেষ্ট বুঝি না। তবে আমার ণা, প্রেম যদি সত্যিকারের হয়, তা হ'লে সেই প্রেমকে উ অমর্যাদা করতে পারে না।

সুশোভন বলিল, ঠিক তাই।

কয়েকদিন পরে আবার সুনন্দার বিয়ের প্রসঙ্গ উঠিল। ীন জিজ্ঞাসা করিল, সুনন্দার বিয়ে ঠিক হ'ল?

না, হয় নি। পাত্র মনোনয়নের ভার সুনন্দা আমার র দিয়েছে, কিন্তু ওর উপযুক্ত পাত্র আমি দেখছি না। টা ছেলে দেখে দাও না।

বারীন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, কি রকম ছেলে ও? বড়লোক?

না না, বড়লোক সুনন্দা চায় না। মধ্যবিত্ত চলবে,

তবে মনটা বড় হওয়া দরকার, এই যেমন তুমি। সুশোভন বারীনের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া হাসিল।

বারীন মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার মত পাত্র হ'লে চলবে?

নিশ্চয় চলবে। বরং পাত্রটি তুমি নিজে হ'লে আরও ভাল হয়। সুনন্দাকে তোমাব অপছন্দ হবাব কোন কারণ নেই। সুনন্দাও এ বিয়েতে সুখী হবে।

বারীন সহসা কোনও জবাব দিতে পারিল না। সুশোভন বলিল, যদি ভেবে দেখতে চাও, ভেবে দেখ। তোমার মতামত এক্ষুণি জানতে চাই না।

বাবীন বলিল, কিন্তু জবাব আমি এক্ষুণি দিচ্ছি, ভাবা আমার হয়ে গেছে। সুনন্দা যদি সুখী হয়, এ বিযেতে আমার অমত নেই।

সুশোভন আবেগভবে বাবীনকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আমাকে বাঁচালে ভাই, আমাকে বাঁচালে। এ বিয়েতে সুনন্দা একা নয়, তুমিও সুখী হবে।

কিন্তু ভগবান বারীনকে সুখী হইতে দিলেন না। সুশোভনের সমস্ত আশা, সমস্ত আনন্দ অবশেষে নিষ্ফল হইয়া গেল।

বারীন তাহার বিবাহিত জীবনের একটি মধুর চিত্র

ন মনে আঁকিয়াছিল। সে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া
লিল, সুনন্দাকে সে ভালবাসে। সুনন্দা তাহার তথা-
থিত স্ত্রী হইবে না, সুনন্দা হইবে তাহার জীবন-সঙ্গিনী।
শের ও দশের কাজে সুনন্দা হইবে তাহার সহকর্মী,
বনের জয়যাত্রায় সুনন্দা হইবে তাহার রথের সারথি।
 তাহার তূণের অস্ত্র ফুরাইয়া যায়, সুনন্দা তাহাকে
স্ত্র জোগাইবে; যদি সে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ে,
নন্দা তাহাকে জল আনিয়া দিবে; যদি সে আহত হইয়া
টিতে লুটাইয়া পড়ে, সুনন্দা তাহার শুশ্রূষা করিবে।
খ ও দুঃখের মধ্য দিয়া, হাসি ও কান্নার মধ্য দিয়া তাহারা
য়ে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

বারীনের মানসপটে ছিল সুনন্দার এক মহিয়সী নারী-
তি। সেখানে সুনন্দা ছিল দেবী। কল্পনার বিচিত্র
লিতে সেই দেবীকে সে এক অপূর্ব রূপ দিয়াছিল। বারীন
বিত, সুনন্দা অসাধারণ। তাহার ছন্নছাড়া জীবনে
নন্দা হইবে একটা মস্তবড় আশীর্বাদ। সুনন্দার প্রতিভা
বীনকে হয়তো কোনও মহত্তর পথের সন্ধান দিবে।

সেদিন ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে সুনন্দা নাচিবে
নিয়া বারীন চমকিয়া উঠিল। সুনন্দা এ কি করিতেছে!
নাচিয়া যশস্বী হইতে চায় না কি!

বারীন সুশোভনকে বলিল, তোমার উচিত ছিল ওর ভুল ওকে বুঝিয়ে দেওয়া। হাজার হোক, সুনন্দা এখনও ছেলেমানুষ।

সুশোভন মৃদুস্বরে বলিল, বলেছিলাম। কিন্তু ওকে বোঝাতে পারলাম না। ও বলে, আমার রুচি অনুযায়ী আমাকে চলতে দাও। কি করব, আর বাধা দিতে ইচ্ছে হ'ল না।

বারীন মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, বাধা দাও নি ভালই করেছ। তার রুচিমত চলার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

বারীনের আর সেদিন ইন্‌স্‌টিটিউটে যাওয়া হইল না। সুশোভনের নিকট বিদায় লইয়া রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসিল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে। তাহার স্বপ্নলোকের মহিয়সী নারী যেখানে দেহের কসরৎ দেখাইয়া জাতির মনোরঞ্জন করিতেছে, সেখানে বারীন যাইতে পারে না। এ কথা সুশোভনকে বারীন খুলিয়াই বলিয়াছিল।

পরদিন বারীনের একজন বন্ধু আসিয়া বারীনকে অভিনন্দন জানাইল। বলিল, দুর্লভ রত্ন তোমার ভাগ্যে জুটেছে ভায়া। কাল ইন্‌স্‌টিটিউটে তার নাচ দেখলুম। আহা, মরি মরি! তুমি গিয়েছিলে তো?

বারীন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাইল। ন, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে, কে বলল তোমাকে?

বারীনের বন্ধু একগাল হাসিয়া বলিল, জানি গো। তুমি না হয় সুসংবাদটা গোপন রেখেছিলে, কিন্তু ত কি বাকি থাকে?

বারীন দৃঢ়স্বরে বলিল, ভুল শুনেছ। বিয়ের প্রস্তাব ছিল বটে, কিন্তু আমি রাজী হই নি।

বারীনের বন্ধু খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল। নের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, রাজী আবার নি! অরাজীর কারণটা কি শুনি?

বারীন বলিল, কারণ কিছু নেই। এমনিই রাজী নি।

বারীনের বন্ধু মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, ই যাবে। বিয়ের আগে ওরকম সবাই ব'লে থাকে। প্রফেসারি ক'রে আর কত রোজগার করবে? বিয়ের গিন্নীর কাছে বরং নাচটা শিখে নিও, দুজনে নেচে লে বছরে বিশ হাজার টাকা আয় করতে পারবে স-কম। হুঁ-হুঁ, বিয়েটা তাড়াতাড়ি ক'রে ফেল।

বারীন আর জবাব দিতে পারিল না। স্থির করিল,

কোনও একটা কাজ লইয়া দূরে কোথাও চলিয়া যাইবে। সুনন্দার সহিত তাহার বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করিতে হইবে এবং সুনন্দার স্মৃতি তাহার মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

সুনন্দা তাহার নিজের রুচিমত চলিয়া সুখী হয়, হউক। সে স্বামী হইয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না।

কলিকাতায় থাকিলে চারিদিক হইতে তাহার উপর নানা রকম চাপ পড়িবে। হয়তো সুনন্দার নাচের প্রসঙ্গে আরও কতজনে কত রকম ভাবে বলিয়া দগ্ধ করিবে। এদিকে সুশোভনকে সে কথা দিয়া ফেলিয়াছে। বেচারী কত আশা করিয়া বসিয়া আছে। আজ বারীন কি বলিয়া তাহাকে জবাব দিবে? সুশোভনের হতাশপূর্ণ বিষণ্ণ মুখ সে সহ্য করিতে পারিবে না। এই অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা তাহার চোখের অন্তরালেই হউক। সে কলিকাতা হইতে যে কোনও অজুহাতে পলাইবে, দূরে বহুদূরে চলিয়া যাইবে।

বারীন ভাবিল, সে নিজে গিয়া সুনন্দার সহিত একবার বোঝাপড়া করিয়া আসিবে কি না। খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞাসা করিবে, সুনন্দা কি চায় এবং কি তাহার জীবনের আদর্শ। সুনন্দাকে বারীন ভাল ভাবে যাচাই করিয়া

াবে। হয় বারীন সুনন্দাকে স্বমতে আনিবে, অথবা ন্দা বারীনকে স্বমতে আনিবে। কোনটাই যদি না হয়, সে দেশ ছাড়িবে। যাহাকে সে ভালবাসে, সে দূরে কয়া যাহা হয় করুক। বারীন চোখেও কিছু দেখিবে কানেও কিছু শুনিবে না।

কিন্তু সুনন্দার সহিত এইসব বিষয়ে খোলাখুলি লোচনা করায় বিপদ আছে। সুনন্দা নির্বোধ মেয়ে নয়, তাহার ভাবী স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য হয়তো নিজের রুচিকে র্জন দিতে চাহিবে। সে হয়তো বলিবে, আমি কিছুই না। আপনি যেমন চালাবেন, তেমনি চলব। না না, ন্দা তাহার নিজের রুচি বিসর্জন দিয়া অসুখী হইবে, বারীন চায় না। বারীন শুধু চায়, সুনন্দা তাহার মত চলুক। চাপ দিয়া সুনন্দার সজীবতা সে নষ্ট রতে চায় না। সুনন্দা নিজের ভুল নিজে বুঝিতে রিয়া যদি কোনও দিন শোধরায়, শোধরাইবে। বারীন ন্দাকে কিছু বলিবে না। আজ সুনন্দার সহিত তর্ক রতে গেলে, সুনন্দা যদি মনে করিয়া বসে, স্বামী হইবার গেই স্বামীত্ব জাহির করিতে আসিয়াছে—ছি ছি ছি, র চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে! সুনন্দার ছে বারীন তত ছোট হইতে যাইবে কেন?

বারীন সংকল্প করিল, মিলিটারিতে ঢুকিয়া পড়িবে। ইমার্জেন্সি কমিশন পাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন নয়। একখানা দিল্লীর টিকিট কাটিয়া সে হাওড়া স্টেশনে গিয়া গাড়িতে চাপিল। কলেজে ছুটির দরখাস্ত পাঠাইয়া দিয়া গেল।

পাঁচ

সুনন্দা স্থির করিল, বারীনের সহিত আবার দেখা হওয়ার পূর্বেই সে বাটাভিয়া ত্যাগ করিবে। এখানে থাকিয়া এই শোচনীয় দৃশ্য সে দেখিতে পারিবে না।

পরদিন হাসপাতালে গিয়াই অফিসার-কমাণ্ডিং কর্নেল মুখার্জির সহিত দেখা করিল। মুখার্জি প্রাচীন ও বিচক্ষণ লোক। তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, বাটাভিয়ায় আসতে না আসতেই তোমার আবার হ'ল কি?

সুনন্দা বলিল, কিছু হয় নি। এমনই। তবে এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনার কাছে অন্য কোন সুবিধে আমি চাই নে। আমাকে যেখানে খুশি আপনি বদলি করুন দু-চার দিনের মধ্যে। এমন কি ম্যাদানে (Madan) যেতে আমি রাজি।

মুখার্জি বলিলেন, কিন্তু কেন যাবে মা লক্ষ্মী? বাটাভিয়ার মত ভাল জায়গা ছেড়ে ম্যাদান যেতেও প্রস্তুত হচ্ছ কি কারণে বল তো? যদি কারু সঙ্গে কোন গোলমাল হয়ে থাকে, আমাকে বল। আমার কাছে লজ্জা কি?

না না, সে কথা এখন বলা যাবে না। তবে গোলমাল

কারু সঙ্গে হয় নি। আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনাকে পরে আমি বলব বাটাভিয়া কেন ছাড়ছি—এখন নয়।

মুখার্জি একটু ভাবিয়া বলিলেন, ইণ্ডিয়ায় ফিরে যেতে চাও ?

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, তা মন্দ কি !

আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখি।

সুনন্দা আশ্বস্ত হইল। কতদিন পরে সে আবার দেশের মাটিতে ফিরিয়া যাইবে। আনন্দে আত্মহারা হইয়া সে তৎক্ষণাৎ দাদার কাছে একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিল।

বারীনের সম্বন্ধে কিছুই লিখল না। তবে এই কয়টি কথা লিখিল :—

দাদা, বিয়ে সম্বন্ধে তোমাকে এইবার স্থির সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পার, আমার বিয়ে ঠিক কর। বাড়ির সকলের ধারণা হয়েছে, আমি বারীনবাবুর আশাপথ চেয়ে ব'সে আছি অথবা চিরকুমারী থাকবার সঙ্কল্প করেছি। এ ধারণা ভুল। আমি চিরদিনই ব'লে আসছি এবং এখনও বলছি, আমার বিয়ে স্থির ক'রেই তুমি 'তার' করবে। তোমার 'তার' পাওয়া মাত্র আমি ছুটি নিয়ে বাড়ি যাব। এর অন্যথা হবে না—হ'তে পারে না।

সুনন্দা আরও লিখিল, আমি মিলিটারী জীবনে পা দিয়ে অবধি নিয়ত প্রলোভনের মধ্যে আছি। কয়েকজন বড় বড় অফিসার আমার সঙ্গে 'লাভ' করতে এবং আমাকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমার সঙ্কল্প তোমার নির্বাচিত পাত্রের গলায় ছাড়া মালা দেব না। কাজেই ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করছি। দেখছি, তোমরা কি কর।

সুনন্দা হাসপাতাল হইতে একটু সকাল সকাল বাহির হইতেছিল, সামনেই দেখে ক্যাপ্টেন রায়।

নমস্কার।

নমস্কার মিস্টার রায়। সুনন্দা বলিল, আমি আপনার কথাই মনে করছিলাম।

রায় হাসিয়া বলিল, ব্যাপার কি? আমাকে আবার মনে করতে আরম্ভ করছেন কেন?

ভয় নেই। আপনাকে ঘায়েল করব না।

যাক, নিশ্চিন্ত হলুম। রায় হাসিতে লাগিল। আমি ব্রহ্মচারী মানুষ—স্ত্রী-জাতিকে স্বভাবত ভয় করি।

আমিও ব্রহ্মচারিণী, সুতরাং আমারও উচিত পুরুষদের ভয় করা আপনার নীতি অনুযায়ী। কিন্তু করি নে। কারণ লোভী পুরুষদের ঠেঙিয়ে শায়েস্তা করার ক্ষমতা

আমার হয়েছে। এই তো মাস কয়েক আগে এক পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেনকে দিয়েছিলাম এক চড় কষিয়ে। ভদ্রলোকের বড় সাধ বাঙালী মেয়ে বিয়ে করবাব। বোধ হয়, বাঙালী মেয়েব দিকে সে আর জীবনে তাকাতেও সাহস কববে না। কি গো মশাই, শুনেই ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল যে।—সুনন্দা খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

রায় বলিল, আপনারা না হয় প্রেমিক পুরুষদের নির্দয় ভাবে ঠেঙাতে পারেন। কিন্তু মেয়েদের কোমল অঙ্গে আঘাত করতে আমাদের বিবেকে বাধে। তাই আমার মত ব্রহ্মচারী পুরুষেরা শুধু আত্মরক্ষাই ক'রে যায়, আক্রমণ আর করে না।

কিন্তু মারাত্মক আক্রমণ মেয়েদের উপর বোধ হয় ব্রহ্মচারীদের দিক দিয়েই আসে, কারণ ওদের বাহ্য লক্ষণ দেখে মেয়েরা ওদেব চট ক'রে বিশ্বাস করে এবং শেষে পস্তায়।

রায় হাসিয়া বলিল, আপনি আমাকে আবার নিচেয় ফেললেন। যাক, আজকের মত না হয় হারই মানলুম। তারপর আমার কথা মনে করছিলেন কেন বলুন তো?

আপনি পথ ভুলে এদিকে আসছিলেন কেন বলুন তো?

আমি আসছিলাম আপনাকে বিকেলে আমার ওখানে চা খেতে যাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে।

আর আমি আপনাকে স্মরণ করেছিলাম এই জন্যে যে, চায়ের নিমন্ত্রণটা আজ রক্ষা করতে পারব না। কাল বিকেলে যে মাথা-ধরা দেখেছিলেন তা এখনও চলছে। সারা রাত ঘুম হয় নি। তাই হাসপাতাল থেকেও এত সকালে ফিরে যাচ্ছি।

তাই তো, আজ বিকেলের প্রোগ্রামটা তবে কি ব্যর্থ হয়ে যাবে!—রায় চিন্তিত হইল।

প্রোগ্রামটা আমি ছাড়া ব্যর্থ হবে কেন, আজকের সমারোহটা আমাকে কেন্দ্র ক'রেই হচ্ছিল নাকি?—সুনন্দা হাসিল।

সমারোহ কিছুই নয়। তবে সমস্ত বাঙালী অফিসারদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেত আজ।

সুনন্দা একটু ভাবিয়া বলিল, আপনার উদ্দেশ্য ভালই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আজ আমি যেতে পারছি না।

আচ্ছা, তবে যাই। দেখি, সিকদার কি বলে!

সুনন্দা জিজ্ঞাসা করিল, সিকদার কি বলে মানে?

তার সঙ্গে আলোচনা না ক'রে আজকের চায়ের আসর বন্ধ করতে পারছি না। সে আমাদের মোড়ল

কিনা। আজ সকালেও তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাদের ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘ সম্বন্ধে বাঙালী অফিসারদের সে যেন কি বলবে আজ। আজকের মজলিসটা বড় করা হয়েছে প্রধানত সেই উদ্দেশ্যে।

সুনন্দা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘ জিনিসটা কি ?

ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘ হচ্ছে—বাটাভিয়ায় যত ভারতীয় নৃত্য গীত এবং বাদ্য বিশারদ আছেন, তাদের একটা দল বা পার্টি। বারীন হচ্ছে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেক্রেটারি। ওর উদ্যোগে ভারতীয় শিল্পীদের জলসা মাসখানেক আগে একবার একবার এখানে হয়েছে। কিন্তু তেমন সাফল্য-মণ্ডিত হয় নি। ওরা আবার তোড়জোড় করছে, পারের 'শো' হয়তো ভাল হবে।

সুনন্দা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বুঝি সঙ্ঘের সহকারী সম্পাদক ?

না, কোন পদ ওতে আমার নেই। তবে এসব ভাল কাজে সিকদারকে সাধ্যমত সাহায্য আমি করি।

সুনন্দা একটু ভাবিয়া বলিল, এই সঙ্ঘে মেয়ে-টেয়ে নেই বুঝি ?

না।

কেন, বাটাভিয়ায় তো ভারতীয় মেয়ে মিলিটারিতে দু-চার জন আছে। তাদের মধ্যে শিল্পী কি পাওয়া গেল না ?

পাওয়া যায় নি, ভালই হয়েছে। মেয়ে এলে সঙ্ঘ কুপোকাৎ হ'ত। লোকে মনে করত, শিল্পী-সঙ্ঘ একটা বদমায়েসীর আড্ডা।

সুনন্দা রাগিয়া কহিল, যারা বদমায়েস, তারাই সব কিছুর মধ্যে বদমায়েসী দেখতে পায়। মেয়ে আর পুরুষ একত্র হ'তে দেখলেই যারা কু-ধারণা করে, তাদের দ্বারা সমাজের অনেক অনিষ্ট হচ্ছে। এই সব শুচিবায়ুগ্রস্ত লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, যুবক যুবতী একত্র হয়ে শুধু প্রেম করে না, অনেক মহৎ কাজও করে। একটু থামিয়া সংযত কণ্ঠে বলিল, আচ্ছা, আপনাকে আর দেরি করাব না। চললুম, নমস্কার।

সারা পথ সুনন্দা ক্যাপ্টেন রায়ের মনস্তত্ত্ব বিচার করিতে করিতে গেল। তাহার সরল ব্যবহার সুনন্দার খুব ভালই লাগিয়াছিল। বিশেষত তাহার দরদী হৃদয়ের পরিচয় সুনন্দা বারংবার পাইতেছিল। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে রায়ের অস্বাভাবিক সঙ্কোচ এবং সন্দেহবাদ সুনন্দার মনকে পীড়া দেয়। আধুনিক শিক্ষা পাইয়া এবং প্রগতিশীল

জগতে বাস করিয়া একজন বঙ্গসন্তান নর-নারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে এমন আনাড়ী রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। হয়তো মেয়েদের সঙ্গে সে নিজে কখনও মিশিয়া দেখে নাই। একবার সঙ্কোচ কাটাইয়া যদি মিশিয়া দেখিত, তবে ওর চোখ ফুটিত।

শরীর সুনন্দার বিশেষ অসুস্থ ছিল না, ওটা চায়ের নিমন্ত্রণে না-যাইবার একটা সঙ্গত অজুহাত মাত্র। আসল অসুখ ছিল তাহার মনে।

বারীনের কাছে আত্মপরিচয় কাল সে কেন দেয় নাই, তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া জানে না। কাল ঝোঁকের মাথায় গায়ের জোরে আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়া সে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল। আজ সে ভাবিতেছে, কেন সে ছেলেমানুষের মত আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে গিয়াছিল। বারীন তাহাকে নিশ্চয় চিনিয়াছে, তবে অনর্থক মিথ্যা কথা কহিয়া সুনন্দার লাভ হইল কী?

সুনন্দা ভাবিয়াছিল, মিথ্যার সাহায্য লইয়া সে প্রধানত বারীনের লজ্জা ঢাকিতে পারিবে এবং সেই সঙ্গে নিজের লজ্জাও ঢাকিতে পারিবে। নিজের লজ্জা এইখানে যে, সে একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হইয়া মিলিটারির কুসংসর্গে আসিয়াছে মাসে কয়েক শত টাকা রোজগার

করিবার জন্য। বারীনের লজ্জা এইখানে যে, মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার ফলে সে চরিত্রবলের সুনাম হারাইয়াছে। বারীনের লজ্জা সুনন্দার কাছে, কারণ অতীতের বারীনকে সুনন্দা দেখিয়াছে। আবার সুনন্দার লজ্জা বারীনের কাছে, কারণ অতীতের সুনন্দাকে বারীন দেখিয়াছে। সুনন্দার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত যদি বারীন না বলিয়া বসিত, আপনাকে আমি মেডিকেল স্কুল দেখেছি, আপনার নামটা বোধ হয় সুনন্দা মজুমদার। সুনন্দা নিজের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সাবধানে কথাবার্তা বলিযাছিল এবং জোরের সহিত 'আমি সুনন্দা নই' ইত্যাদি বলিযাছিল। কিন্তু বারীনের সন্দেহ তবু যেন গেল না। সে অগত্যা দ্বিধার সঙ্গে বলিল, তবে আমারই ভুল। ঠিক তখন সুনন্দা একটা বিশেষ রকম মানসিক অস্বস্তি বোধ করিল এবং নিজেকে লুকাইবার জন্য ঘোষণা করিল, ভযানক মাথা ধরিয়াছে।

একবার যখন সে মিথ্যা বলিযাছে, তখন মিথ্যাই চলুক। দেখা যাক, মিথ্যাকেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি না। সত্য তাহার নিজের মহিমায় হয়তো একদিন প্রকাশ পাইবে। যদি না পায়, না পাইবে। সুনন্দার কিছু আসে যায় না।

ছয়

বারীনের কপালে এও ছিল। সুনন্দার সামনে তাহাব এক অতি কদর্য মূর্তি আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে চরিত্রহীন। মেয়েদের সঙ্গে এত মেলামেশা যে করে, তাহার সম্বন্ধে কেহই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে পাবে না। সুতবাং সুনন্দাব দোষ নাই।

কিন্তু সুনন্দা, যে সুনন্দা বাবীনকে একদা দশ বছব যাবৎ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছে এবং বারীনের সম্বন্ধে নাকি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ কবিয়াছে, সেই সুনন্দা বাটাভিয়ার আব পাঁচজনেব মত এক মুহূর্তে বাবীনকে নবকেব কীট সাব্যস্ত কবিয়া বসিল, ইহাই আশ্চর্য। বাটাভিয়ার কয়েকজন তরুণী তাহাব কাছে সর্বদাই আনা-গোনা কবে এটা ঠিক। তাহাদেব লইয়া সে গল্প-গুজব কবে, সিনেমায় যায়, সমুদ্র-তীবে হাত-ধবাধবি কবিয়া ঘোবে—এব কোনটাই মিথ্যা নয়। কিন্তু এব মধ্যে দোষেব কি আছে এবং অপরাধ কোথায়?

চবিত্রবত্তাব সুখ্যাতি অর্জন করিবাব জন্য তবে কি স্ত্রী-জাতিকে সর্বদা দূরে দূবেই রাখিতে হইবে? অথবা কাছে রাখিয়াও ওজন করিয়া তাহাদের সহিত কথা বলিতে

হইবে, তাহাদের সামনে হাসিতে হইবে এবং ওজন করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইতে হইবে? তাহাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া চলিবে, কিন্তু বন্ধুত্ব করা চলিবে না। অথবা বন্ধুত্ব করা চলিলেও অন্তরঙ্গতা করা চলিবে না। কেন না, লোকে মনে করিবে, লোকটার চরিত্র খারাপ হইয়াছে।

তবে কি মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান টানিয়া দিয়া পুরুষের সঙ্গে একভাবে এবং মেয়ের সঙ্গে অন্যভাবে মেলামেশা করিতে হইবে? পুরুষ কেবল পুরুষের সঙ্গে এবং মেয়ে কেবল মেয়ের সঙ্গেই প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিবে? ভিন্ন জাতীয় জীবকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিতে হইবে—নতুবা সমাজে বদনাম হইবে, লোকে মনে করিবে চরিত্রহীন? স্ত্রী তাহার স্বামীকে দেখিয়াই জগতের বৃহত্তর পুরুষ-সমাজকে দেখার সাধ মিটাইয়া লইবে, এবং স্বামী তাহার স্ত্রীকে দেখিয়াই জগতের বৃহত্তর নারী-সমাজকে দেখার সাধ মিটাইয়া লইবে। ইহাই নাকি আমাদের বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল সমাজের নীতি?

রাবীন ভাবিয়া পায় না, এই ধরনের কোনও সমাজের সহিত আপোস করিয়া চলা সম্ভব কি না এবং উচিত কি না। অতীতের কথা মনে করিয়া রাবীনের আজ হাসি

পায়। একদা সে মেয়েদের বয়কট করিয়া চলিত। নারী-বিদ্বেষী বলিয়া তাহাকে বন্ধুরা কতই টিটকারি দিয়াছে।

কিন্তু তখন সে যে কারণে নারীবিদ্বেষী হইয়াছিল, সেই সব কারণ এখন আব নাই। তাহা ছাড়া তাহার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাইয়াছে। পুরুষ-জগৎ এবং নারী-জগৎকে সে সমানভাবে দেখিয়া লইতে চায়। এতদিন মেয়েদেব সঙ্গে যত কম মিশিয়াছে, এখন তত বেশি মিশিয়া অতীতেব ক্ষতি সে পূবণ করিয়া লইবে। বারীনেব থিওরি স্থনন্দা যদি না বুঝিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য দায়ী স্থনন্দা—বারীন নয়।

বাবান তাহার ফুলবাগানে একাকী পায়চাবি করিতেছিল।

ক্যাপ্টেন সিকদার!

যাই সোফিয়া।

ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটিব নাম সোফিয়া—নামকবণ বারীনের।

বারীন আসিয়া দেখিল, সোফিয়া তাহার জন্য চা লইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

চায়েব পেয়ালায় চুমুক দিয়া বারীন বলিল, সোফিয়া, আমাকে তুমি কি খাবাপ লোক মনে কর?

সোফিয়া বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিয়া বারীনের দিকে চাহিয়া রহিল। বারীনের এই অদ্ভুত প্রশ্নের তাৎপর্য সে বুঝিতে পারে নাই।

বারীন স্থির কণ্ঠে কহিল জবাব দাও। আমি কি তোমাদের কখনও অসম্মান করেছি? সত্যি কথা বল।

সোফিয়া হাসিয়া বলিল, করেছ। আমি সেদিন বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম ব'লে আমায় চুলের গোছা ধ'রে পিঠে এক কিল দিয়েছিলে, একদিন রাগ ক'রে আমার গালে একটা চড়ও দিয়েছিলে। কেমন, মনে নেই?

বারীনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য সোফিয়া হয়তো বুঝে নাই, অথবা বুঝিয়াও ঠাট্টা করিতেছে কি না কে জানে? যাহা হউক, বারীন হাসি সংবরণ করিতে পারিল না। বলিল, ন্যাকামি যদি কর, এক্ষুণি আবার চড় খাবে। যা জিজ্ঞাসা করেছি, তার জবাব দাও।

জবাব তো দিলাম। ওই ছাড়া আর কোন অসম্মান কর নি

বারীন পেয়ালার অবশিষ্ট চাটুকু এক চুমুকে খাইয়া ফেলিয়া বলিল, বাস্, আর কোন অসম্মান করি নি তো? একটু থামিয়া বলিল, তবে লোকে আমার নিন্দে করে কেন? আমাকে চরিত্রহীন বলে কেন?

সোফিয়া আরক্ত চোখে কহিল, কে চরিত্রহীন বলে তোমাকে ?

বারীন সোফিয়ার রাগ দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কেন, তার গলা কাটবে নাকি ?

কাটব বইকি। মিথ্যুকের গলা কাটাই উচিত।

বারীন জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, যে যা বলে বলুক সোফিয়া। মিথ্যাকে আমি ভয় করি না।

সোফিয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, কিন্তু আমি তা সইতে পারি না। কেন লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে ?

ভুল বুঝবার সুযোগ আমিই যে তাদের দিয়েছি। আমি তোমাদের নিয়ে দিনরাত হৈ-চৈ ক'রে বেড়াই—তারা মনে করে, তোমাদের সঙ্গে আমার একটা প্রেমের কারবার চলছে।

কিন্তু প্রেম তো ভাল জিনিস। তুমি বলেছ, প্রেম মানে—

প্রেম মানে যাই হোক, তাদের অভিধানে প্রেমের কোন ভাল মানে নেই।

বুঝেছি। সোফিয়া ভাবিত হইল।

সোফিয়ার চিন্তাধারা অন্যদিকে লইবার জন্য বারীন

কহিল, মিস মজুমদার তোমার কাছে মালায়ান্ শিখতে চেয়েছিল, তার কি ব্যবস্থা করেছ ?

তুমি কি করতে বল ?

বারীন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, আগে তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বল, সে যেমন বলে, তেমনি করবে, যদি তোমার অসুবিধে না হয়।

অসুবিধে কিছুই হবে না। আচ্ছা, আমি এক্ষুণি মিস মজুমদারেব সঙ্গে আলাপ করছি।

সোফিয়া চলিয়া গেল এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া উল্লসিতভাবে বলিল, মিস মজুমদার আমাকে ডাকছে তাব বাংলোয়—তাব শরীর ভাল নয়, আজ বেরবে না।

বাবীন উদাসভাবে বলিল, মাথা-ধরা এখনও সাবে নি ! তবে তুমি যাও দেরি ক'বো না। সোফিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ওবলটিন নিজে খেতে পারবে তো ?

ওবলটিন একদিন নাই বা খেলাম।—বারীন হাসিল।

সোফিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, তা হয় না। তোমাকে ওবলটিন খাইয়ে তারপর যাব।

বাবীন একটু গম্ভীবভাবে বলিল, সোফিয়া, ওবলটিনের জন্য কেন মাথা ঘামাচ্ছ ? যাও।

সোফিয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, না, এখন যাব না। তোমাকে ওবলটিন না খাইয়ে যেতে পারব না। তোমার শরীর খারাপ হবে যে ওবলটিন না খেলে।

বারীন চেঁচাইয়া বলিল, যাও সোফিয়া, চ'লে যাও। আমার শরীর খারাপ হয় হোক। আমার জন্যে তুমি কেন এত ভেবে মর? আমি তোমার কে—কেউ না, কেউ না। আমার জন্যে তুমি আর কিছু ক'রো না—আমাকে আর অপরাধী ক'রো না।

সোফিয়া হতভম্ভ হইয়া স্থিরভাবে বারীনের দিকে তাকাইয়া রহিল। বারীন আজ এসব কি বলিতেছে!

বারীন বলিতে লাগিল, তোমার এই অকৃত্রিম ভালবাসার প্রতিদানে যা দেওয়া উচিত তা আমার মধ্যে খুঁজে পাই নে। তোমাকে আমি কি দেব সোফিয়া, টাকা ছাড়া আর কিছুই আমার দেবার নেই।

সোফিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল, টাকাই তো দিচ্ছ। টাকাই দিও। আর কিছুর আকাঙ্ক্ষা আমার নেই।

সোফিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বারীন ডাকিল, দাঁড়াও। কিন্তু শুধু টাকা নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাকবে, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি নে।

সোফিয়া সহজভাবে কহিল, বিশ্বাস ক'রো। আর

এও বিশ্বাস ক'রো, তোমাকে আমি ভাল বাসি না—শুধু কর্ত্তব্য ক'রে যাচ্ছি।

বারীন অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, শুধু কর্তব্য করছ? দেখি, কত দিন কর্তব্য করতে পার! একটু থামিয়া বলিল, তবে যাও, ওবলটিন তৈরি ক'রে আন।

সোফিয়া বারীনের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সোফিয়া অকাতরে বারীনের সেবা করিয়া যায়—কিছুই চায় না, একেবারে নির্লোভ নিষ্কাম। টাকা অবশ্য সে মাঝে মাঝে নেয়—বারীন যখন উপযাচক হইয়া দেয়, তখনই নেয়। কারণ তাহার পিতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। কাজেই, টাকার প্রয়োজন সোফিয়ার খুবই আছে এবং বারীন তাহা বিলক্ষণ জানে।

সোফিয়া বারীনের জন্য যাহা করে, টাকার খাতিরে কেহ তাহা করিতে পারে, এ কথা বারীন বিশ্বাস করে না। আবার, সোফিয়া যতই বলুক 'আমি তোমাকে ভালবাসি না', বারীন তাহাও বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। তবে কি সোফিয়া সত্যই প্রেমে পড়িয়াছে? বারীন ভাবিয়া কূল পায় না।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন রায় আসিয়া হাজির। কই, শিল্পী-সঙ্ঘের মীটিঙের তোড়জোড় কই?

বারীন বলিল, তোড়জোড় করেছি। চলুন, বেরিয়ে পড়ি। আপনার ওখানে চায়ের আসর আজ, ওই আসরেই সব শেষ করব। কর্নেল মুখার্জিকে একটু বিশেষ ক'রে বলেছেন তো?

তাঁর বাংলো থেকেই আসছি। বুড়ো খুবই উৎসাহ দেখালেন।

শুধু মৌখিক উৎসাহে কাজ হবে না, টাকা চাই।

টাকা কিছু তোলা যাবে। কিন্তু ভাল আর্টিস্ট কোথায় পাচ্ছেন?

বারীন চিন্তিত ভাবে বলিল, সমস্যা তো সেইখানে। আমি একা আর ক'টা গান গাইব। একজনের গান শ্রোতার কাছে বারে বারে ভালই বা লাগবে কেন? তারা চায় বৈচিত্র্য।

বৈচিত্র্য অবশ্য এবার একটু হবে। একটা তামিল গান করবে মিস্টার নায়ার, জ্ঞানচাঁদ একটা হিন্দী গান করতে চেয়েছে, আর মেজর চ্যাটার্জি চেষ্টা করলে একটা ধ্রুপদ গান—

বারীন হাসিয়া বলিল, ওই সব গর্দভরাগিণী শুনিয়ে এ দেশের লোককে উত্যক্ত করতে চাই নে। আমি চাই কোয়ালিটি (Quality)—চাই ভাল জিনিস। ওই

রদ্দি মাল এখানে বের ক'রে আমি ভারতের সুনাম নষ্ট করতে চাই নে। আশা করি, আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আপনারা একমত হবেন।

রায় বলিল, নিশ্চয়।

বারীন বলিতে লাগিল, ভেবে দেখুন, বিদেশে এত ঢাক পিটিয়ে আমরা যা করতে যাচ্ছি, তাকে লঘুভাবে দেখলে চলবে না। আমরা যদি ভাল কিছু না-দেখাতে বা না-শোনাতে পারি, তবে ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘ আজই ভেঙে দেওয়া হবে। কি বলেন?

রায় বলিল, কিন্তু আপনি এখনই এত হতাশ হবেন না। দেখা যাক, কি হয়! চলুন, আব দেরি করা ঠিক নয়।

বারীন উঠিয়া বলিল, দাঁড়ান ওবালটিন খেয়ে আসি। সোফিয়া—সোফিয়া!

ওবালটিনের পেয়ালা সোফিয়ার হাত হইতে লইবাব সময় বারীন দেখিল, সোফিয়ার চোখ অশ্রুসজল।

এ কি! তুমি এতক্ষণ কাঁদছিলে নাকি সোফিয়া?

না। সোফিয়া মুখ নাচু কবিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, বাবীন খপ করিয়া তাহাব হাত ধরিল।

যেও না।

মিস মজুমদারের কাছে যাব। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বারীন ব্যাকুলভাবে কহিল, কাঁদছিলে কেন বল—নইলে ছাড়ছি নে।

আজ আমার জন্মদিন—

জন্মদিন। বারীন চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, তা আগে বল নি কেন? কিন্তু জন্মদিনে আমার বাড়িতে ব'সে তুমি কাঁদছ, এতে আমার অকল্যাণ হয় না?

সোফিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, তোমার অকল্যাণ হবে জানতুম না। ছাড় ছাড়, আমি বেরুব।

সোফিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

* * *

সেদিন চায়ের আসরে ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের বাঙালী পৃষ্ঠপোষক সকলেই হাজির হইয়াছিল। যাহারা এতদিন সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতা করে নাই, তাহারাও আসিয়াছিল। সুনন্দা অসুস্থ, বোধ হয় আসিতে পারিবে না, বারীন আন্দাজ করিয়া লইল। তথাপি নিশ্চিন্ত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, মিস মজুমদারের কাছে গিয়েছিলেন তো মিস্টার রায়?

রায় বলিল, গিয়েছিলাম। তার সেই মাথা-ধরা এখনও সারে নি। আসতে পারবেন না বললেন।

বারীন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবে আর দেরি ক'রে কাজ নেই। যাঁরা আসবার এসে গেছেন।

ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্বন্ধে বারীন সংক্ষেপে দুই-চার কথা বলিয়া সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিল এবং সঙ্ঘের আগামী 'শো' যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য প্রবাসী বাঙালীদেব নিকট আন্তরিক সহযোগিতা ও সাহচর্যের আবেদন জানাইল।

সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন কর্নেল মুখার্জি। তিনি বলিলেন, মেয়েদের নাচ-গান না হ'লে তোমাদের 'শো' জমবে না ব'লে দিচ্ছি। এত সাত্ত্বিক হ'লে চলবে কেন ভায়া, এসব হচ্ছে রাজসিক জিনিস। আপনারা কি বলেন ?

উপস্থিত প্রায় সকলেই ঘাড় নাড়িয়া মুখার্জিকে সমর্থন করিল। মেজব বসু কহিলেন, আমি সিকদারকে এ কথা গোড়া থেকেই ব'লে আসছি। কিন্তু আমার কথা ওরা কানেই তোলে না। স্ত্রী-পুরুষের সমাবেশ ছাড়া কোনো জিনিস পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর, ছেলে-মেয়েরা মিলেমিশে 'শো' করলে তাতে নিন্দে করবে, এ যুগে এমন কেউ নেই। আমাদের দেশে তো আজকাল

মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে নাচ গান থিয়েটার হামেসাই করছে। কি বলেন ?

এবারও কয়েকজন ছাড়া সকলেই বন্ধুর উক্তি সমর্থন করিয়া দুই-এক কথা বলিল। ক্যাপ্টেন ঘোষ আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, আমার স্ত্রীকে না-নিয়ে আজকাল তো আমি স্টেজেই নামি না। গতবার পূজোর সময় বাড়িতে হচ্ছিল থিয়েটার, সামাজিক প্লে—নায়ক আমি। নায়িকা আমার স্ত্রী। কি যোগাযোগ দেখুন—ষষ্ঠীর দিন গিন্নীর হ'ল ভীষণ জ্বর। থিয়েটার বন্ধ হয় আর কি। আমার ছোট বোন শীলা থার্ড ইয়ারে পড়ে—খুব চট্‌পটে। সে বললে, নায়িকার ভূমিকায় আমিই নামছি, বউদিব চেয়ে খারাপ হবে না। অনেকে কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করলে না। কিন্তু শীলাই শেষ পর্যন্ত নামলে এবং নামও করলে বেশ।

ক্যাপ্টেন ঘোষেব কাহিনী সভায় খুব সমাদর লাভ করিল বলিয়া মনে হইল না। বায় খুব সাত্ত্বিক লোক, সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, ক্যাপ্টেন ঘোষ বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে একেবারে দ্বাবিংশ শতাব্দীতে পা বাড়িযে দিয়েছেন। আমরা ততটা পেরে উঠি নি।

বারীন বিতর্কের সমাপ্তি ঘটাইবার জন্য বলিল,

ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের ভেতর মেয়েদের নেওয়া হবে না—এমন কোনো নীতি আমাদের নেই। মেয়েদেব সহযোগিতা আমরা নিশ্চয় চাই। যদি তাঁরা শিল্পী হিসেবে কয়েকজন সঙ্ঘে যোগদান কবেন, তবে আমবা বিশেষ আনন্দিত হব এবং আশা করা যায় আমাদের আগামী 'শো' তাতে সাফল্যমণ্ডিত হবে।

সভায় কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কতক হাসপাতালের নার্সিং সিস্টাব এবং কতক বেড ক্রসের চাকুবি লইয়া বিদেশে আসিয়াছেন। মেজর বসু মেয়েদেব দিকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এইবাব আপনাদের তবফ থেকে সাড়া পাব, আশা করছি।

একজন তরুণী বলিলেন, সহযোগিতা আমরা কেন করব না—নিশ্চয়ই করব। কিন্তু আপনাদের সবচেয়ে প্রয়োজন শিল্পীব—শিল্পীপদবাচ্য মেয়ে আমাদেব দলে কেউ নেই।

ঠিক এই সময়ে সুনন্দা আসিয়া করজোড়ে নমস্কাব কবিয়া দাঁড়াইল—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত তাহাব এই আগমন।

রায় সোল্লাসে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। ইনিই ক্যাপ্টেন মিস মজুমদার—কর্নেল মুখার্জির হাসপাতালের ডাক্তাব, তিন-চাব দিন আগে বাটাভিয়ায় এসেছেন।

সুনন্দা আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিল, আমার দেরির জন্যে আপনারা ক্ষমা করবেন। আমার শরীর অসুস্থ—আজ মোটেই বেরুব না ভেবেছিলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনাদের ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের আকর্ষণ আমাকে অসুস্থ অবস্থায় এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। একটু থামিয়া বলিল, বিশেষত আজ এই উপলক্ষে এতগুলি স্বদেশবাসীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ছাড়তে পারলাম না কিছুতেই। বিচার ক'রে দেখলাম, আজ শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার চেয়ে এখানে আসাই বেশি লাভজনক।

বারীন বলিল, মিস মজুমদারকে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে বিশেষ উৎসাহিত হয়েছি। তিনি যা বললেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং উন্নত মনোভাব ফুটে বেরিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। আশা করি, ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের একজন দরদী বন্ধুরূপে আমরা তাঁকে পাব।

রায় বারীনকে সমর্থন করিয়া কহিল, আমিও সেইরূপ আশা করি। তা ছাড়া মিস মজুমদারের সঙ্গে গত দু-এক দিনের আলাপে যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওঁর এ সময়ে বাটাভিয়ায় আসা আমাদের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হয়েছে।

রায়ের কথায় চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

কর্নেল মুখার্জি বলিলেন, কিন্তু মিস্টার রায়, মিস মজুমদার তো শিগগির বদলি হয়ে যাচ্ছে, ও এখানে থাকতে চায় না।

রায় চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, কেন?

কেন, তা আমি জানি না। তবে তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আসতে না আসতেই ওকে তোমরা লাভজনক ক'রে তুলতে চেষ্টা করছ—বেচারী তাই উত্যক্ত হয়ে চ'লে যাচ্ছে।

কর্নেল মুখার্জি হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

রায় বলিল, যাক, এই হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়ে একটা দরকারী খবর জানা গেল যে, মিস মজুমদার এখান থেকে চ'লে যাচ্ছেন।

সুনন্দা কহিল, যাওয়া না-যাওয়ার কিছু ঠিক নেই মিস্টার রায়। আপাতত সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আপনাদের শিল্পী-সঙ্ঘের কথাবার্তা যদি বাকি থাকে, তাই সেরে ফেলুন।

সুনন্দা চলিয়া যাইতে চায় শুনিয়া বারীন অশ্বস্তি বোধ করিল। সুনন্দা কি তবে বারীনের ভয়ে পলাইতেছে? যে সুনন্দা বারীনের ভয়ে এত ভীত, বারীনকে যে এত ঘৃণা করে, সেই সুনন্দা আবার অসুস্থ অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়াছে

ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের প্রতি দরদ দেখাইতে, যার কর্ণধার এবং সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং বারীন! শিল্পী-সঙ্ঘের ইতিহাস সুনন্দা নিশ্চয়ই শুনিয়াছে রায়ের কাছে। বারীন সুনন্দার মনস্তত্ত্ব কিছুতেই বুঝিতে পারে না।

রায় বারীনকে নীরব দেখিয়া চেঁচাইয়া বলিল, আমাদের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করুন মিস্টার সিকদার। মিস মজুমদার অসুস্থ, ওঁকে সন্ধ্যের আগেই ছেড়ে দেওয়া দরকার।

বারীন কহিল, আমাদের কাজ তো প্রায় শেষ। ভাল শিল্পী যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সঙ্ঘ ভেঙে দেওয়া ছাড়া উপায় কি?

সুনন্দা বিস্মিত হইয়া বলিল, সঙ্ঘ ভেঙে দেবেন? বলেন কি?

রায় ক্ষুণ্ণ মনে বলিল, তা ছাড়া উপায় নেই। আর্টিস্ট কই?. একা মিস্টার সিকদার ছাড়া—

সুনন্দা বাধা দিয়া কহিল, মাপ করবেন, আমি ন্যায্য কথা না ব'লে পারছি না। ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের যারা উদ্যোক্তা, তাদের উচিত ছিল, আগে ভাল কয়েকজন শিল্পী সংগ্রহ করা—তারপর সঙ্ঘ গঠন করা। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন'। সঙ্ঘ গঠন করছেন, এতটা জানা-

জানি হয়েছে, এখন আপনাদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া পিছিয়ে যাওয়া চলবে না।

বারীন কহিল, যুক্তির দিক দিয়ে মিস মজুমদার যা বললেন, তা খুবই সত্যি। এখন আমরা সঙ্ঘ ভেঙে দিলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ অনেকেই করবে, এবং তা আমাদের কাছে প্রীতিকব হবে না মোটেই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বাজে 'শো' দিলে, এখানকার নানা জাতীয় বিদেশীর চোখে আমাদের ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতার মর্যাদা খাটো করা হবে মাত্র। আমরা শিল্পী-সঙ্ঘ গঠন ক'রে হয়তো ভুল করেছি; কিন্তু তার চেয়ে বড় ভুল করা হবে, যদি এখানে আমরা জেনে শুনে খাবাপ 'শো' দিতে যাই। ভাবপ্রবণতা ত্যাগ করতে হবে এবং আমাদের বৃহত্তব জাতীয় স্বার্থের খাতিরে দরকার হ'লে এখনই পশ্চাদপসরণ কবতে হবে। এগিয়ে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার চেয়ে পিছু-হটা ঢের ভাল।

বায় সুনন্দাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এগিয়ে যাওয়া এবং পিছিয়ে যাওয়া—দুই-ই নির্ভর করছে আপনাদেব উপর। আপনারা যদি আশ্বাস দেন, আমরা উৎসাহভরে এগিয়ে যেতে পারি।

সুনন্দা কহিল, অর্থাৎ?

কর্নেল মুখার্জি কহিলেন, অর্থাৎ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

তুমি এখানে আসার একটু আগে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সঙ্ঘের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হ'লে এতে মেয়ে আর্টিস্ট থাকা দরকার, শুধু পুরুষ হ'লে চলবে না। যে 'শো' দেওয়া হবে, তাতে মেয়েদের নাচ-গানও কিছু কিছু থাকবে—মেয়ে এবং পুরুষের সমন্বয় না হ'লে 'শো' পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এ বিষয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে একমত কি না?

সুনন্দা কহিল, ধরুন—একমত।

মুখার্জি কহিলেন, যদি একমত হও, তবে ছেলেরা আবেদন করছে যে তোমরা তোমাদেব উন্নত শিল্প-প্রতিভ নিয়ে আজ তাদের সঙ্গে মিলিত হও, যাতে ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের নাম এ দেশেব আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। পারবে নাকি মা-লক্ষ্মী?

সুনন্দা জবাব দিতে ইতস্তত করিতে লাগিল।

বারীন না বলিয়া পারিল না, আমাদের বিশ্বাস, মিস মজুমদার উঁচুদরের গাইয়ে তো বটেই, তা ছাড়া আধুনিক ভারতীয় নৃত্যেও বিশেষ পারদর্শী। সুতবাং ওঁর সাহায্য পেলে এ যাত্রা আমরা মান বাঁচাতে পারি।

বারীন সুনন্দা সম্বন্ধে তাহার এই বিশ্বাস হঠাৎ কোথা হইতে পাইল বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসুভাবে কতক

বারীনের দিকে কতক সুনন্দার দিকে চাহিয়া রহিল। বারীন বুঝিল, সুনন্দা আশা করে নাই, আজ এইখানে বারীনের কাছে এই ভাবে ধরা পড়িবে। বারীন সুনন্দাকে ঠিকই চিনিয়াছে এবং শক্ত ভাবেই ধরিয়াছে, ইহাই সে প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দিল।

সুনন্দা ভয়ানক অপ্রস্তুত হইয়া যেন আত্মগোপন করিতে চেষ্টা কবিল। সে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিল, মিস্টার সিকদাবেব অনুমান সত্য নয়। উঁচুদরের কেন, নীচুদরেবও গাইয়ে অথবা নাচিয়ে আমি নই। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, আপনাদের মান বাঁচাতে আমি কোন মূল্যবান সাহায্য কবতে পারছি না। তবে আর্থিক সাহায্য বা অন্য প্রকারের সাহায্য আমাব ক্ষমতায় যতদূর কুলায়, আমি করতে সর্বদাই প্রস্তুত আছি।

বাবীন কহিল, হুঁ। তবে ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘ কিসেব জোবে চলবে? সমাগত ভ্রাতা ভগ্নী ও বন্ধুগণ, এতক্ষণ যে সব কথাবার্তা এখানে হয়েছে, তা থেকে শিল্পী-সঙ্ঘের অবস্থা আপনারা বুঝতে পাবছেন। অবাঙালী আর্টিস্ট যে কয়জন এযাবৎ পেয়েছি, তার মধ্যে একজন মাত্র চলনসই—বাকি কয়জন একেবারে বাজে। আমার বড় আশা ছিল বাঙালী সম্প্রদায়ের উপর, কাবণ শুনেছিলাম

আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাল নাচতে বা গাইতে পারেন। এখন দেখছি, আমিই একমাত্র বাঙালী যে দুই-চারটে চলনসই গান বোধ হয় গাইতে পারবে। কি পুরুষ, কি মেয়ে—বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একজন হ'ল না, যিনি 'চেষ্টা ক'রে দেখি' এই রকম মনোবৃত্তি নিয়েও অন্তত একবার মহড়া দিতে এলেন। আপনাদের মধ্যে কি দ্বিতীয়, তৃতীয়, এমন কি চতুর্থ শ্রেণীব আর্টিস্টও দু-একজন নেই? যাঁবা অল্পস্বল্প গাইতে, বাজাতে বা নাচতে জানেন, তাঁবা সাহস ক'রে এগিয়ে আসুন। মহড়া দিয়ে দেখান, আপনাদের যোগ্যতা কতটুকু! আপনারা এমন অসহযোগিতা কবছেন কেন? আপনারা যে ভাল শিল্পী নন, তার প্রমাণ কি? একটু থামিয়া বলিল, এতদূব এগিয়ে আজ পিছিয়ে গেলে প্রধানত বাঙালী সম্প্রদায়েব মুখেই চুন-কালি পড়বে। কারণ আমবা বাঙালীরাই সঙ্ঘ-গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলাম, এবং গতবারেব 'শো' ভাল হয় নি ব'লে সকলেই প্রত্যাশা কবছে, আমাদেব আগামী 'শো' খুব উৎকৃষ্ট হবে। ভেবে দেখুন, ভারতীয় শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারের এই সুবর্ণসুযোগ আমাদের কর্মজীবনে বারংবার আসবে না। ইন্দোনেশিয়ার বাজধানীতে আপনাদের বঙ্গমঞ্চ, এখানে দর্শক হবে

ভারতের সব প্রদেশের অধিবাসী আর হবে নানা দেশের এবং নানা সম্প্রদায়ের অভারতীয়—তার মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ান, চীনা, ওলন্দাজ, ইংরেজ, জাপানী, আরবীয় ইত্যাদি। এই রকম একটা স্টেজ—যেখানে সর্বদেশের সর্বজাতির সমাবেশ, সেখানে আপনাদের যদি দেখানোর কিছু থাকে, তবে এই বেলা দেখিয়ে নিন। এই সুযোগ হেলায় হারাবেন না।

বারীন একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, আপনারা আজ ঘটনাচক্রে বহু দূরদেশে এসেছেন। এই প্রবাসী-জীবনে বিদেশীদের সামনে আজ যদি নিজের জাতীয় মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত না করেন, তবে আপনারা স্বজাতির এবং স্বদেশের গুরুতর অনিষ্ট করবেন। বিদেশীরা ভারতের নরনারীর কাছে একটা মহান কিছু, একটা বিশিষ্ট কিছু প্রত্যাশা করে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা একদা এসে এই সব দেশের চোখ ফুটিয়ে গিয়েছিলেন—তাই এরা আজও ভারতীয় সভ্যতার গৌরব করে। কিন্তু সে গৌরব আজ নষ্ট হয়ে যাবে, যদি আপনাদের বৈশিষ্ট্য কিছু না-দেখাতে পারেন। আপনারা এ দেশের লোককে কিছু দিয়ে যান, বাটাভিয়ার একটা দাগ রেখে যান।

চারিদিক হইতে হাততালি পড়িল। বারীন থামিল।

সভাপতি মুখার্জি বলিলেন, সিকদার কতকগুলি দামী কথা বলেছে। ওর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকলের চলা উচিত এবং ওর আবেদনে আপনারা, বিশেষত মেয়েরা, অবিলম্বে সাড়া দেবেন, আমি আশা করি। আপনারা এইবার আত্মপ্রকাশ করুন এবং একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন।

দেখিতে দেখিতে রেডক্রসের দুইটি মেয়ে এবং একজন নার্সিং সিস্টার শিল্পীর তালিকাভুক্ত হইল। তাহা ছাড়া পুরুষদের মধ্যেও দুইজন পাওয়া গেল।

রায় বলিল, এইবার মনে হচ্ছে, শিল্পী-সঙ্ঘ আজকার মত টি কে গেল।

সুনন্দা হাসিয়া কহিল, তাই তো দেখছি। যাক, আমার নামটাও তবে লিখে নেন। জাতির গৌরব রক্ষার জন্যে আমার চেষ্টা করা উচিত।

বারীন হাসিয়া বলিল, দেখলেন মিস্টার রায়, আমার অনুমানই অবশেষে সত্য হতে চলল।

রায় বলিল, আপনি জ্যোতিষও জানেন নাকি?

জানি অনেক কিছু, কিন্তু প্রকাশ করি না। মিস মজুমদার যদি খুব শিগগিরই চ'লে যান, তবে ওঁকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। কি বলেন কর্নেল মুখার্জি? বারীন মৃদু হাসিয়া প্রথমে মুখার্জির দিকে, পরে সুনন্দার দিকে চাহিল।

মুখার্জি কহিলেন, তোমাদের 'শো' হচ্ছে তো আসছে সপ্তাহে—এর মধ্যে মজুমদার বদলি হ'য়ে যাবে না নিশ্চয়ই। আর চ'লে যাবেই বা কেন, তোমরা যদি ওকে রাখতে পার, তবে যাবে না শিগগির। সুনন্দার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া হাসিলেন।

সুনন্দা মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, যাওয়া আমার ঠিক। তবে প্রথম 'শো' পর্যন্ত থেকে যেতে পারি বড় জোর।

বারীন কহিল, প্রথম 'শো'র তারিখ তবে পিছিয়ে দেওয়া যাক মিস্টার রায়। তা না হ'লে মিস মজুমদারকে আমরা এক সপ্তাহ পরেই হারাব, যা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

রায় হাসিয়া বলিল, এক সপ্তাহ পরেই উনি চ'লে যাবেন? ইস, যেতে দিলে তো যাবেন!

সুনন্দা বলিল, যাক, আপনাদের রিহার্সাল কখন হচ্ছে?

বারীন কহিল, কাল সন্ধ্যেবেলায়। আর্টিস্টদের আনবার জন্যে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আপনারা যেন তৈরি থাকেন।

আরও কয়েকটি মামুলী কথাবার্তার পর সভা ভঙ্গ হইল

সে দিন একাকী গৃহে ফিরিবার পথে বারীন কেবলই ভাবিতেছিল, সুনন্দার সহিত তাহার এই কৃত্রিম পরিচয়, এই অস্বাভাবিক অভিনয় আর কতদিন চলিবে! বারীন ইহা একেবারেই বরদাস্ত করিতে পারে না।

বারীন দেশছাড়া হইয়াও যাহাকে একদিনের জন্যও ভুলিতে পারে নাই, তাহাকে আজ একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এত কাছে পাইয়াও সে এতটুকু সুখী হইতে পারিল না। বরং সুনন্দা কাছে আসিয়া বারীনের দুঃখ আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। সুনন্দা বলে কিনা বারীনকে সে চেনে না, বারীনকে সে কখনও দেখে নাই। সত্যকে এমন ভাবে অস্বীকার বোধ হয় জগতে আর কেউ করে নাই। সাংঘাতিক মেয়ে এই সুনন্দা!

যে ছদ্মবেশ সুনন্দা আজ পরিয়াছে, যে আবরণে সুনন্দা আজ নিজেকে আবৃত করিয়াছে, তাহা উন্মোচন করতে পারিলে বারীন আজ বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু কোনও উপায় সে খুঁজিয়া পায় না সুনন্দার উপর কোনও চাপ দিতে যাওয়াও বারীন অপছন্দ করে। কারণ নিজেকে সে ছোট হইতে দিবে না কাহারও কাছে।

সুনন্দা নিশ্চয়ই জানে, বারীন তাহাকে পাকাপাকি ভাবে চিনিয়াছে, এবং সুনন্দা যতই আত্মগোপন করুক,

বারীন তাহাতে আদৌ ভুলে নাই। তাহা সত্ত্বেও যদি সুনন্দা এই অভিনয় চালাইয়া সুখী হয়, তবে বারীনও অসুখী হইবে না।

বারীন সঙ্কল্প করিল, সুনন্দার বিষয় লইয়া সে আর মাথা ঘামাইবে না, মিস মজুমদারের মধ্যে সে আর সুনন্দাকে খুঁজিবে না।

বাংলোর ফটক পার হইয়া ভিতরে গাড়ি ঢুকিল। গাড়ি হইতে নামিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বারীন ডাকিল, সোফিয়া! সোফিয়া! কাহারও সাড়াশব্দ নাই—ব্যাপার কি? সোফিয়া কি তবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে?

বারীন সমস্তগুলি ঘর তন্নতন্ন করিয়াও সোফিয়ার সন্ধান পাইল না। অবশেষে বসিবার ঘরে টেবিলের উপর পাইল সোফিয়ার লেখা একখানি চিঠি। সোফিয়া লিখিয়াছে—

"আমি আজ সঠিক বুঝেছি, তোমার চরিত্র সম্বন্ধে এখানকার লোকের ধারণা খারাপ, এবং তার জন্য আমরা, মানে—তোমার মেয়ে বন্ধুরাই দায়ী। আমিই সবচেয়ে বেশি দায়ী, কারণ আমাকে তুমি প্রায় বাড়ির গিন্নী বানিয়েছ। অথচ সত্যিকারের গিন্নী আমি নই—তা ঈশ্বর জানেন। আমি শুধু এতদিন গিন্নীর অভিনয় করেছি।

এখন থেকে আমি তোমার এখানে আসা কমিয়ে দেব। রাত্রে তো থাকবই না, এতে তোমার হয়তো একটু কষ্ট হবে, কিন্তু চাকর-বাকরদের দ্বারা কাজ চালিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রো—বদনাম হওয়ার চেয়ে কষ্ট হওয়া ঢের ভাল।

যদিও তোমাব আমার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, তবু যেন এতদিন মেলা-মেশার ফলে তোমার উপর আমাব একটা মায়া জ'ন্মে গেছে। তোমার চবিত্রের উদাবতাব এবং সরলতার জন্যেই হয়তো আমি তোমার দিকে এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। নইলে তোমাকে ভুলতে আমি সহজেই পারতাম।

আজ কেঁদেছিলাম কেন বলছি। আজ আমার জন্মদিন, আজ আমার আনন্দ করার দিন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, আজই তুমি ক্ষেপে উঠলে, খাপছাড়া হয়ে উঠলে—আমাকে আনন্দ করতে দিলে না। তাই কেঁদেছিলাম। কিন্তু তোমার দোষ নেই—কান্নাই আজ আমার অদৃষ্টে ছিল।

যখনই দরকার হয়, আমাকে ডেকো। তোমার সেবা ও সাহায্য করার জন্যে আমি উন্মুখ থাকব সর্বদাই।"

বারীন সোফিয়ার চিঠি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করিতে লাগিল।

সাত

সুনন্দা বাসায় ঢুকিতেই আবদালী আসিয়া সংবাদ দিল, এক মেমসাহেব আযা হ্যায।

সুনন্দা আপন মনে বলিল, মেমসাহেব আবাব কে এল! ভাবিল, সেই ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটিব আসাব কথা ছিল—বোধ হয সেই আসিয়াছে। দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তাহাব অনুমান সত্য। সুনন্দা কলহাস্যে আগন্তুককে সম্বর্ধনা কবিল—নমস্কাব, নমস্কাব!

সোফিয়া প্রত্যভিবাদন কবিযা বলিল, আপনাব শবীব ভাল হযে গেছে তো?

হ্যা, কতকটা। আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

অনেকক্ষণ—আপনি বেবিযে যাওযায দশ-পনরো মিনিট পবে।

ছি ছি, আপনাব অনেকখানি সময় নষ্ট কবেছি! কিন্তু আমি আপনার আসতে দেবি দেখে ভাবলুম, আজ আর বুঝি আসবেন না। একা একা ভাল লাগছিল না, তাই বেরিযে পড়লুম। সুনন্দা হাসিল।

সোফিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল, আমারও ঠিব সেই অবস্থা। ভেবেছিলাম, আজ আর এখানে আসব না,

দেরিও করলুম খানিক। কিন্তু একা একা ব'সে মনটা বড্ড খারাপ লাগছিল, তাই ছুটে এলাম আপনার কাছে। কিন্তু আপনাকেও পেলাম এতক্ষণ পরে। সোফিয়া হাসিতে লাগিল।

সুনন্দা সহজভাবে বলিল, একা থাকতে যখন কষ্ট হয়, তখন একা না থাকলেই পারেন। মিস্টার সিকদার কি এসব বোঝেন না? আপনাকে বাসায় একলা ফেলে চ'লে যান কেন? সঙ্গে নিয়েও তো বেরতে পারেন!

সোফিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, সিকদার আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরবেন! কেন তিনি আমার কে?

সুনন্দা একটু ঝাঁজ দিয়া কহিল, তিনি আপনার কে, তা আপনি নিজেই ভাল জানেন। কিন্তু এটাও জানবেন, তিনি জেনে শুনে দুঃখ আপনাকে কখনও দেবেন না, কিছুতেই না। মনটাকে তার সামনে মেলে ধরবেন, সুখ এবং দুঃখ এর কোনটাই গোপন করবেন না তার কাছে। দেখবেন, আপনাকে তিনি অকাতরে সুখী করতে চেষ্টা করবেন।

সুনন্দার এতক্ষণে হুঁশ হইল, এসব সে কি বলিতেছে! মেয়েটা মনে করিবে কি? হয়তো ভাবিবে, সুনন্দা বারীনকে ভাল ভাবেই চেনে, অথচ তাহা প্রকাশ

করিতেছে না। সোফিয়া বলিল, আমাকে সুখী করতে চেষ্টা তিনি অকাতরে করেছেন এতদিন, সে কথা ঠিক। আমিও যতটুকু সুখ চেয়েছিলাম, ততটুকুই পেয়েছি। কিন্তু আমার সে সুখের দিন যেন ফুরিয়ে আসছে। আজ তার সঙ্গে থাকা আর একলা থাকা আমার পক্ষে সমান।

কি যে ঘটিয়াছে সুনন্দা বুঝিতে না পারিয়া কয়েক সেকেণ্ড স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিস্তারিত ভাবে জানিবার আগ্রহ প্রবল হইলেও সুনন্দাকে আপাতত এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে হইবে। কারণ প্রশ্ন করিয়া করিয়া অপরের প্রেমের কাহিনী শুনিতে যাওয়া সুনন্দার আত্মসম্মানে বাধে, তাহা ছাড়া এই সব আলোচনা বারীনের কানে গেলে সে মনে করিবে কি? যাহাকে সুনন্দা চেনে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, তাহার প্রণয়চর্চায় আগ্রহ দেখাইবার অধিকার তাহার নাই। বারীনের সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে সার্টিফিকেট সে দিয়া ফেলিয়াছে ভাবাবেগে তাহা যদি শেষ পর্যন্ত বারীনের কানে যায়, তবে বিশ্রী লজ্জার বিষয় হইবে। সুতরাং এখন হইতে সুনন্দার হুঁশিয়ার হইয়া কথা বলা দরকার। নতুবা ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।

সুনন্দা কহিল, দাঁড়ান, আপনার নামটা টেলিফোনে

তখন বলেছিলেন, ভুলে গেছি। ভারি মিষ্টি নাম—আবার বলুন তো।

সোফিয়া হাসিয়া বলিল, মিস্টার সিকদার নাম রেখেছেন—সোফিয়া। আসল নাম অন্য একটা আছে।

সোফিয়া! সোফিয়া! সুনন্দা কহিল, চমৎকার নাম।

সত্যিই, সবাই নামটার ভারি প্রশংসা করে। জানি না, ওর মধ্যে কি আছে।

ওর মধ্যে আছে মধু। সুনন্দা একটু রসিকতা করিয়া কহিল, মিস্টার সিকদারকে বলবেন, আমার জন্যে একটা নাম রেখে দিতে। উনি ভারি সুন্দর নাম রাখতে পারেন।

সোফিয়া হাসিয়া বলিল, আপনার নাম তো তিনি রেখেছিলেন, কিন্তু আপনার যে পছন্দ হ'ল না।

সুনন্দা কথাটার তাৎপর্য ঠিক বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নাম তিনি কবে রাখলেন?

এর মধ্যে ভুলে গেছেন? মনে নেই, কাল আপনাকে দেখে মিস্টার সিকদার বলেছিলেন, আপনার নাম সুনন্দা। কিন্তু আপনি কেবলই বলতে লাগলেন—না না, আমি সুনন্দা নই!

সোফিয়ার হেঁয়ালির অর্থ বুঝিয়া সুনন্দা একটু হাসিল। বলিল, কিন্তু আমাকে তিনি বানাতে চেয়েছিলেন তাঁব পূর্বপরিচিত একটি মেয়ে, যাকে তিনি নাকি কলকাতার মেডিকেল স্কুলে দেখেছিলেন।

সোফিয়া কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শুধু কি দেখেছিলেন? সুনন্দার প্রেমেও পড়েছিলেন।

সোফিয়া বলে কি! সুনন্দা ভূত দেখিলেও এমন ভাবে চমকাইয়া উঠিত না। কিন্তু তাহার ভাবান্তর সোফিয়া বুঝিতে না পাবে। সুনন্দার হঠাৎ চোখে জল আসিয়া পড়িল। মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি যাইতে যাইতে বলিল, বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।

পাঁচ মিনিট পরে সুনন্দা ফিরিয়া আসিল, তখন সে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে। আস্তে আস্তে কহিল, মিস্টার সিকদার সুনন্দাকে এখন ভুলতে পেরেছেন তো?

ভুলতে পারেন নি। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে তার নাম ধ'রে চেঁচিয়ে ওঠেন। তিন-চার মাস আগে সিকদারের কঠিন অসুখ হয়েছিল—যেমন জ্বর তেমনই ডিলিরিয়াম। জ্বরের ঘোরে আমাকে মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধ'বে বলতেন, তুমি কে—তুমি কি সুনন্দা? আমি

যতই বলতাম, 'না, আমি সোফিয়া', সিকদার ততই রেগে উঠতেন, চেঁচিয়ে বলতেন, না না, তুমি সুনন্দা। রোগীকে শান্ত রাখবার জন্যে আর আমি প্রতিবাদ করতুম না। এই পর্যন্ত বলিয়া সোফিয়া চুপ করিল।

সুনন্দার মুখে সহসা কথা ফুটিল না। সে এখন চায় কিছুক্ষণের জন্য একলা থাকিতে। নিজেকে একটু শক্ত করিয়া লইয়া কহিল, সুনন্দা আপনার সুখের পথে কাঁটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি।

সত্যিই তাই। সে আমার সুখ-শান্তি সবই নষ্ট ক'রে দিলে। সোফিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল।

বাস্, সুনন্দা আর কিছু শুনিতে চায় না। সে যথেষ্ট শুনিয়াছে। কিন্তু তাহার ক্ষোভ হইল যে, সোফিয়ার বর্তমান মানসিক অশান্তির জন্য দায়ী সে। অথচ বেচারী সুনন্দা ভাবিয়া পায় না, এই দুঃখিনী মেয়েটির সুখের পথ সে কেমন করিয়া প্রশস্ত করিয়া দিতে পারে!

সুনন্দা কহিল, চলুন, খানিক বাইরে ঘুরে আসি। আপনার মন খারাপ, আমারও শরীর খুব খারাপ, বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরাম পাওয়া যাবে।

সোফিয়াকে পাশে বসাইয়া সুনন্দা ট্যান্জন্প্রিয়কের দিকে গাড়ি ছুটাইয়া দিল। কাহারও মুখে কথা নাই।

জনবিরল পিচঢালা সমতল রাস্তা। সুনন্দা মরিয়া হইয়া গাড়ির গতি বাড়াইতে লাগিল।

বাঁ হাতে রাস্তার গা ঘেঁষিয়া একটি খাল, খালের অপর তীরে নারিকেলগাছের সারি। ডান দিকে নক্ষত্র-ভরা নীল আকাশের তলায় দিগন্তবিস্তৃত মাঠ।

সুনন্দা মুখ ফিরাইয়া কখনও আকাশের শোভা, কখনও মাঠের শোভা, কখনও খালের শোভা দেখিতেছিল।

হঠাৎ সোফিয়া নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, এই রাস্তায় রাত্রে বেড়াতে আমার বড্ড ভাল লাগে।

আমার কিন্তু রাত্রে এ দিকে এলে মন খারাপ হয়ে যায়।—সুনন্দা বলিল।

আপনি যাকে ভালবাসেন, সে যদি সঙ্গে থাকত, মন আপনার খারাপ হ'ত না।

ঠিক বলেছেন। সুনন্দা হাসিয়া বলিল, তাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন রাত্রে এই দিকে বেড়াতে আসব—দেখব আপনার কথা সত্যি কি না।

সোফিয়া একটু উৎসুক হইয়া সহাস্যে কহিল, আপনার তিনি এখানেই আছেন নাকি?

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, আছেন বইকি।

সোফিয়া একগাল হাসিয়া কহিল, বেশ, শুনে ভারি সুখী হলুম। তাঁর সঙ্গে আমার একদিন পরিচয় করিয়ে দেবেন কিন্তু। ভয় নেই, আপনার দৌলৎ আমি চুরি করব না।

সুনন্দা কহিল, দৌলৎ যদি সত্যিই আমার হয়, তবে চুরি যেই করুক আমার দৌলৎ আমারই থাকবে। দৌলৎ চোরের কোনও কাজে আসবে না। কাজেই দৌলৎ আমি কখনও চোরের ভয়ে লুকিয়ে রাখি নি।

সোফিয়া বলিল, আপনার কথার অর্থ যতটা বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয়, আপনার উদারতা খুব বেশি।

উদারতা নয়, ওটা আমার থিওরি। ওই থিওরির জন্যে আমার জীবন ব্যর্থ হতে বসেছে। নিজের সর্বনাশ হতে দেখেছি, তবু চুপ ক'রে আছি। লাভ-ক্ষতির বিচার ক'রে চলতে শিখি নি, শিখেছি কেবল আত্মসম্মান বাচিয়ে চলতে। কামড়াকামড়ি ক'রে কিছুই পেতে চাই নে, যা স্বাভাবিকভাবে সোজা পথে আসে মাত্র তাই চাই— তাতে দুঃখ মোচন হয় হোক, না হয় না হোক। সুনন্দা থামিল।

সোফিয়া কহিল, আপনার বুকের মধ্যে একটা ব্যথা লুকানো আছে মিস মজুমদার। আপনি কাল থেকে

বলছেন, আপনার শরীর অসুস্থ, কিন্তু তা মিথ্যে, অসুস্থ আপনার মন।

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, কিন্তু আপনার চেয়ে অনেক কম। আমার বুকে আজ যে ব্যথা, এ অনেক দিনের পুরনো ব্যথা। এ ব্যথা একেবারে ক্রনিক (cronic) হয়ে গেছে। অস্থি-মজ্জার সঙ্গে, জীবনের অণুপরমাণুর সঙ্গে এ ব্যথা মিশে আছে। এর জ্বলুনি স'য়ে স'য়ে আমার দেহ এখন অসাড় হয়ে গেছে; তাই ব্যথা আছে, অথচ ছটফটানি নেই। কিন্তু আপনার ব্যারামটা নতুন, কাজেই আপনাকে এতটা চঞ্চল ক'রে তুলেছে।

সোফিয়া কহিল, ব্যারাম আমার নতুন না হয় স্বীকার করলুম। কিন্তু আপনি কি আমাকে বন্ধু ব'লে মনে করতে পারবেন আজ থেকে ?

সুনন্দা হাসিয়া কহিল, আজ থেকে কেন, আমি কাল থেকেই আপনাকে দেখা মাত্রই বন্ধু ব'লে মনে করেছি। নইলে আপনার কাছে মালায়ান শিখতে চাইব কেন ?

সোফিয়া বলিল, বিশেষ ধন্যবাদ। তা হ'লে বন্ধুর কাছে কিছুই লুকতে পারবেন না। আপনার ব্যথার ইতিহাস আমাকে বলতে হবে—আমার জানতে ভারি আগ্রহ হয়েছে। অবশ্য আজই নয়। বলুন, রাজী ?

সুনন্দা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, বলব, কিছু দিন যাক।

সোফিয়া অধীর হইয়া কহিল, কিন্তু খুব বেশি দিন দেরি করা চলবে না। আসছে রবিবার ছুটির দিন, যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

সুনন্দা বলিল, এত তাড়াতাড়ি কেন? আপনার বিয়েটা আগে হয়ে যাক—মন আপনার সুস্থির হোক, তারপর শুনবেন।

সোফিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বলেন কি! বিয়ে কবে হবে, তার ঠিক কি! তবে তো আমার অনন্ত কাল অপেক্ষা করতে হবে দেখছি! সোফিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অনন্ত কাল অপেক্ষা করতে হবে না, বিয়ে আপনার শিগগির হবে, খুব শিগগির।

আপনি কি ক'রে জানলেন?

আপনার চোখ মুখ দেখে মনে হয়।

ইস্! সোফিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিল, বরং আপনার বিয়ে শিগগির হবে আমি ব'লে দিচ্ছি।

সুনন্দা ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, বিয়ে শিগগির হবে ঠিক—বিয়ে তো প্রায় হয়ে এসেছে।

সোফিয়া সুনন্দার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু সে অনিমেষে সুনন্দার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চলুন, এবার ফেরা যাক' সুনন্দা গাড়ি ঘুরাইয়া দিল। বলিল, আপনাকে একেবারে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি, কি বলেন ?

না না, আবার কষ্ট ক'রে অতদূর যাবেন কেন ? রাস্তায় বেসা (Besa)-র* অভাব নেই, আমি অনায়াসে একলা যেতে পারব।

একলা আবাব কেন যাবেন ? চলুন, আমিই পৌঁছে দিয়ে যাই।

সোফিয়া আর আপত্তি করিল না। একটু পরে বলিল, এবাব ডান দিকের রাস্তাটা ধরুন, নইলে মিছেমিছি খানিক ঘুবতে হবে।

সুনন্দা বিস্মিত হইয়া কহিল, ডান দিকে যাব কেন ?

সোফিয়া একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, আপনি কি আমাকে সিকদারেব ওখানে নিয়ে যেতে চান ? কি মুশকিল !

* এক প্রকার সাইকেল-রিক্শার মত গাড়ি।

সুনন্দা গাড়ি থামাইল। বলিল, তবে কোথায় যাবেন ?

সোফিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, আপনারা সব যে কি ভেবেছেন, আমি বুঝি না। সিকদারের বাড়ি ছাড়া কি আমার যাওয়ার জায়গা নেই ? আমি গরিব হ'লেও আমার মা-বাবা বাড়ি-ঘর সবই আছে। ডান দিকে গাড়ি ফেরান তো।

সুনন্দা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, দাঁড়ান, কিন্তু আপনি মিস্টার সিকদারের ওখানে রাত্রেও থাকেন আমি শুনেছি। সেই জন্যে আমি—

আপনার দোষ নেই। আপনি ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু বর্তমানে আমি রাত্রে ওখানে থাকব না স্থির করেছি।

সিকদারের উপর রাগ করছেন বুঝি ? জব্দ করবার ভাল ফন্দি এঁটেছেন। একটু হাসিয়া সুনন্দা কহিল, কিন্তু লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিচ্ছেন বেচারীকে। না না, সে হয় না। সিকদারের ওখানেই আপনার যেতে হবে। চলুন, আমিই মধ্যস্থ হয়ে আপনাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে আসব। ছি ছি, এত কঠোর হওয়া উচিত নয়, প্রিয়জনকে কষ্ট দিতে নেই।

সুনন্দা মাতালের মত বলিয়া যাইতে লাগিল। কাহার সম্বন্ধে কি বলিতেছে, তাহা সে ভাবিতে পারিতেছিল না।

বেচারী সোফিয়া বুঝিল ন, যে মেয়েটি তাহাকে এত অমূল্য সদুপদেশ দিতেছে, সে কে এবং কি চায়! সোফিয়া বুঝিল না, বারীনের জন্য এত দরদ ইহার কোথা হইতে আসিতেছে, কেন আসিতেছে? সোফিয়া ইহাও বুঝিল না, বারীন যাহাকে সোফিয়ার মধ্যে খুঁজিতেছে এবং যাহার নাম ধরিয়া সোফিয়াকে জড়াইয়া ধরিতেছে, সে-ই স্বয়ং সোফিয়াকে লইয়া চলিয়াছে বারীনের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে।

সুনন্দা হয়তো অতি নিষ্ঠুর অথবা অতি দরদী। যে যাহাই বলুক, আসলে সুনন্দা শুধু এই চায় যে, বারীন যেন বিপথে না চলিয়া যায় এবং জীবনকে দুঃখময় না করিয়া তোলে। সোফিয়ার মত একটা স্বচ্ছ সরল প্রাণ ও কর্তব্য-পরায়ণ মেয়ে সর্বদা বারীনের সান্নিধ্যে থাকিলে বারীন হয়তো আছাড় খাইয়া পড়িবে না। সোফিয়াকে সে যতটুকু চিনিয়াছে, তাহার মনে হয়, বাটাভিয়ার অন্যান্য শিকারী মেয়েদের মত সোফিয়া তথাকথিত অভিসারিকা নয়—ও বারীনের একজন পরম হিতৈষী, সত্যকারের বান্ধব। এমনি একটি মেয়ের বারীনের আজ একান্ত প্রয়োজন।

সোফিয়া ছাড়া বারীনের সর্বপ্রকার অধগতির পথে আজ কে রুখিয়া দাঁড়াইতে পারে? ওই সব লরেটো-ডায়নার দলের হাত হইতে বারীনকে রক্ষা করিতে হইবে। যৌবনের রঙিন নেশায় বারীন আজ আর পাঁচ জন অত্যন্ত সাধারণ লোকের মত সৎ-অসৎ জ্ঞান এবং ভালমন্দ বিচারের বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে, যাহা একদা সুনন্দার কল্পনারও বাহিরে ছিল এবং যাহা এখনও সুনন্দা বিশ্বাস করিতে দ্বিধা করে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মানব-চরিত্রের গতি অতীব বিচিত্র এবং সে কখন যে কি করিয়া বসিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং সুনন্দা বারীনকে এখন আর একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক নয়।

বারীনের হিংস্র যৌবনের ক্ষুধাকে যাহারা জাগাইয়া দিয়াছে, তাহারা কি সহজে বারীনকে ছাড়িয়া যাইবে? বারীনের আজ এমন একটা অবলম্বন চাই, যাহার উপর বারীন শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে পারে, যাহার দরদ ও স্নেহ বারীনের শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া দিতে পারে, অন্তত আংশিকভাবে পূর্ণ করিয়া দিতে পারে। একটা খাঁটি জিনিস কাছে না-থাকিলে মানুষ মেকীর অসারতা বুঝিতে পারে না। ওই পাউডার-মাখা রূপসী ডাচ (Dutch)

মেয়েগুলি বারীনের কাছে কেন আসে? কেন তাহাদের কথায় এবং আচরণে এত মধুর ছড়াছড়ি? তাহা বারীনকে বক্তৃতা করিয়া বুঝানো যাইবে না, কারণ ন্যায় ও নীতির থিওরি বারীনের কাছেও গাদা গাদা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, বিচারবুদ্ধির দিক দিয়া বারীন কোথায় ভুল করিতেছে, তাহা অপরের চোখ দিয়া সে দেখিতে চাহিবে না। নিজের চোখে যখন দেখিবে, শয়তানের জালে পা দিয়াছে, তখন সে ফিরিবেই। কিন্তু এই দেখাটা এবং ফেরাটা খুব তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। তাই সোফিয়াকে বারীনের আস্তানায় পাঠাইতে চায় সুনন্দা।

সোফিয়া সুনন্দাকে নীরব দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল, ধমক দিয়া কহিল, আপনি অত ভাবছেন কি মিস মজুমদার? গাড়ি ডান দিকে ফেরান শীগগির, রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এটা আপনার অন্যায় হচ্ছে। বন্ধু হিসাবে আপনাকে এইটুকু বলবার অধিকার হয়তো আমার আছে।

বলার অধিকার নিশ্চয়ই আপনার আছে। কিন্তু ন্যায় ক'রে ক'রে তাঁর অনেক ক্ষতি করেছি এতদিন। বন্ধুদের কাছে তিনি ছোট হয়ে যাচ্ছেন। এ আমি সইতে

পারি না। সোফিয়ার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। বিস্মিত সুনন্দার মুখে সহসা কথা ফুটিল না।

সুনন্দা আস্তে আস্তে বলিল, আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না।

সোফিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি মিস্টার সিকদারের স্ত্রী নই। জানেন কি না বলুন ?

জানি।

তবে কেন আপনি আশা করেন, আমি তাঁর বাড়িতে থাকব ?

এতদিন কেন ছিলেন ?

ছিলাম—ভুল করেছিলাম। সোফিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, কিন্তু ভুল কি আজ সংশোধন করতে পারব না ? যাকে ভালবাসি, তার অপযশ সহিতে পারি না। শুধু আমার নিজের সম্মানের প্রশ্ন হ'লে আমি মোটেই পরোয়া করতুম না। কিন্তু এ হচ্ছে একটা মস্তবড় মানী লোকের সম্মানের প্রশ্ন। আমি দূরে থাকলে তার যতই কষ্ট হোক, তার ইজ্জৎটা তো বাঁচবে—বাস্, আমি তাতেই সুখী। সোফিয়া থামিল।

সুনন্দা একেবারে নীরব। সে সোফিয়ার কাছে এতটা প্রত্যাশা করে নাই।

সুনন্দা দ্বিরুক্তি না-করিয়া গাড়িতে স্টার্ট দিল। বলিল, চলুন, তবে বাড়িতেই চলুন।

সোফিয়ার নির্দেশমত নানা পথ ঘুরিয়া সুনন্দা অবশেষে একটা মাঝারি গোছের বাড়ির সামনে আসিয়া গাড়ি থামাইল। সোফিয়া হাসিয়া কহিল, এই আমাদের কটেজ (Cottage)।

সুনন্দা মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিল, বাংলো প্যাটানের বাড়ি, ছোট হইলেও বেশ সুদৃশ্য। সুনন্দা হাসিয়া কহিল, এ তো প্যালেস (Palace)।

গরিবেরা একেই প্যালেস মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সোফিয়া একটু খোঁচা দিয়া বলিল। কিন্তু একটু কষ্ট ক'রে নামতে হবে আপনাকে। চা না-খেয়ে—

আজ থাক্। রাত বেশি হয়েছে।

সুনন্দা চাহিয়া দেখিল, ঠিক সামনেই একখানি জীপ দাঁড়াইয়া। সোফিয়া নামিতে নামিতে বলিল, জীপে আবার কে এল আমাদের বাড়ি?

কে এসেছে, এগিয়ে দেখে যাও সোফিয়া।

কণ্ঠস্বর সুনন্দার চিরপরিচিত। এ যে স্বয়ং ক্যাপ্টেন সিকদার !

সোফিয়া অগ্রসর হইল।

সুনন্দা তাড়াতাড়ি গাড়িতে স্টার্ট দিল।

বারীনের কণ্ঠস্বর সুনন্দার কানে আসিতেছিল—আমাকে আর শাস্তি দিতে হবে না। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড় সোফিয়া। চল, আর দেরি ক'বো না।

সুনন্দা তীব্রবেগে গাড়ি ছুটাইয়া দিল।

আট

সোফিয়া কহিল, বা রে! মিস মজুমদার চ'লে গেল যে!

বারীন বলিল, মিস মজুমদার নাকি! তা আগে বল নি কেন? একটু থামিয়া কহিল, ও বোধ হয় দেখেছে আমাকে, তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

সোফিয়া বিস্মিত ভাবে বলিল, পালিয়ে যাবে কেন? তোমার ভয়ে?

ভয়ে নয়, ঘৃণায়। বারীন কহিল, আমি অসচ্চরিত্র, তাই সবাই আমাকে ঘৃণা করে।

করবেই তো। তুমি যে ভাল, তার প্রমাণ কি! সেই জন্যে আমি ঠিক করেছি, তোমার সঙ্গে আর মেলামেশা করব না। তুমি আবার বাড়ি পর্যন্ত ছুটে এসেছ আমাকে নিতে! ছি ছি, লোকে কি মনে করে বল তো? সোফিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল।

বারীন কহিল, লোকে যা-খুশি মনে করুক। আমি কিছুই পরোয়া করি না। তোমার সম্বন্ধে আমি আজ অনেক ভেবেছি। তোমার চিঠি প'ড়ে প্রথমটা আমার

ইচ্ছে হয়েছিল, তোমাকে আর টানাটানি করব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি স্থির করেছি, তোমাকে আমার চাই।

সোফিয়া হাসিল। বলিল, আমি তোমারই তো রইলুম। শুধু মেলামেশাটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি।

বারীন রাগিয়া কহিল, তবে মেলামেশা কার সঙ্গে করব? লরেটো, ডায়না, সিম্‌সন—এদের সঙ্গে?

সোফিয়া যুক্তকরে বলিল, দোহাই তোমার, ওই কাজটি ক'রো না। ওই ডাইনী ডাচ মেয়েগুলোকে যত দূরে দূরে রাখবে, ততই মঙ্গল। আমাব কেবলই ভয় হয়, ওদেব ফাঁদে প'ড়ে শেষটায় তোমার জীবনটাই মাটি না হয়।

জীবন যাতে মাটি না হয়, সেই চেষ্টাই তো করছি। সেই জন্যেই তোমাকে এত সমাদর ক'বে নিতে এসেছি। নইলে লরেটোর কাছে যেতাম। বারীন একটু থামিয়া কহিল, তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর, তবে হয়তো আমাকে লরেটোর কাছেই যেতে হবে। কারণ একলা আমি থাকতে পারি না। আমাব একটা সাথী চাই।

সাথী চাও! সোফিয়া বলিল, বেশ তো লরেটো সাথী হ'লে যদি তোমাব অসুবিধে না হয়, তবে তাকেই নিয়ে যাও। সেও তাতে বিশেষ সুখী হবে। আমাকে মাপ কর।

বেশ, মাপ তোমাকে করলুম। একটু থামিয়া বারীন কহিল, এক্ষুণি আমি লরেটোর কাছে যাব। কিন্তু তার বাড়ির রাস্তা ঠিক মনে নেই।

চল, রাস্তা আমি চিনিয়ে দিচ্ছি। সোফিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

কয়েক মিনিট চলিবার পর গাড়ি একটা চৌরাস্তার কাছে আসিল। বাম দিকের রাস্তা বারীনের বাংলোর দিকে, এবং ডান দিকের রাস্তা লরেটোর বাড়িব দিকে গিয়াছে।

বারীন ভ্রূক্ষেপ করিল না, বাম দিকের রাস্তা ধরিয়া গাড়ি ছুটাইয়া দিল।

এ কি! তুমি লরেটোর বাড়ি যাবে না?—সোফিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

না।

তবে আমাকে কেন নিয়ে এলে? ছি ছি, এ তোমার ভারি অন্যায়। আমাব ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছ। তোমার মাথা খারাপ হ'ল না কি?

মাথা সত্যিই খারাপ হয়েছে সোফিয়া। তুমি কাছে না থাকলে আরও বেশি খারাপ হবে। একটু থামিয়া

বারীন বলিল, তুমি এখনও আমার অবস্থা বুঝতে পারছ না।

গাড়ি থামাইয়া বারীন আগে নামিল। সোফিয়ার হাত ধরিয়া কহিল, এস। সোফিয়া নীরবে বারীনেব অনুসরণ করিল।

এই বারীনের বাসস্থান। চারিদিকে এত ফুলেব ছড়াছড়ি, বাড়িব সারা অঙ্গে এত রঙেব বাহার, এত কারুকার্য, এত শিল্প-নৈপুণ্য ; কিন্তু বারীনের কাছে সমস্তই প্রাণহীন, সমস্তই একঘেয়ে মনে হয়। বাবীন যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

সে চায় মানুষ—সুন্দর, সবল এবং স্বচ্ছ মানুষ। এই নির্জীব ফুলেব বাগান সজীব হইয়া উঠিত, যদি এখানে মানুষ থাকিত। মানুষ তাহার সোনাব কাঠির স্পর্শ দিয়া বাবীনের বিস্বাদ পারিপার্শ্বিকতাকে আজ সুস্বাদু কবিয়া তুলিতে পারিত। কিন্তু কোথায় সে মানুষ ? সেই মনেব মত মানুষ বারীন বুঝি এ জীবনে পাইবে না।

সোফিয়া বলিল, তোমার খাওয়া হয়েছে ?

না। খাওয়া তো তোমারও হয় নি। কিন্তু তুমি এখন রান্না করতে যেও না। রাত অনেক হয়েছে।

হোটেলে টেলিফোন ক'রে দিচ্ছি। দুজনের খাবার এক্ষুণি পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু হোটেলের খাবার যদি খাবে, তবে আমাকে টেনে নিয়ে এলে কেন?

তোমাকে এনেছি—। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। খাবার তৈরি করতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে পারবে না—সময় আজ খুব মূল্যবান।

হোটেল হইতে খাবার আসিল। আহারাদির পর সোফিয়া কহিল, কথাবার্তা শেষ হ'লে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস। যত রাত্রিই হোক, আমি আজ বাড়ি যাব। এখানে শুতে পারব না।

বারীন হাসিল, কহিল, আমি ঘুমলে তুমি যেতে পার, তার আগে নয়।

আচ্ছা বেশ, তাই হবে। সোফিয়া একটু ভাবিয়া কহিল, তবে তুমি এক্ষুণি শুয়ে পড়। কথা বলতে বলতে যখন ঘুমিয়ে পড়বে, আমি দিব্যি চ'লে যাব।

বারীন কাতর ভাবে কহিল, তুমি চ'লে যাবার জন্য এত পাগল হয়েছ! আমাকে একলা ফেলে যেতে তোমার কি কষ্ট হবে না?

কষ্ট হ'লেও সে কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। অনিয়ম করা চলবে না।

অনিয়ম যাতে না হয়, তাই করব। বারীন কহিল, তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই, তুমি রাজি ?

সোফিয়া জবাব দিল না।

বারীন বলিল, আমাদের সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, মৌনং সম্মতি লক্ষণং। তার মানে তোমাকে একদিন বলেছি। তুমি যখন জবাব দিচ্ছ না, তখন আমি ধ'রে নিলাম, তুমি রাজি। কেমন ?

না, মোটেই না। সোফিয়া ঘাড় নাড়িল। কহিল, তোমার কথার জবাব এখনই দিতে পারছি না। ভেবে দেখি।

ভেবে দেখতে চাও ? বেশ, ভেবেই দেখ। বারীন উঠিয়া আসিয়া সোফিয়ার হাত ধরিল।

ছাড় ছাড়। সোফিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বারীন হাসিয়া কহিল, ভয় নেই। তোমার আঙুলে আংটি পরিয়ে দিচ্ছি।

সোফিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিল, না না, আংটি কেন ! সে হবে না। জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল।

বারীন দুঃখিত হইয়া বলিল, এটা অন্য কিছু নয়,

তোমার জন্মদিনের উপহার। নিতে আপত্তি ক'রো না সোফিয়া।

সোফিয়া কহিল, জন্মদিনের উপহার মাথায় ক'রে নিচ্ছি। কিন্তু আমার আঙুলে তুমি আংটি পরিয়ে দিলে তার অন্য রকম মানে হয়। দাও, আমি নিজেই আঙুলে প'রে নিচ্ছি।

সোফিয়ার হাতে আংটি দিয়া রাবীন কহিল, বাপ রে তুমি এত চুলচেরা বিচার করতে জান, আমি আগে জানতুম না। মেয়েদের মন ভয়ানক কুটিল।

সোফিয়া হাসিয়া বলিল, মেয়েরা কুটিল ব'লেই পুরুষরা বেঁচে আছে। অথচ পুরুষগুলো এমন অকৃতজ্ঞ যে, তারা মেয়েদের দুঃখ মোটেই বোঝে না। তারা কেবল চায় নিজেদের সুখী করতে, মেয়েদের অন্তর কোথায় পুড়ছে, কেন পুড়ছে, এসব তলিয়ে দেখতে চায় না। অথচ মেয়েরা, যাদের তোমরা কুটিল বলছ, তারাই আবার পুরুষের দেওয়া সব লাঞ্ছনা, সব দুঃখ, সব অপমান মাথায় নিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অর্ঘ্য সাজাচ্ছে পুরুষের পায়ে নিবেদন করবার জন্যে।

রাবীন একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, এসব তুমি কি বলছ সোফিয়া ?

সোফিয়া রাগিয়া কহিল, ঠিকই বলছি। যাও, দেখে এস মিস মজুমদারের দশা। পুরুষ—এই তোমাদেরই জাত—তার জীবনটা মাটি ক'রে দিতে বসেছে।

এবার বারীন বুঝিল। সুনন্দার জীবন কি তবে মাটি হইতে বসিয়াছে? তাহার জন্য দায়ী কে? বারীন? না না, বারীন নিশ্চয়ই দায়ী নয়। সুনন্দা হয়তো কাহারও প্রেমে পড়িয়াছে, কিন্তু সেই প্রেমের ব্যাপারে কিছু গোলমাল ঘটিয়া থাকিবে। যাহা হউক, ব্যাপারটা বিশদ ভাবে শুনিবার জন্য বারীনের কৌতূহল জন্মিল। কহিল, মিস মজুমদারের দুঃখের কাহিনী শুনে আমারও দুঃখ হচ্ছে। জানি না, কোন্ হতভাগার প্রেমে বেচারী পড়েছিল এবং কেন তার জীবন মাটি হতে বসেছে। কিন্তু দোষ শুধু পুরুষের নয়; আমার মনে হয়, এই প্রেমে পড়ার ব্যাপারটাই দোষের। ওর থেকেই যত দুঃখ সৃষ্টি হয়।

সোফিয়া হাসিয়া বলিল, যেমন তোমার দুঃখ সৃষ্টি হয়েছে সুনন্দার প্রেমে প'ড়ে, কেমন?

বারীন এক মুহূর্ত ভাবিয়া বলিল, সুনন্দার প্রেমে আমি কোনদিন পড়ি নি। তবে আমার এক সময় দূর থেকে দেখেই তাকে ভাল লেগেছিল। তার সঙ্গে আমার

বিযেব কথাবার্তাও হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই পিছিয়ে যাই কোন কাবণে।

দাঁড়াও।—সোফিযা বাধা দিযা কহিল, পিছিয়ে যাওযাব কাবণটা কি জানতে পাবি?

বাবীন জোবে একটা নিশ্বাস ছাড়িল, বলিল, কাবণ খুব গুরুতব নয—অতি সামান্য। কোন একটা ঘটনায আমি বুঝতে পাবলুম, সুনন্দাব রুচি আর আমাব রুচি এক বকম নয।

কি আশ্চয! দুটো মানুষেব রুচি এক বকম কি হতে পাবে? এই ধব, তুমি আজ আমাকে বিয়ে কবতে চাচ্ছ, তোমাব সঙ্গে আমাব রুচিব তফাত, মতেব তফাত কি নেই?

বাবীন বলিল, আছে। কিন্তু তুমি তোমাব ভালবাসা, সেবা ও দবদ দিযে আমাব হৃদযকে এমন ভাবে প্লাবিত কবে দিযেছ যে, তোমাব ও আমাব মধ্যে যত-কিছু ব্যবধান, তা যেন আজ কোথায তলিযে গেছে। আমি ভাবতেও পাবি না, সোফিযা, তুমি ছাড়া আমাব একদিনও চলতে পাবে। এটা অবশ্য আমাদেব এতদিন মেলামেশাব ফলেই হযেছে, নইলে হ'ত না।

সোফিযা কহিল, তা যদি বুঝে থাক, তবে এটাও হযতো

এখন বুঝতে পেরেছ যে, সুনন্দার সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করার পর তুমি দেখতে, মতের অমিল তার সঙ্গে তোমার কিছুই নেই। সুনন্দাকে বিয়ে না করা তোমার ভুল হয়েছে।

সেই ভুলের শাস্তি এই কয় বছর ধ'রে ভোগ করলুম অবিবাহিত থেকে। আর আমি একা থাকতে পারি না সোফিয়া, আমার সঙ্গী চাই।

অর্থাৎ সুনন্দার শূন্য স্থান পূর্ণ কববাব জন্য অন্য একটা মেয়ে চাও, কেমন ?

বারীন রাগিয়া কহিল, সুনন্দার শূন্য স্থান নয়, আমাব সঙ্গী তার নিজের স্থানই দখল কববে।

সোফিয়া হাসিয়া বলিল, সুনন্দা—যাকে তুমি জীবনে সর্বপ্রথম ভালবেসেছিল, এ কথা অস্বীকাব কবতে পাব না। —সেই সুনন্দার শূন্য স্থানই তো তোমার হৃদয়ের আসল স্থান। বাকি যত স্থান, সমস্তই বাজে। সেই সব বাজে স্থানের 'পরে আমার কোন লোভ নেই কিন্তু।

সোফিয়া বারীনকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। কি জবাব দিবে, বারীন ভাবিয়া পায় না। সে মরিয়া হইয়া বলিল, আমার প্রস্তাব সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান কবতে পাবতে

সোফিয়া। এই সব টেক্‌নিক্যাল (Technical) অজুহাত কেন তুলছ ?

সোফিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, অধীর হ'য়ো না। আমার কথার দ্বারা বুঝে নিও না, আমি তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি। কিন্তু টেক্‌নিক্যাল অজুহাত যাকে তুমি বলছ, তার গুরুত্ব তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

বারীন বাধা দিয়া বলিল, যাক, বুঝতে আর বাকি নেই—সবই বুঝেছি। তা ছাড়া এও বুঝেছি, সুনন্দাকে একদা আমি ভালবাসতাম এই চিন্তাই ভূতের মত তোমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। এই ভূত যতক্ষণ না ছেড়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ তুমি আমাকে আপনার ক'রে নিতে পারছ না।

এই নাকি তোমার মনের কথা ?—সোফিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি তোমাকে আপনার ক'রে নিতে পারছি না ? সত্যি নাকি ?

বারীন চেচাইয়া বলিল, না না না। তুমি আমার জন্যে অনেক কিছু করছ বটে, কিন্তু নিজেকে তফাতে রাখছ সর্বদাই ; কারণ তোমার ধারণা, তোমাকে আমি ভালবাসি না, ভালবাসি সুনন্দাকে। আমি আজ কেমন ক'রে

তোমার ভুল ভাঙব, কেমন ক'রে তোমাকে বুঝাব—আমি সুনন্দার চেয়ে তোমাকে অনেক বেশি ভালবাসি ?

সোফিয়া কঠোর স্বরে কহিল, তা যদি বুঝাতে চেষ্টা কর, তবে সেটা তোমার পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা করা হবে। সুনন্দাকে দূর থেকে দেখেই ভালবেসেছিলে, তার সেবা, যত্ন বা প্রেম-নিবেদনে তুমি আকৃষ্ট হও নি। সেই ভালবাসার পেছনে তোমার কোন মায়া বা কোন মোহ ছিল না, সে হচ্ছে তোমাদের গঙ্গাজলে-ধোয়া নিছক পবিত্র ভালবাসা। তার মধ্যে কোন স্বার্থ বা কোন লাভ-লোকসানের প্রশ্ন আসতে পারে নি। আর আমাকে তুমি ভালবেসেছ, সে বাহাদুরী আমার, কারণ আমি দীর্ঘকাল যাবৎ অক্লান্ত সাধনা ক'রে তোমার ভালবাসা আদায় করেছি। এর সঙ্গে লেনদেনের সম্বন্ধ রয়েছে, স্বার্থের সম্বন্ধ রয়েছে এবং আরও অনেক কিছু গলদ রয়েছে। একে ভালবাসা বলতে চাও, বল। কিন্তু সুনন্দা যে বস্তু পেয়েছে এ তা নয়, এবং তার সঙ্গে এর তুলনাও করা চলে না।

শাহান নিরুত্তর। সে একাগ্র মনে সোফিয়ার কথা শুনিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, ভুল সোফিয়ার, না, তাহার !

ঘর নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে কথা নাই। দেওয়ালের ঘড়িতে শব্দ হইতেছিল—টক্ টক্ টক্।

বারীন স্বপ্নোত্থিতের মত গা-ঝাড়া দিয়া বসিল। আস্তে আস্তে কহিল, শরীর ভারি ক্লান্ত। আর বসতে পারছি না।

সোফিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, তুমি শুতে চল এক্ষুণি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ, রাত বারোটা।

বারীন নীরবে শয়ন-ঘরের দিকে চলিল মাতালের মত টলিতে টলিতে। শয্যায় গা এলাইয়া দিয়া কহিল, সোফিয়া, একটু ব্র্যাণ্ডি দিতে পার?

সোফিয়া বলিল, মদ না খেয়ে এতদিন যখন পেরেছ, তখন আজও পারবে। তুমি চুপচাপ শুয়ে থাক, আমি তোমার পাশেই রয়েছি।

বারীন কহিল, না না, তুমি বাড়ি চ'লে যাও সোফিয়া। আমি একলাই থাকতে পারব। ড্রাইভারকে বল, তোমাকে এক্ষুণি পৌছে দিয়ে আসবে।

আচ্ছা, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও দেখি।—সোফিয়া জবাব দিল।

সুনন্দা ও সোফিয়ার মধ্যে তুলনা করিতে করিতে বারীন কখন ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে নিজেই টের পাইল না।

বারীন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

মহাসমারোহে সোফিয়ার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে। ছাঁদনা-তলায় নব-বধূর বেশে সজ্জিত সোফিয়া তাহার বাম দিকে। অদূরে নামাবলী গায়ে পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতেছে।

আড়চোখে সোফিয়ার দিকে চাহিয়া বারীন চমকিয়া উঠিল। এ কি! সোফিয়া কাঁদে কেন?

বারীন ক্ষুণ্ণ-মনে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ সমাগত জনতার ভীড় ঠেলিয়া বারীনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল সুনন্দা ও সুশোভন। বারীন বজ্রাহতের ন্যায় তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, মুখে কথা ফুটিল না।

সুশোভন কহিল, তোমাদেব আশীর্বাদ করতে এলাম বারীন—কারণ বয়সে আমি তোমার চেয়ে কিছু বড়। ভগবানেব কাছে প্রার্থনা কবি, তুমি যেন এই বিয়েতে সুখী হও।

সুনন্দা বলিল, আপনাদেব এই আন্তর্জাতিক বিয়েতে যদিও আমার বুকভরা ভালবাসা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে গেল, তথাপি আজ আমার আনন্দের দিন। কেন না, ইন্দোনেশিয়াব সঙ্গে ভারতের আজ একটা সত্যিকারের

সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে যাচ্ছে। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি ক্যাপ্টেন সিকদার। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!

সোফিয়া অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এরা কারা?

বারীন মৃদুকণ্ঠে কহিল, সুশোভন আর তার বোন সুনন্দা।

সোফিয়া গলার মালা, মাথার টোপর সমস্ত কিছু ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দা এসেছে! সোফিয়া ছুটিয়া গেল, সুনন্দা, যেও না সুনন্দা।

ঠিক এই সময় বারীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে যেন তাহাকে জাগাইবার জন্য ঠেলিতেছিল।

বারীন চাহিয়া দেখিল, সোফিয়া তাহার পাশে বসিয়া।

সোফিয়া কহিল, বেলা আটটা বাজে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নাও। ওঠ।

বারীন বলিল, তুমি কাল রাত্রে বাড়ি যাও নি?

সোফিয়া কহিল, না, বাড়ি আর যাব না।

নয়

বারীনের সম্বন্ধে সুনন্দা নিশ্চিন্ত হইল। সোফিয়ার হাতে হাত মিলাইয়া বারীন এবাব নূতন জীবনে প্রবেশ করিবে। বারীন যাহা খুঁজিতেছিল এতদিন তাহার সন্ধান পাইয়াছে ; বারীনের সমস্ত কামনা এতদিনে সফল হইতে চলিয়াছে ; নির্ম্মম নিয়তি এতদিনে বারীনের প্রতি সদয় হইয়া বর দান কবিয়াছেন। বারীনকে সুখী এবং সুস্থির হইতে দেখিলেই সুনন্দা বাঁচিয়ে যায়। সে আর কিছু চায় না।

বারীন সোফিয়াকে ভালবাসে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মুশকিল হইয়াছে, সুনন্দাকেও ভুলিতে পাবে নাই। কেন যে এমন হইতেছে, সুনন্দা বুঝিতে পাবে না।

সোফিয়া বলে কি না বাবীন সুনন্দাব প্রেমে পড়িয়াছিল। সত্যই বটে ; সে তাহার সহিত ভয়ে মিশিতে চাই নাই কোনও দিন, অবজ্ঞায় কথা বলে নাই কোনও দিন, সে তাহার প্রেমে পড়িয়াছিল বটে। আর প্রেমে পড়িয়াছিল বলিয়াই সুনন্দার সামান্য একটা ত্রুটি সহিতে পারিল না—সুনন্দাকে পাছে বিয়ে করিতে হয় সেই ভয়ে একেবারে দেশান্তরী হইল। সুনন্দাকে সংশোধন হইবাব

সুযোগ দিল না, সুনন্দার কৈফিয়ৎ শুনিতে চাহিল না, সুনন্দাকে চির-জীবনের মত ত্যাগ করিল।

অথচ আজও সুনন্দা বারীনকে ছাড়া আর কাহাকেও জীবনের সাথী করিবার কল্পনা করে নাই। উচ্ছৃঙ্খল বারীন যখন দিশাহারা হইয়া দেশে দেশে নারীর মন ভুলাইয়া বেড়াইতেছে, সুনন্দা তখন বারীনের কথা ভাবিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিয়াছে।

কিন্তু সুনন্দা আর অশ্রুপাত করিবে না। অশ্রুপাত সস্তা নয়। বারীন যখন সুখেই আছে এবং তাহার অস্থির প্রকৃতিকে শান্ত ও সংযত করিয়া একাগ্রচিত্তে সংসারী হইতে চলিয়াছে, তখন সুনন্দার নিরানন্দের কি কারণ থাকিতে পারে? সুনন্দা তো কায়মনোবাক্যে ইহাই চাহিতেছিল।

সুনন্দা খুব বেশি বিচলিত হইয়াছিল প্রথম দিন বারীনের অবস্থা দেখিয়া এবং অন্যের মুখে শুনিয়া। এখন সোফিয়ার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সুনন্দা বুঝিয়াছে, বারীনের সহচরী যতই থাকুক, সোফিয়ার দিকেই ক্রমাগত বারীন ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, এবং ভাল যদি বারীন বাটাভিয়ার কোনও নারীকে বাসিয়া থাকে, তবে একমাত্র সোফিয়াকে বাসিয়াছে। লরেটো-ডায়েনার দল বারীনের

সাময়িক আনন্দের উপাদান মাত্র। বারীনের মনের গভীর তলদেশে উহারা কোনও দাগ কাটিতে পারে নাই—যেমন পারিয়াছে সোফিয়া। সোফিয়া গুণবতী এবং ভাগ্যবতী। তাহাকে সুনন্দারও ভাল লাগিয়াছে। সোফিয়াকে বিবাহ করিয়া বারীনের দাম্পত্য জীবন সার্থক হইবে, তাহার অতৃপ্তির কোনও কারণ থাকিবে না।

অতীত জীবনের পাগলামির কথা মনে করিলে সুনন্দার আজ হাসি পায়। বারীনের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে, এই ধারণা সে সর্বদা মনে মনে পোষণ করিত। কেন পোষণ করিত, তাহা সে জানে না। নিজের কাছে সে নিজে বহু বার প্রশ্ন করিয়াছে, কিন্তু কোনও যুক্তিসঙ্গত জবাব পায় নাই। এ তাহার অন্ধ-বিশ্বাস, এ তাহার কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের কল্পনা। কে যেন অন্তরীক্ষ্য হইতে ডাকিয়া বলিত, তোর স্বপ্ন, তোর কল্পনা ব্যর্থ হবে না সুনন্দা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ হইয়াছে।

এক বছর আগের একটা ঘটনা সুনন্দার আজ মনে পড়ে।

সুনন্দার এক সমবয়সী বন্ধু ছুটি হইতে ফিরিয়া আসিয়া একদিন সুনন্দার কানে কানে কহিল, এবার বিয়ে ক'রে এলাম সুনন্দা।

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, তবে তো বড় কাজ ক'রে ফেলেছিস। আমাদের ভাগ্যে ওসব আর হ'ল না।

হবে গো হবে, একটু সবুর কর্। তোবা প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করবি, তোদের তো একটু দেরি হবেই।

প্রেমে পড়ব কি রে, প্রেমে পড়েই তো ব'সে আছি এক যুগ ধ'রে! কিন্তু প্রেমে যার পড়লুম, তার আজও আমার দিকে ফিরে তাকানোর ফুরসুৎ হ'ল না—এমনই দুর্ভাগ্য আমার। বলিতে বলিতে সুনন্দার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সুনন্দার বন্ধু সান্ত্বনা দিয়া কহিল, ছি, দুঃখ করিস নে বোন। অধীর হচ্ছিস কেন; কোন বড় জিনিস পেতে হ'লে, কোন মহান জিনিস পেতে হ'লে তার জন্যে সাধনা করতে হয়। তোরা সেই সাধনা করছিস? সত্যিকারের সাধনা কখনও ব্যর্থ হ'তে পারে নাকি? দুঃখের জন্যে প্রস্তুত থাকবি। তুই যা চেয়েছিস, তা হয়তো চোখের জল না ফেলে পাওয়া যায় না। অনায়াসলভ্য জিনিসের দাম কতটুকু?

সুনন্দা কয়েক মিনিট স্তব্ধ হইয়া রহিল। হৃদয়ের আকাশে যে মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আস্তে আস্তে সরিয়া গেলে হাসিয়া বলিল, তোর বরের ফোটো কই?

মেয়েটি তাহার ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর হইতে ফোটো বাহির করিয়া সুনন্দার হাতে দিল। ফোটো দেখিয়া সুনন্দা কহিল, সুন্দর বর তোর। আমার কিন্তু লোভ হচ্ছে। সুনন্দা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মেয়েটি সহাস্যে বলিল, লোভ যদি হয়ে থাকে, আসছে মাসে আমি যখন বাড়ি যাব আমার সঙ্গে যাস। আমার দিক থেকে কোন আপত্তি উঠবে না। একটু থামিয়া কহিল, দেখি তোর হবু বরের ফোটোখানা।

ফোটো নেই।

মেয়েটি বিস্মিত হইয়া বলিল, ফোটো নেই! বলিস কি, যার প্রেমে প'ড়ে এতদিন ধ'রে হাবুডুবু খাচ্ছিস, তার একটা ফোটো তোর সঙ্গে নেই?

সুনন্দা এক মুহূর্ত দেরি না করিয়া নির্লজ্জের মত বলিয়াছিল, যার ফোটো মনে আঁকা রয়েছে, তার ফোটো আবার কাগজে এঁকে রাখতে যাব কেন? শয়নে স্বপনে যার ধ্যান করছি, তাকে কি কখনও ভুলতে পারি যে, কাগজে তার ছবি এঁকে রাখব? তোমার ওই ফোটো হারিয়ে গেলে তুমি তোমার স্বামীর চেহারাটা ভুলে যাবে না কি?

মেয়েটি স্তব্ধ হইয়া সুনন্দার মুখের দিকে চাহিয়াছিল

কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে কহিল, ঠিক বলেছিস তুই। প্রেম যেখানে বড়, প্রেম যেখানে সত্য, সেখানে ফোটোর প্রশ্ন ওঠে না। ধন্য তোর ভালবাসা।

কিন্তু সুনন্দার ভালবাসা ধন্য হইয়াছে কোন্ হিসাবে—সেই মেয়েটিকে পাইলে সুনন্দা আজ জিজ্ঞাসা করিত।

বিকেলে হাসপাতাল হইতে আসিয়া সুনন্দা ব্যস্তভাবে একখানি দরকারী চিঠি লিখিতেছিল। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে রিহার্সালে যাওয়ার জন্য। ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের গাড়ি না জানি কখন আসিয়া হাজির হয়!

আরদালী আসিয়া বলিল, মেম-সাহেব, টেলিফোন—

সুনন্দা বিরক্ত হইয়া কহিল, কাঁহাসে বোল্ রহা?

আরদালী বলিল, মালুম নেহি। এক ঔরৎ বোল রহা। উন্‌কা নাম বাতায়া—সোফিয়া।

সোফিয়া ডাকছে!—সুনন্দা তাড়াতাড়ি আসিয়া রিসিভার ধরিল, হ্যালো, আমি মিস মজুমদার। কি খবর?

সোফিয়া জবাব দিল, খবর ভাল নয়। আপনি কাল অমন তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলেন কেন?

আমার সামনে আপনারা মন খুলে কথাবার্তা বলতে

পারতেন না। তাই চুপি চুপি চ'লে এলাম। তারপব মিস্টার সিকদারকে কাল নিবাশ ক'বে ফিরিযে দেন নি তো ?

ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর অবস্থা দেখে আমি ওকে ত্যাগ করতে সাহস করলুম না। আমি না থাকলে সিকদাব কাল মদও খেত বোধ হয়, যা কোন-দিন খায় নি।

মদ !—সুনন্দা শিহবিয়া উঠিল। বলিল, আর কোনও নূতন খবর আছে ?

সোফিয়া বলিল, সিকদাব আমাকে বিয়ে করতে চায়। কাল বাত্রে প্রস্তাব কবেছে।

সুনন্দা কহিল, কাল আমি বলেছিলাম, আপনাব শিগগিব বিয়ে হবে—এই দেখুন আমাব কথাই খাটলো। তাবপর, বিয়েব দিনটা কিন্তু বেশি পিছিয়ে দেবেন না। আমি সপ্তাহ দুই পবেই বদলি হয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। আপনাদের বিয়েটা যেন দেখে যেতে পারি।

সোফিয়া বলিল, আপনি যে বিয়ে দেখার জন্যে পাগল হয়ে উঠলেন ! এদিকে সিকদাবেব প্রস্তাবে আমি এখনও বাজি হই নি। ভাবছি, কি করা উচিত। যাক, কাল দুপুবে আপনার ওখানে আমি যাচ্ছি, তখন সব বলব।

আচ্ছা—আসবেন কিন্তু—ধন্যবাদ। সুনন্দা রিসিভার রাখিয়া দিল।

* * *

বিকাল পাঁচটায় একখানি জীপ সুনন্দার বাংলোর মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের গাড়ি আসিয়াছে মনে করিয়া সুনন্দা বাহিরে আসিল। কিন্তু আগন্তুককে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। এমন হঠাৎ বারীন তাহার কাছে আসিবে, সুনন্দা কখনও কল্পনা করে নাই।

বারীন মৃদু হাসিয়া বলিল, রিহার্সালে যেতে হবে আপনার, ভুলে যান নি তো? এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম—ভাবলুম, আপনার এখানে একবার ঢুঁ মেরে যাই।

সুনন্দা সহজভাবে কহিল, রিহার্সালে যাবার জন্যে তো তৈরি হয়েই আছি। আপনার গাড়ির শব্দ শুনে ভাবলুম, শিল্পী-সঙ্ঘের দূত এল বুঝি আমাকে নিতে।

উভয়ে ভিতরের ঘরে গিয়া প্রায় সামনাসামনি দুইখানি সোফায় বসিল।

বারীন ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইল। বলিল, আপনি ঘরগুলি ভারি চমৎকার সাজিয়েছেন! আপনার রুচির প্রশংসা না ক'রে পারছি না।

আত্মপ্রশংসা শুনিয়া সুনন্দা লজ্জা বোধ করিল। কিছু বলিল না।

বারীন কহিল, আপনাদের মত দামী মেয়ের মিলিটারীতে আসা অন্যায় হয়েছে। সমাজ আপনাদের হারিয়ে যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা পূরণ হবে না শিগ্‌গির।

সুনন্দার মুখে এবার কথা ফুটিল। সে কহিল, সমাজ আপনাদের হারিয়েও কি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি? আপনার মত দামী ছেলেরও কি মিলিটারীতে আসা উচিত হয়েছে?

বারীন হাসিয়া কহিল, আপনি ন্যায্য কথাই বলেছেন, কিন্তু আমার মিলিটারীতে ঢোকার পেছনে আছে একটা ইতিহাস। আমি কতকটা বাধ্য হয়েই এই পথে পা দিয়েছিলাম।

সুনন্দা ধীরকণ্ঠে বলিল, আমিও সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে এই পথে পা দিয়েছিলাম। আমারও মিলিটারী চাকরি নিয়ে দেশছাড়া হওয়ার পেছনে একটা মস্ত বড় ইতিহাস রয়েছে।

বারীন হাসিল। বলিল, তবে দেখছি আমরা দুজনেই এ বিষয়ে এক মত যে, মিলিটারীতে ঢোকা অন্যায় হয়েছে এবং দুজনেই প্রায় একই রকম অবস্থায় প'ড়ে এই কাটখোট্টা লাইনে এসে পড়েছি। কি বলেন?

সুনন্দা কহিল, তাই বটে। কিন্তু আপনার হয়তো মনে আছে, সেদিন আমাকে কথা দিয়েছিলেন মিলিটারীতে কেন ঢুকেছেন, তা বলবেন। আমার মনে হয়, আপনার সেই প্রতিশ্রুতিটা আজই রক্ষা করতে পারেন। বিহার্সালের তো এখনও অনেক দেরি। মাত্র পাঁচটা বাজে।

বারীন একটু ভাবিয়া বলিল, আপনার যদি শুনতে আগ্রহ হয়ে থাকে, তবে শোনাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাব মধ্যে একটু প্রেমঘটিত ব্যাপার রয়েছে। আপনার মত একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে সেই আলোচনা চলতে পারে কি না ভাবছি। শেষটায় খেলো হয়ে না-যাই আপনার কাছে। বারীন হাসিল।

ভয় নেই, খেলো হবেন না। সুনন্দা কহিল, দাঁড়ান, চা দিতে ব'লে আসি।

সুনন্দা উঠিয়া গেল এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিল।

বারীন বলিল, মিলিটারীতে ঢুকেছিলাম কেন জানেন? জীবনে মস্ত বড় একটা পাপ করেছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

সুনন্দা একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি পাপ?

একটা মেয়েকে ভাল বেসেছিলাম, সেই পাপ।

বাবীন একটু থামিয়া কহিল, কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নি। শিগ্‌গিরই হবে, যদি বিয়েটা করতে পারি।

সুনন্দা কহিল, যদি কিছু মনে না কবেন, দুই-একটা কথা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বাবীন বলিল, জিজ্ঞাসা স্বচ্ছন্দে করতে পারেন।

সুনন্দা কহিল, আমাব তিনটি প্রশ্ন। প্রথমত, একটা মেয়েকে ভাল বেসেছিলেন, তার প্রমাণ কি? দ্বিতীয়ত, ভালবাসাটাকে পাপ বলছেন কেন? তৃতীয়ত, যাকে ভাল বেসেছিলেন তাকেই বিয়ে করছেন কি না?

বাবীন একটু হাসিল। কহিল, ভাল বেসেছিলাম তাব প্রমাণ নেই। প্রমাণ যাতে না থাকে, সেই চেষ্টাই গত চার বছব ধ'রে কবেছি। নির্বিচারে মেয়েদেব সঙ্গেও মিশেছি। কিন্তু যদিও বাইরে এমন কোন লক্ষণ নেই যে, আমি কোনদিন কাবও প্রেমে পড়েছিলাম, তবু যেন মনেব দাগ গেল না। মন সুযোগ পেলেই প্রমাণ ক'রে দেয় যে, আমি তাকে ভুলতে পারি নি।

সুনন্দা কহিল, তাকে ভোলবার জন্যে এত চেষ্টা ক'বেও ভুলতে পারছেন না—এটা অবিশ্যি দুঃখের বিষয়। কিন্তু ভালবেসে পাপ করেছেন, কেন বললেন?

পাপ করেছিলাম, কেন না আমার ভালবাসার সঙ্গে কামনা এসে মিশেছিল। তাই, তাকে আমি বিয়ে করতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ে আর হ'ল না। রাবীন থামিল।

কিন্তু বিয়ে তো আপনি শিগ্‌গিরই করছেন বললেন ?

প্রস্তাব করেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে, সোফিয়া রাজি হবে না। রাবীন একটু ভাবিয়া বলিল, তার জন্যে ভাবি না। লরেটো রয়েছে, ডায়না রয়েছে—এই অভাগাকে তারা হয়তো উপেক্ষা না করতে পারে। বিয়ের পর নূতন জীবনে নূতন ক'রে সংসার পাতব ; কিন্তু যা চেয়েছিলাম, তার কিছুই পাব না। সেই হবে আমার চরম প্রায়শ্চিত্ত। আমি তাই চাই।

রাবীনের নির্ভীক ও অসঙ্কোচ উক্তির মধ্যে কপটতার লেশ নাই। নিজের মনের একটা মোটামুটি ছবি সে সুনন্দার সামনে ধরিয়াছে, এবং যতদূর সম্ভব উচ্ছ্বাস ও ভণিতা বাদ দিয়া সুনন্দার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বলিয়াছে। নিরালায় রাবীনের সঙ্গে সুনন্দার আজই প্রথম আলাপ। রাবীন মহৎ, সুনন্দা জানিত ; কিন্তু এত মহৎ, তাহা জানিত না। রাবীন শিশুর মত সরল এবং বৃদ্ধের মত সংযত। সুনন্দা মুগ্ধ হইয়া গেল।

বারীনের শেষ কথা কয়টি সুনন্দার কানে বড় করুণ হইয়া বাজিতে লাগিল—যা চেয়েছিলাম, তার কিছুই পাব না। সেই হবে আমার চরম প্রায়শ্চিত্ত। আমি তাই চাই।

সুনন্দার ইচ্ছা হইল বলে, ওগো প্রিয়, তুমি যা চেয়েছিলে, তা যদি পেয়েও ভুল বুঝে উপেক্ষা কর, তার জন্যে দায়ী তুমি নিজে। কিন্তু তোমার নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তুমি একাই করছ না, যাকে ভালেবেসে ত্যাগ করেছিলে সেও করছে এবং করবে।

বারীন আজ লরেটো, ডায়নার মত মেয়েকেও বিবাহ করিতে প্রস্তুত। বারীন কি তবে আত্মহত্যা কবিতে চায়? কিন্তু তাহার এই আত্মহত্যায় আধমরা সুনন্দা একেবারে হত হইবে, তাহা কি বারীন বুঝিতেছে না? যদি বুঝিত, তবে সুনন্দাকে এই তুঃসংবাদগুলি বোধ হয় সে শুনাইতে পারিত না এত নির্বিকারভাবে।

আরদালী আসিয়া চায়ের ট্রে রাখিয়া গেল। সুনন্দা বারীনের পেয়ালায় চা ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল, না না, সে হ'তে পারে না। লরেটো, ডায়নার সঙ্গে আপনার কেন, কোন ভদ্রলোকেরই বিয়ে হতে পারে না। সোফিয়ার কাছে আমি সব শুনেছি।

চায়েব পেয়ালায় এক চুমুক দিয়া বাবীন হাসিয়া বলিল, সোফিয়ার কাছে আরো কত কি শুনেছেন, কে জানে ?

একটু থামিয়া কহিল, যাক। কিন্তু সোফিয়ার মাপকাঠি দিয়ে আমি কাউকে বিচার করি না। অবশ্য নৈতিক চরিত্র তাদের ভাল না, তা আমি জানি। কিন্তু চবিত্র আমাবই বা নির্মল কিসে ?

বাবীনেব স্পষ্টবাদিতা সুনন্দার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে কহিল, আপনাব চরিত্র নির্মল কি না তা আমি শুনতে চাই না। আমি শুধু চাই এবং বোধ হয় আপনার অন্যান্য ভাবতীয় বন্ধুবাও চান, আপনি জেনে-শুনে একটা অসচ্চরিত্র মেয়েকে যেন বিয়ে না করেন। আমাদের ভারতের সনাতন আদর্শটা আপনি দয়া ক'রে ত্যাগ করবেন না।

বারীন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, আপনি কি যে বলেন। যাক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিস মজুমদার, ভারতের সনাতন আদর্শই আমার আদর্শ। কিন্তু আসল ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না। সচ্চবিত্র মেয়ে আমি পাচ্ছি কোথায় ? খুব সম্ভব ভারতীয় মেয়েবা বেশির ভাগ সচ্চবিত্র। কিন্তু আমি জানি,

এখানকার ভারতীয় মেয়েরা কেউ আমার মত লম্পটকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। এই ধরুন আপনি—আপনি আমার স্ত্রী হবার কল্পনাও করতে পারেন? পারেন না।

বারীনের কথা শুনিয়া সুনন্দার অতি দুঃখে হাসি পাইল। বারীন আজও জানে না, সুনন্দা বারীনের স্ত্রী হইবার কল্পনাই আজীবন করিয়াছে, কিন্তু সেই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয় নাই।

নিজের মনের অবস্থা চাপিয়া সুনন্দা কহিল, তা বটে, যাক, বিয়ে যাকেই করুন, শিগগিরই যা হয় ক'রে ফেলুন। শুভকাজে দেরি করা ঠিক নয়।

বারীন একটু ভাবিয়া কহিল, দেরি করতে সত্যিই পারছি না। আজ কদিন আমার যেন কি হয়েছে।

শিল্পী-সঙ্ঘের গাড়ি এসেছে। চলুন, আমি আসছি। সুনন্দা ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

যে কান্নার গতিরোধ করিয়াছিল এতক্ষণ, আর সে বাধা মানিল না। কিন্তু কাঁদিবার সময় নাই—এদিকে বারীন বসিয়া আছে, ওদিকে শিল্পী-সঙ্ঘের হর্ন বাজিতেছে। সুনন্দা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া অগ্রসর হইল।

গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে দুইখানি—একখানি শিল্পী-সঙ্ঘের, একখানি বারীনের।

বারীন সুনন্দাকে কহিল, আপনি শিল্পী-সঙ্ঘের গাড়িতেই উঠুন। আমিও রিহার্সালে যাচ্ছি, কিন্তু বাসা হয়ে যাব।

সুনন্দা বলিল, শিল্পী-সঙ্ঘের গাড়ি তো আমাকে নিয়ে সারা শহর ঘুরে আর্টিস্ট কুড়িয়ে বেড়াবে। না না, সে ভারি বিশ্রী! চলুন, আপনার গাড়িতেই আমি যাই।

বেশ তো, আপনার যদি অসুবিধে না হয়, আসুন। সুনন্দা ও বারীন গাড়িতে উঠিয়া পাশাপাশি বসিল। শিল্পী-সঙ্ঘের গাড়ি চলিয়া গেল।

গাড়ি হইতে নামিয়া সুনন্দা দেখিল, অদূরে সোফিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। মনে হইল, গাড়ি হইতে নামিবার আগেই সুনন্দাকে সে লক্ষ্য করিয়াছে।

সোফিয়া সুনন্দাকে বিপুল অভ্যর্থনা করিল। সে কহিল, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আপনার পদধূলি আজ এখানে পড়ল। মিস্টার সিকদার, এই রত্নটিকে এমন অসময়ে তুমি কোথায় পেলে?

বারীন হাসিয়া বলিল, ডুবে মহা-সমুদ্রের তলায়

গিয়ে পেয়েছি। সোফিয়া, বাড়ির গিন্নী তো তুমি, দেখ, মাননীয় অথিতির যেন অযত্ন না হয়।

সোফিয়া একটু গম্ভীর ভাবে কহিল, মাননীয় অতিথির অযত্ন নিশ্চয়ই হবে না এখানে। কিন্তু বাড়ির গিন্নী আমি —এই মিথ্যে কথাটা বলা উচিত হয় নি।

তুমি স্বীকার কর বা না কর, তোমাকেই আমি মনে মনে বাড়ির গিন্নী বানিয়ে রেখেছি সোফিয়া। আমার বাড়ির গিন্নী হবার যোগ্যতা আর কারও নেই।—বলিয়া বারীন হাসিল। একটু থামিয়া কহিল, মিনিট পনেরো আরও দেরি করতে পারি আমরা মিস মজুমদার। সাড়ে ছটার আগে রিহার্সাল শুরু হবে না। চল সোফিয়া, মিস মজুমদারকে আমাদের সংসারের অবস্থা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীটা মোটামুটি বুঝিয়ে দেওয়া যাক।

সুনন্দা নীরবে বারীন ও সোফিয়াকে অনুসরণ করিল।

এঁটা ড্রয়িং-রুম, মানে বৈঠকখানা। এই ঘরেই আপনি সেদিন বসেছিলেন। টেবিল, চেয়ার, আলমারি, টেলিফোন, দেওয়ালের ছবিগুলি—যেখানে যা কিছু দেখছেন, সবই সোফিয়া তার ইচ্ছামত সাজিয়ে রেখেছে। সুতরাং এখানে যদি ভাল কিছু দেখেন, তার জন্য প্রশংসা করবেন সোফিয়াকে। ওই ছবি দুখানা সোফিয়ার খুব পছন্দ

হয়েছিল, তাই কেনা হয়েছে।—বারীন আঙুল দিয়া দেখাইল।

সোফিয়া কহিল, পছন্দ তো তোমারও হয়েছিল। কেবল সোফিয়াকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন?

বারীন হাসিয়া বলিল, তোমার পছন্দ হয়েছিল ব'লেই আমার পছন্দ হয়েছিল। নইলে হ'ত না।

সোফিয়া কাতর ভাবে কহিল, বুঝেছি। যাক, ছবি দুখানা কালই আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। দোকানদার আমার চেনা লোক।

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, না না, ফিরিয়ে দেবেন কেন? ছবি দুখানা সত্যিই চমৎকার। আপনার নির্ব্বাচন ভালই হয়েছে।

যখন মিস মজুমদারেরও পছন্দ হয়েছে, তখন আর ছবি ফিরিয়ে দিয়ে কাজ নেই।—বলিয়া বারীন হাসিতে লাগিল।

বারীন বলিল, এইবার আমার লাইব্রেরির দুরবস্থা দেখতে চলুন।

লাইব্রেরি-ঘরে বই নেহাৎ কম ছিল না। সব কিছুই সাজানো গোছানো। পারিপাট্যের অভাব সুনন্দা কোথাও দেখিতে পাইল না। সে কহিল, দুরবস্থা এর কোন্‌খানে? এ তো দিব্যি লাইব্রেরি!

দেখলে মনে হয়, দিব্যি লাইব্রেরি।—বারীন বিষাদভরে বলিল, কিন্তু এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হ'য়ে এসেছে। সপ্তাহে দু ঘণ্টাও এখানে আমি বসতে পারি না। মা সরস্বতীর মন্দির আজ উপেক্ষিত, এখানে পূজারী নেই। সোফিয়া ঝেড়ে-ঝুড়ে গুছিয়ে রাখে, তাই বইগুলোর 'পরে ধুলো জমে নি। একটু থামিয়া যেন আপন মনে কহিল, এই বারীন সিকদার এককালে প্রফেসারি করেছে, এই বারীন সিকদার এককালে স্কুল-কলেজেব সেবা ছাত্র ছিল। প্রফেসারি করতে গিয়েছিলাম দেশে কতকগুলো মানুয তৈরি করবার জন্যে। কিন্তু আজ অবশেষে নিজেই অমানুষ হ'য়ে গেছি।

বারীনের আর্তনাদ শুনিয়া সুনন্দাব চোখে জল আসিল। নিজেব গৌরবময় অতীতকে বারীন এখনও ভুলিয়া যায় নাই দেখিয়া সুনন্দার মনে মনে একটু আনন্দ হইল।

সুনন্দা দেখিল, সোফিয়া নত মুখে কি ভাবিতেছে!

সুনন্দা কহিল, লাইব্রেরি দেখা হ'ল। চলুন, আর কি দেখাবেন!

বারীন নীরবে বাহির হইল, পশ্চাতে সুনন্দা ও সোফিয়া।

এইটে আমাদের শোবার ঘর।

ঘরের পরিপাট্য দেখিয়া সুনন্দা মুগ্ধ হইয়া গেল। সোফিয়ার রুচির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

ঘরের চাকচিক্য দেখে আপনার হয়তো মনে হচ্ছে, আমি আজন্ম বিলাসী। কিন্তু কলকাতার মেসে পাঁচ বছর আগে যারা আমাকে দেখছে তারা জানে, আমি কি! দুঃখ-কষ্টে অভ্যস্ত হবার জন্যে আমি কোনদিন নরম বিছনায় শুই নি, মোটা কাপড় ছাড়া পরি নি, ঘরে বিজলী পাখা লাগাই নি,—নিজেকে মজবুত ক'রে গ'ড়ে তুলেছিলাম জীবনে কোন অসাধ্য সাধন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। একটু থামিয়া বলিল, থাক্, আমি বেঁচে গেলাম, অসাধ্য সাধন এ জীবনে আর কিছুই করতে হ'ল না। তাই আপাততঃ সভ্যসমাজে মানানসই হবার সাধনায় মন দিয়েছি। এ বিষয়ে সোফিয়া আমাকে অকাতরে সাহায্য করছে। দেখি, বিলাসী হ'তে পারি কি না—সবই যখন হলুম, ওটাই বা বাকি থাকে কেন? আবার একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, হুইস্কির বোতলটার দিকে চেয়ে আছেন যে! ওসব ঘরে রাখতে হয়। জানেন তো, বড় বড় হোমরা-চোমরা অফিসার যখন-তখন আসছে। কি দিয়ে তাদের

অভ্যর্থনা করি! আমাব মনে হয়, আপনি মদ কখনও খান নি। তাই না?

সুনন্দা কহিল, খাই বইকি।

বারীন হাসিয়া বলিল, আপনি তামা-তুলসী ছুঁয়ে বললেও আমি বিশ্বাস কবব না। আমি জানি। যাক, মদটা আমি এখনও ধবি নি—মাঝে মাঝে দু-চার দিন অল্প-সল্প খেয়েছি মাতালেব দলে প'ড়ে। কিন্তু মদ এত দিন কোন্ কালে ধরতুম, শুধু সোফিয়াব জন্যে পারছি না। ওব ধাবণা, আমি মদ খেলে একেবাবে গোল্লায় যাব। যেন গোল্লায় যেতে বাকি আছি। পাগল আব কি!—বাবীন হাসিতে লাগিল।

সুনন্দা কহিল, খাট দুখানা কেন?

ওইটে সোফিয়াব, এইটে আমাব।—বাবীন বলিল, আমার ও সোফিয়াব এক ঘবে শোয়াটা কোন দেশেব কোন সমাজই অনুমোদন করবে না, আমি জানি মিস মজুমদাব। কিন্তু এব জন্যে দোষ আমাব নয়, দোষ সোফিযার। আমাকে পাহারা দেবার জন্যে সোফিয়া এই ঘরে শোয়—যাতে আমি মদ-টদ না-খেতে পাবি, বাড়ি ফিরতে রাত বেশি না-কবি ইত্যাদি। ভেবে দেখলুম, সোফিয়া যদি আমাব ঘরে শুয়ে বদনাম সইতে

পাবে, আমিই বা পারব না কেন? বারীন ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, আর দেরি করা যায় না। চলুন, বেরিয়ে পড়ি। সোফিয়া, তুমিও চল, ভাবতীয় শিল্পী-সঙ্ঘেব এবাবের তোড়জোড়টা দেখে আসবে।

সোফিয়া বলিল, তোড়জোড় তো শুধু তোমাকে নিয়ে। তুমি ছাড়া ভাল গাইয়ে আর কেউ এসেছে?

বাবীন আঙুল দিয়া সুনন্দাকে দেখাইয়া দিল।

সোফিয়া সানন্দে কহিল, বটে! তবে তো আমাকে যেতেই হবে। চল, চল। কিন্তু দু মিনিট দেরি কর—চা একেবাবে তৈবি।

সুনন্দা বলিল, আমাব কিন্তু চায়ের দরকাব নেই।

বাবীন কহিল, দরকার আমারও নেই। মিস মজুমদাবের ওখান থেকে চা খেযে এসেছি।

সোফিয়া হাসিয়া বলিল, তবে দরকার আমারও রইল না। একা চা খেয়ে আরাম নেই।

তাহাবা ক্লাবে আসিয়া দেখিল, রিহার্সাল জমিয়া উঠিয়াছে।

ক্যাপ্টেন রায় কহিল, মিস্টার সিকদার, আপনি সঙ্ঘের সেক্রেটারি এবং প্রতিষ্ঠাতা। আপনার অন্তত আরও আধ ঘণ্টা আগে আসা উচিত ছিল।

বারীন হাসিয়া বলিল, সঙ্ঘের ভার এখন আপনার ওপর। আমি যেন দিন দিন অকেজো হ'য়ে যাচ্ছি। বোধ হয় মিস মজুমদারের কাছেও আপনি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন।

রায় কহিল, তবে কালই একটা মীটিং ডাকুন। সহকারী সম্পাদকের পদটা খালি রয়েছে—সেই পদেই মিস মজুমদারকে বহাল ক'রে নেওয়া যাক। রায় হাসিয়া সুনন্দার দিকে চাহিল।

সুনন্দা বলিল, না না, রক্ষে করুন। পদের দরকার আমার নেই। পদ যে দুখানা ভগবান দিয়েছেন, তাতেই কাজ বেশ চলছে।

সুনন্দার কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। রায় কহিল, আসুন মিস মজুমদার, নূতন আর্টিস্টদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি হচ্ছেন—মিস গাঙ্গুলী, রেড ক্রসের কাজ নিয়ে এসেছেন; ইনি—মিস রায় চৌধুরী, ইনি—মিস দত্ত, এঁরা দু'জনেই বি. এম. এইচ.-এ কাজ করেন।

সুনন্দা ইউরোপীয় প্রথায় একে একে সকলের সহিত করমর্দন করিয়া অন্তরের প্রীতি জানাইল।

ইতিমধ্যে কর্নেল মুখার্জি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে কলহাস্যে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিল।

কর্নেল মুখার্জি কহিলেন, আমার একটু দেরি হ'য়ে গেছে—তার জন্যে ত্রুটি স্বীকার করছি। তোমরা কতদূর এগিয়েছ?

রায় বলিল, মিস মজুমদার ছাড়া নূতন আর্টিস্টরা সবাই গান করেছেন। মিস গাঙ্গুলী গেয়েছেন ভজন, মিস রায় চৌধুরী ঠুংরী, আর মিস দত্ত আধুনিক সঙ্গীত। মনে হয়, এঁদের গান মন্দ হবে না। আপনি দেখুন।

মুখার্জি কহিল, না না, আমি আর দেখতে চাই না। তোমাদের সেক্রেটারি তো সমঝদার লোক, সে যদি অ্যাপ্রুভ (approve) করে, আমার আপত্তি নেই।

রারীন কহিল, হ্যাঁ, অ্যাপ্রুভ আমি করছি—যদিও নিজে আমি তাঁদের গান এখনও শুনি নি, তথাপি আমার সুযোগ্য সহকর্মী ক্যাপ্টেন রায়ের মতামতের উপর আমার গভীর আস্থা আছে।

রায় বলিল, না মশাই, অত 'গভীর আস্থা'র যোগ্য আমি নই। গানের দলে ঘুরি বটে, নিজে গান-টান জানি না।

বারীন কহিল, যাক, এইবার মিস মজুমদারের গান আমরা শুনতে চাই। আপনাদের কি মত ?

রায় বলিল, তা আবার জিজ্ঞাসা করছেন ? আমি তো কাল থেকে উৎকর্ণ হ'য়ে আছি ওঁর গান শুনবার জন্যে।

সুনন্দা কোন কথা না কহিয়া অর্গ্যানের কাছে গিয়া বসিল। সে গাহিল—

আমি যখন একা
চলার পথে সঙ্গীহারা,
পেলাম তোমার দেখা।
আঁধার ঘরের প্রদীপ জ্বেলে,
আমায় আবার একলা ফেলে
পালিয়ে গেলে তোমার স্মৃতি
রইল বুকে লেখা।
সে দিন নিঝুম রাতের শেষে
টানল মোরে সুদূর দেশে
পাগল-বেশে বিজন পথের
তোমার চরণ-রেখা।
আজ বিরহের অবসানে
বেসুর কেন বাজল কানে

আমার গানে—গান কি তবে
বৃথাই হ'ল শেখা।

বায় বলিল, আপনার গান আমাদের কানে বেসুর বাজে নি মোটেই। সুতরাং গান শেখা আপনার বৃথা হয় নি মিস মজুমদার।

সুনন্দা হাসিয়া কহিল, শিল্পী-সঙ্ঘের সেক্রেটারি কি বলেন? আমার এই বেসুর গান চলবে কি?

বারীন চিন্তিত ভাবে বলিল, গান আপনার বেসুর—ভয়ানক বেসুর। কিন্তু সমঝদার লোক আমি ছাড়া তো আর কেউ নেই, সে কথা শিল্পী-সঙ্ঘের সভাপতি কনেল মুখার্জি একটু আগেই বলেছেন, সুতরাং গান আপনার চলবে এবং বোধ হয় ভালই চলবে।

কনেল মুখার্জি কহিলেন, মিস মজুমদাব, গানের ফার্স্ট প্রাইজটা এবার তুমিই নিয়ে যাবে দেখছি। সিকদার, তোমার কদব এবার গেল কিন্তু বাবাজী।

বাবীন হাসিয়া কহিল, তাই তো দেখছি। মিস মজুমদার আমার অন্ন মারার যোগাড় করলেন যে!

সুনন্দা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। ছি ছি, সে এ কি গান গাহিয়া ফেলিয়াছে!

বাবীন গানের কি অর্থ করিয়া বসিবে কে জানে?

সোফিয়া আসিয়া সুনন্দার কানে কানে বলিল, আপনার বিরহের অবসান হয়েছে তো ?

সুনন্দা কহিল, হয়েছে।

তবে বিয়েব দিন ঠিক ক'রে ফেলুন। মিলনটা আব বাকি থাকে কেন ?

সোফিয়াব কথাব ইঙ্গিতটা বুঝিবাব জন্য সুনন্দাকে কয়েক সেকেণ্ড ভাবিতে হইল। সোফিয়া কি সুনন্দাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে ?

সুনন্দা ধরা-ছোঁয়া না দিয়া বলিল, বিয়েব ভেতর দিয়ে যে মিলন, সে মিলনেব 'পরে আমাব আকর্ষণ নেই।

সোফিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, তাই নাকি ?

সুনন্দা বলিল, তাই।

দশ

বিহার্স'ালের পর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ কবিয়া বাবীন গাড়িতে আসিয়া বসিল, সঙ্গে সোফিয়া।

বাবীন একেবারে নীরব। সুনন্দার গানের সুর তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল—আমায় আবাব একলা ফেলে পালিযে গেলে!—কে সুনন্দাকে একলা ফেলিয়া পলাইয়াছিল?

টান্‌ল মোবে সুদূব দেশে তোমার চরণরেখা।—কাহাব চরণবেখা?

আজ বিবহেব অবসানে।—সুনন্দার বিরহ তবে শেষ হইয়াছে। বেসুব কেন বাজল কানে আমাব গানে।—বিবহ শেষ হইয়াছে, অথচ সুনন্দাব কানে গান বেসুব বাজিতেছে কেন? তবে মিলনের পথে বাধা উপস্থিত হইয়াছে বুঝি?

তবে কি সুনন্দা সত্যিই কাহারও প্রেমে পড়িয়াছে? কিন্তু এই ভাগ্যবানটি কে?

সোফিয়া সেদিন সুনন্দাব সম্বন্ধে ঠিক এই ধবনেব কথাই বলিযাছিল। সুনন্দা নাকি কাহাব প্রেমে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে।

কিন্তু গানেব কথা যে সুনন্দার নিজের কথা, তাহার

প্রমাণ কি ? অপরের রচিত রেকর্ডের গান বা সিনেমার গান যে সুনন্দা গাহে নাই, তাহা কে বলিতে পারে ? সুতরাং এ বিষয়ে আপাতত মাথা ঘামাইতে রাবীন ইচ্ছুক নয়।

রাবীন কহিল, সুনন্দার গান কেমন শুনলে সোফিয়া ?

সুনন্দার! মিস মজুমদার কি তবে সত্যিই তোমার সেই সুনন্দা ?—সোফিয়া বিস্ফারিত লোচনে রাবীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাবীন ঘাবড়াইয়া গেল। সে অন্যমনস্ক ভাবে বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। তবু সে বিচলিত হইল না। হাসিয়া কহিল, তোমার কি মনে হয় ?

আমার একটু সন্দেহ হয় বটে। কিন্তু ও যদি সুনন্দা হ'ত, তবে ওকে তুমি দূরে থাকতে দিতে না এবং ও এখানে হাজির থাকতে অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাইতে না। সোফিয়া একটু থামিয়া বলিল, যাক, ও সুনন্দা কি না তাই বল ?

রাবীন কহিল, ধর, মিস্ মজুমদার যদি সুনন্দা হ'ত, তুমি কি করতে ?

কি করতুম ?—সোফিয়া এক সেকেণ্ড ভাবিয়া বলিল, কালই তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতুম।

সুনন্দা, যদি আমাকে বিয়ে করতে না চাইত?

বিয়ে করতে আবার চাইত না? তুমি তাকে ভালবাস, আর সে বুঝি তোমাকে ভালবাসে না? তা ছাড়া ভালবাসুক আর না বাসুক, তাকে আমি তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দিতামই।

মিলিয়ে দিতে পারতে না সোফিয়া। আমার মত একটা চরিত্রহীনের গলায় সে মালা দিতে রাজি হ'ত না —কখ্‌খনো না। বারীন একটু থামিয়া কহিল, এই যেমন তুমি রাজি হচ্ছ না।

সোফিয়া রাগিয়া কহিল, দেখ, বাজে কথা ব'লো না কিন্তু। তুমি চরিত্রহীন ব'লে তোমাকে আমি বিয়ে করতে রাজি হচ্ছি না, এই নাকি তোমার ধারণা? ছি ছি, এত বড় মিথ্যে কথা তুমি কেমন ক'রে বললে? সোফিয়ার চোখে অশ্রু দেখা দিল। একটু থামিয়া কহিল, নাঃ, আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর উপায় নেই।

বারীন রুমাল দিয়া সোফিয়ার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, কেঁদ না সোফিয়া, আমি ঠাট্টা ক'রে বলেছি। আমি তোমাকে চিনি, ভাল ভাবেই চিনি, তা কি তুমি জান না? একটু থামিয়া বারীন বলিতে লাগিল, পাঁচ বছর আগে তোমার সঙ্গে যদি আমার কলকাতায়

দেখা হ'ত, এবং সুনন্দাকে ভাল না বেসে তোমাকে ভালবাসতুম, তবে বোধ হয় আমার জীবনটা এমন ছন্নছাড়া হ'তে পারত না।

সোফিয়া কহিল, যাক, মিস মজুমদার সুনন্দা কি না তাই বল?

না।—বারীন হাসিয়া বলিল, কিন্তু দেখতে ঠিক সুনন্দার মত।

সে কথা তো তুমি সে দিনই বলেছিলে।

সোফিয়া একটু চিন্তা করিয়া কহিল, কিন্তু একজনের চেহারার সঙ্গে আর একজনের চেহারার এত মিল থাকে! আশ্চর্য!

বারীন জবাব দিল না। সুনন্দা যখন স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করিয়াছে, তখন বারীন এমন কিছু বলিবে না অথবা করিবে না, যাহাতে সুনন্দার সত্য পরিচয় প্রকাশ হইয়া যায়। এ বিষয়ে বারীনের সর্বপ্রকার সাহায্য সুনন্দা পাইবে। বারীন কখনও মিথ্যা বলে না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সোফিয়াকে সত্য কথা বলিবারও উপায় তাহার নাই।

সত্য কথা বলার আরও এক বিপদ আছে। সত্য কথা বলিলে ইহাই প্রমাণ হইয়া যায়, সুনন্দা যে কারণেই হউক, স্বীকার করিতে চায় না যে, বারীনের সহিত তাহার

ইতিপূর্বে পরিচয় ছিল। অথচ আর কেউ না জানুক, অন্তত সোফিয়া লরেটো প্রভৃতি জানে, বারীন সুনন্দার প্রেমে পড়িয়াছিল এবং এখনও সুনন্দাকে ভুলে নাই। যে সুনন্দার প্রেমে বারীন পড়িয়াছিল, সেই সুনন্দার মনোভাব বারীনের প্রতি এত অকরুণ, ইহা প্রচার করিতে বারীন যেন সঙ্কোচ বোধ করে। কারণ সুনন্দার এই অকরুণ মনোভাবের জন্য দায়ী যে বারীন নিজেই। সুনন্দা বারীনকে ভাল না বাসুক, অন্তত এমন ভাবে এড়াইতে চেষ্টা করিত না, যদি বারীনের সম্বন্ধে সুনন্দার মনে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিত। এত অশ্রদ্ধা বারীনকে কেহ করিতে পারে, ইহা ইতিপূর্বে বারীন ধারণাও করে নাই। সোফিয়া এই সব জানিতে পারিলে ভয়ানক দুঃখিত হইবে, কারণ বারীনকে সে সত্যই ভালবাসে।

রাত্রে ভোজনের টেবিলে আবার সুনন্দার কথা উঠিল। সোফিয়া কহিল, মিস মজুমদারকে কাল আমাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করতে চাই।

বারীন হাসিল। কহিল, মিস মজুমদারের প্রেমে প'ড়ে গেলে নাকি শেষকালে ?

সোফিয়া হাসিয়া বলিল, তার প্রেমে যদি কেউ পড়ে

এখানে, তবে তুমিই পড়বে। আমি অত প্রেমে পড়তে জানি না তোমার মত।

আমি কতজনের প্রেমে পড়ব, বল তো সোফিয়া ? বারীন কহিল, এক নম্বর পড়েছি সুনন্দার প্রেমে, দুই নম্বর পড়েছি সোফিয়ার প্রেমে অর্থাৎ তোমার প্রেমে। এখন আবার তিন নম্বর পড়ব মিস মজুমদারের প্রেমে ? এ কি সম্ভব ?

দুই নম্বর প্রেমে পড়াটা হচ্ছে বাজে। ওটা প্রেমে পড়া নয়, মায়ায় পড়া।—সোফিয়া বলিল, কিন্তু তিন নম্বরের সঙ্গে এক নম্বরের যোগাযোগ রয়েছে যে। মিস মজুমদার রূপে, গুণে এবং যোগ্যতায় একেবারে প্রথম শ্রেণীর মেয়ে। তার উপর তোমার মানসপ্রিয়া সুনন্দার মত তাকে দেখতে। বল দেখি, তার প্রেমে তুমি পড়বে না তো কি আমি পড়ব ?

বারীন হাসিতে লাগিল। বলিল, নাঃ, তর্কে হারিয়ে দিলে দেখছি। একটু হাসিয়া কহিল, দেখ সোফিয়া, আমি জানি, তোমার প্রেমে আমি পড়েছি এ কথা কিছুতেই তুমি স্বীকার করবে না। কিন্তু যাক, এই নিয়ে তর্ক আর করব না। আমার শুধু এই অনুরোধ, আমার স্ত্রী হ'তে তুমি আপত্তি ক'রো না। ধ'রে নিলাম, তোমার প্রেমে

আমি পড়ি নি, তবু কি তুমি বলতে চাও, তোমাকে আমি সুখী করতে পারব না ?

নিশ্চয়ই পারবে।—সোফিয়া কহিল, আমি জানি, তোমার স্ত্রী হওয়া যে-কোন মেয়ের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তবু যে সে সৌভাগ্য কেন আমি দূরে ঠেলে দিচ্ছি, তা তুমি বুঝবে না, তোমাকে বোঝাতে পারব না। একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু লরেটো ডায়নার মত মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পাববে না আমি বেঁচে থাকতে—কখনও না।

বারীন সোফিয়ার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড বিস্মিত ভাবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তবে আমার উপায় ?

সোফিয়া অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, তোমার উপায় ভগবান করবেন।

বারীন এবার উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুমি আজ ভগবানের উপর সব ছেড়ে দিচ্ছ। আমি তো ছেলেবেলা থেকেই ভগবানের উপর সব ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছি। কিন্তু ভগবান বেচারীর উপর সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে আমরা যদি নিশ্চেষ্ট ব'সে থাকি, তবে তাঁর কাজ

অনেক বেড়ে যায় যে। আমরা কি তাঁকে একটু সাহায্য করতে পারি না ?

সাহায্য করছি বইকি। তিনি যখন যা দরকার আমাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন, সেই হিসেবে আমরা তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করছি অর্থাৎ তাঁকে সাহায্য করছি।

কিন্তু আমার বিয়ের ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছাটা কি এবং আমি কি ভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারি, তাই ভাবছি।—বাবীন বলিল, তিনি কি আমাকে কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হ'তে দেবেন না ? তিনি কি চিরদিন এমনই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাকে রেখে দেবেন ? এই সব প্রশ্ন যখন আমার মনে জাগে, তখন আমি বিচলিত না হ'য়ে পারি না সোফিয়া।

সোফিয়া শান্তভাবে কহিল, বিচলিত কেন হবে ? তুমি পুরুষ, তুমি বীর, তোমার অসীম ধৈর্য থাকা চাই। একটু থামিয়া বলিল, কিন্তু আসল কথা চাপা প'ড়ে গেল যে। এত কথা উঠল যার প্রসঙ্গে, তাকে ভুললে চলবে কেন ? মিস মজুমদারকে কাল সকালেই তুমি নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আসবে, কেমন ?

যে আজ্ঞে।—বাবীন হাত ধুইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে বাবীন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত

হইতেছিল। সোফিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মিস মজুমদারের ওখানে যাবে তো ?

বারীন কহিল, না।

সোফিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, বা রে, কাল রাত্রে কি কথা হয়েছিল ভুলে গেলে ?

ভুলি নি।—একটু থামিয়া বারীন কহিল, মিস মজুমদারকে নিমন্ত্রণ করার অনেক বাধা আছে, আমি ভেবে দেখলুম।

কি বাধা শুনি ?

মিস মজুমদার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করতে পারে। কারণ—। বারীন বলিতে গিয়া থামিল।

কি কারণ ?

মিস মজুমদার এখানে নূতন এসেছে, অল্প দিনের পরিচয় তার সঙ্গে আমাদের। আজই তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে গেলে, জিনিসটা যেন খানিক বাড়াবাড়ি হ'য়ে যায়। বিশেষত এই নিয়ে বন্ধুমহলে হয়তো নানা রকম আলোচনা এবং জল্পনা-কল্পনা চলবে, যার জন্যে আমি পরোয়া করি না বটে, কিন্তু মিস মজুমদারের নিশ্চয়ই পরোয়া করা উচিত।

সোফিয়া নতমুখে একটু চিন্তা করিয়া কহিল, তবে থাক্।

বারীন একাকী বাহির হইল। ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের কাজে আজ তাহাকে নানা জায়গায় ঘুরিতে হইবে।

ক্যাপ্টেন রায়ের বাংলোব সামনে বারীন গাড়ি থামাইল। অগ্রসর হইয়া দেখিল, রায় জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বারীনের আগমন লক্ষ্য করিতেছে।

রায় হাসিয়া কহিল, আসুন নেতাজী। মিস মজুমদারের সঙ্গে আপনার কথাই হচ্ছিল। আপনি দীর্ঘজীবী হবেন।

মিস মজুমদাব! সুনন্দা এখানে? বারীন ঘবে ঢুকিয়া দেখিল, সুনন্দা সামনের একখানি চেযারে বসিয়া।

সুনন্দাকে লক্ষ্য কবিয়া বাবীন বলিল, ভালই হ'ল। আপনাকেও এখানে পাওয়া গেল।

সুনন্দা হাসিয়া কহিল, এখানে না পাওয়া গেলে কি কবতেন? আমার ওখানে যেতেন নিশ্চয়ই?

ভাবছিলাম যাব কি না!

যাক, আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, ভেবে চিন্তে বলুন, যেতেন কি না!

যেতাম না। ইচ্ছে থাকলেও যেতাম না।

ইচ্ছে থাকলেও যেতেন না '—সুনন্দা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইচ্ছের বিরুদ্ধে চলেন কেন ?

জীবনে কোনো ইচ্ছে পূর্ণ হয় নি ব'লে।

আমারও জীবনে কোনো ইচ্ছে পূর্ণ হয় নি। কিন্তু আমি ইচ্ছের বিরুদ্ধে কখনও চলি না। আমার ইচ্ছে হয়েছিল, আপনার বাড়িতে যাব, মিস্টার রায়ও আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। আপনি এখানে না এলে, আমরা দুজনে এতক্ষণ আপনার ওখানে পৌছে যেতাম।

তবে দেখছি, আমি বাসা থেকে বেরিয়ে ভুল করেছি। -বারীন হাসিয়া কহিল, মনে করুন, আমি এখানে আসি নি। আমি না হয় এক্ষুণি ফিরে যাচ্ছি। বারীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুনন্দাও উঠিল। বলিল, দাঁড়ান, আপনি আবার আলাদা নাই বা গেলেন। এক গাড়িতেই যাব, গভর্মেণ্টের পেট্রোল বাঁচবে

চলুন মিস্টার রায়, আর দেরি করবেন না।

রায় বিস্মিত হইয়া কহিল, আপনারা দু জনে সত্যিই চললেন নাকি ?

দু জনে নয়—তিন জনে। সুনন্দা বলিল, চলুন, রবিবারটা একটু সোরগোল ক'রে কাটিয়ে দেওয়া যাক।

তিন জনে আসিয়া গাড়িতে উঠিল। সুনন্দা কহিল, ড্রাইভ (drive) আমি করব।

সুনন্দা দ্রুতবেগে গাড়ি ছুটাইয়া দিল। এ কি! সুনন্দা কোথায় চলিয়াছে?

বাবীন কহিল, আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে চললেন?

সুনন্দা বলিল, গাড়িতে উঠে আমাব মত বদলে গেছে। লোভ আর সামলাতে পাবলুম না। আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি আমাবই কুটিবে।

বায় বাবীনের মুখেব দিকে চাহিল। পবে সুনন্দাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, ভালই হয়েছে। আপনাব বাড়িটা আজ চিনে আসা যাবে।

বাবীন বলিল, আমি অবশ্য ওঁব বাড়ি চিনি। কিন্তু আমারও এক দিক দিয়ে ভাল হয়েছে। ওব বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছেটা আমাব ওব দ্বারাই পূর্ণ হ'ল।

সুনন্দার বাংলোব সামনে গাড়ি থামিল।

নামিতে নামিতে রায় কহিল, মিস মজুমদার, আপনাব সঙ্গে বেশি মেলামেশা আমাদেব না-করাই উচিত। আপনি যখন চ'লেই যাবেন এখান থেকে, তখন এমন ক'বে মায়া বাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

সুনন্দা যাইতে যাইতে বলিল, বেশ তো, ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের খাতা থেকে আমার নামটাও তবে কেটে দিন।

বারীন কহিল, এটা যদি আপনার মনের কথা হ'ত, তবে নাম কেটে সত্যিই দিতাম।

রায় হাসিয়া সুনন্দার ও পরে বারীনের মুখের দিকে চাহিল।

বারীন সুনন্দার পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া যেন কষ্ট বোধ করিল। সুনন্দা মৃদুকণ্ঠে বলিল, ঠিকই বলেছেন, ওটা আমার মনের কথা নয়। ভারতীয় শিল্পী-সংঘের আমি আজ আপনাদেরই মত একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।

সুনন্দার বসিবার ঘরে ঢুকিয়া রায় বলিল, চমৎকার! মিস মজুমদার, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমি এখন থেকে রোজই আপনার এখানে আসব।

সুনন্দা হাসিয়া কহিল, আপত্তি আছে।

বারীন বলিল, আপত্তি ক'রে ভুল করছেন মিস মজুমদার। এখানে সবাই আমার মত নয়, বিশেষত রায় তো নয়ই। আমি জোর গলায় বলতে পারি, রায়ের মত ছেলেকেও যদি আপনি এড়াতে চেষ্টা করেন, তবে আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

রায় হাসিতে হাসিতে সুনন্দাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, এইবার বুঝলেন তো, আমি কত বড় দরের লোক। এখন থেকে একটু বুঝে-সুঝে চলবেন।

সুনন্দা হাসিয়া কহিল, এখানে আসতে অবশ্য পারেন। কিন্তু প্রেমে-ট্রেমে পড়বেন না। মিছে কষ্ট পাবেন। কারণ আমি আর একজনের প্রেমে প'ড়ে ব'সে আছি। অন্য কোনও প্রেমিককে প্রেমদান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া মনের গোপন কথা এমন সহজভাবে কোনও মেয়ে সাধারণের কাছে ব্যক্ত করিতে পারে, বারীন তাহা জানিত না। বারীন বিস্মিত হইয়া রায়ের সলজ্জ মুখের দিকে চাহিল।

রায় দমিল না। কহিল, প্রেমদান যদি না করতে পারেন, তবে আর কষ্ট ক'রে আপনার এখানে আসতে চাই না।

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। সুনন্দা রিসিভার ধরিল, হ্যালো!

সুনন্দা টেলিফোনে বলিতে লাগিল, ক্যাপ্টেন রায় এখানে আছেন। তার আজ ডিউটি? এক্ষুণি যেতে হবে? আচ্ছা, বলছি তাঁকে। রিসিভার রাখিয়া কহিল, মিস্টার রায়, আপনার অফিসের একজন বাঙালী ক্লার্ক

বলছে, আজকের ডিউটি-অফিসার ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ডোনাল্ডের অসুখ করেছে। Next for duty আপনি, সুতরাং আপনি এক্ষুণি গিয়ে অফিসে হাজির হন। আজকের রবিবারটা আপনার মাঠে মারা গেল দেখছি।

রায় মাথায় হাত দিল। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, আমার ভাগ্য খারাপ, নইলে ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ডোনাল্ড এমন স্বাস্থ্যবান লোক তার আজ অসুখ করবে কেন!

রায় উঠিয়া বলিল, যাই, আর দেরি করা চলে না। রিহার্সালে যেমন ক'রে হোক এসে হাজির হব।

বারীন বলিল, আমাকে একলা ফেলে আপনি চললেন?

রায় কহিল, একলা কেন? মিস মজুমদার রয়েছেন।

বারীন বলিল, মানে—পুরুষ তো আমি একাই রইলাম, তাই বলছি।

সুনন্দা কহিল, আমার এখানে যদি আপনার একা থাকতে ভয় হয়, তবে মিস্টার রায়ের সঙ্গেই আপনি যেতে পারেন।

বারীন হাসিয়া বলিল, ভয় আমার নয়, ভয় হওয়া উচিত আপনার। কিন্তু মনে হচ্ছে, ভয় আপনারও নেই। কারণ আপনার প্রেমে প'ড়ে যে কারও সুবিধে হবে না, সে কথা তো পরিষ্কার ব'লে দিয়েছেন আগেই। যাক,

মিস্টার রায়কে আপাতত দুঃখের সঙ্গে বিদায় দিতে হচ্ছে।

রায় বলিল, ক্ষণিকের বিদায়ে দুঃখ কিসের? আচ্ছা, যাই। মিস মজুমদার, রিহার্সালে যাবেন কিন্তু।—বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

সুনন্দা উচ্চৈঃস্বরে রায়কে শুনাইয়া কহিল, যাব—নিশ্চয়ই যাব।

বারীন উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল।

সুনন্দা কহিল, বসতে পারছেন না? অত ভাবছেন কি, বলুন তো?

ভাবছি?—বারীন বলিল, ভাবছি, আপনি এমন একা থাকেন কি ক'রে?

সুনন্দা হাসিল। কহিল, আপনি তাও ভাবতে আরম্ভ করেছেন? যাক, চলুন রান্নাঘরে। ব'সে ব'সে আমার রান্না দেখবেন আর যত খুশি ভাববেন। সুনন্দা চলিয়া গেল এবং একটু পরে সাজগোজ বদলাইয়া ফিরিয়া আসিল।

বারীন বলিল, রান্না কি শুধু দেখাতেই নিয়ে যাচ্ছেন? ধরুন, যদি খেতে চাই, দেবেন না?

আচ্ছা, চলুন তো, বিবেচনা ক'রে দেখব।—সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আসুন।

বারীন সুনন্দাকে অনুসরণ করিল।

রন্ধনশালায় সুনন্দার পরিচারিকা সমস্ত কিছুই গুছাইয়া রাখিয়াছিল। বারীন লক্ষ্য করিল, রান্নার আয়োজন এবং উপকরণের মাত্রা একটু বেশি।

বারীন কহিল, ব্যাপার কি, এত আয়োজন কেন?

সুনন্দা বলিল, যদি বলি—আপনার জন্যে, বিশ্বাস করবেন?

না।

তবে এই আয়োজনের অন্য কি কারণ থাকতে পারে বলুন তো?

হয়তো আপনার কোনো বিশিষ্ট বন্ধুকে আজ নিমন্ত্রণ করেছেন।

সুনন্দা হাসিয়া কহিল, ঠিক তাই। কিন্তু এই বিশিষ্ট বন্ধুটি চিরদিন আমার সঙ্গে শত্রুতাই ক'রে আসছেন।

বারীন একটু বিস্মিত হইল। সুনন্দার এই বিশিষ্ট বন্ধুটি কে? ইহারই প্রেমে সুনন্দা পড়িয়াছে নাকি? বারীন ভাবিল, লোকটা বোধ হয় সুনন্দার পূর্বপরিচিত স্থানীয় হাসপাতালের কোনও ডাক্তার। কারণ সুনন্দা নিজেও ডাক্তার এবং ডাক্তারদের সঙ্গেই সে এতদিন মেলামেশা করিয়া আসিয়াছে।

বারীন বলিল, যাক, আপনার বিশিষ্ট বন্ধু এবং বিশিষ্ট শত্রুটিকে আজ বোধ হয় দেখতে পাব।

সুনন্দা কহিল, হুঁ।

বারীন নীরবে সুনন্দার রান্না দেখিতে লাগিল।

সুনন্দার পরনে জরিদার আটপৌরে সাদা ধবধবে শাড়ি, মাথায় একরাশ কালো চুল, কবরী ঢিলা করিয়া বাঁধা, কপালে একখানি কালো টিপ, হাতে পাতলা কয়েকগাছি চুড়ি, পায়ে এক জোড়া মামুলী স্লিপার। শান্ত এবং সৌম্য মূর্তি সুনন্দার—এতটুকু চাঞ্চল্য নাই তাহার কথাবার্তায় এবং চালচলনে।

এমন বেশে এমন একটি মেয়ে বারীন বহুকাল দেখে নাই। সে মুগ্ধ হইয়া গেল।

সুনন্দাকে এমন সাজে এত কাছে কোন দিন পাইবে, ইহা কয়েক দিন পূর্বেও বারীন কল্পনা করিতে পারে নাই। বারীন আজ যাহা দেখিতেছে, ইহা স্বপ্ন, না, সত্য?

সুনন্দা কহিল, সোফিয়া বাড়িতে একা রয়েছে। টেলিফোনে ব'লে আসি তাকে এখানে আসতে।

বারীন বলিল, না না, সোফিয়া এখন বাড়িতে থাক্। আমি কিছুক্ষণ সোফিয়া, বাটাভিয়া এবং এমন কি মিলিটারি জীবনকেও ভুলে থাকতে চাই। আমি এখন

বাংলা দেশের স্বপ্ন দেখছি—আমার স্বপ্ন ভেঙে দেবেন না।

সুনন্দা রাবীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাবীন বলিতে লাগিল, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি এখানে আজ এক নূতন আনন্দ, নূতন অনুভূতি পেয়েছি। এই খাকি পোশাকগুলো যদি এই মুহূর্তে ছাড়তে পারতুম! এ সব যেন আজ অতি কদর্য মনে হচ্ছে। একখানা ধুতি আর একটা পাঞ্জাবি দিতে পারেন?

বোধ হয় পারি।—সুনন্দা কহিল, দাদার কিছু কাপড়চোপড় ঘটনাচক্রে আমার বাক্সে র'য়ে গেছে। দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি। সুনন্দা চলিয়া গেল।

সুনন্দার দাদা সুশোভনের কাপড়! সুশোভন—রাবীনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুশোভনকে রাবীন আজও ভুলে নাই। অমন স্বচ্ছ সরলহৃদয় মানুষ রাবীন কমই দেখিয়াছে।

সেই সুশোভনের মনে কত বড় ব্যথা রাবীন দিয়া আসিয়াছে। রাবীনের সঙ্গে ভগ্নীর বিবাহ দিবার জন্য বেচারা কতই না আগ্রহান্বিত হইয়াছিল! সুশোভনের অশ্রুসজল ম্লান মুখ রাবীনের মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল।

সুশোভনের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সহোদরা আজও

অবিবাহিত। আজও সে একটা স্বামী নির্বাচন করিয়া দাদাকে সুখী করিতে পারিল না! আর, নির্বাচন যদি করিয়া থাকে, তবে বিবাহের এই অহেতুক বিলম্ব কেন? বারীনের মনে পড়িল, সুশোভন বলিয়াছিল—সুনন্দা যদি কারও প্রেমে প'ড়ে থাকে, তবে সুনন্দা যাকে চায় তার সঙ্গেই সুনন্দার বিয়ে দেব। প্রেমের অমর্যাদা করব না।

কাপড়চোপড় লইয়া সুনন্দা ফিরিল। কহিল, পাঞ্জাবি নেই। এই নিন ধুতি আর শার্ট।

বারীন হাত বাড়াইয়া কাপড় লইয়া কয়েক সেকেণ্ড থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে আস্তে আস্তে অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

কাপড় ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া বারীন দেখিল, সুনন্দা হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। সুনন্দার আরদালী অদূরে দাঁড়াইয়া ছলছল নেত্রে চাহিয়া ছিল মনিবের দিকে।

সুনন্দার হঠাৎ এত দুঃখের কি কারণ হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি বারীন কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল। সে চিন্তিত মনে নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিল।

বারীন পায়চারী করিতে করিতে সুনন্দার শয়নকক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল।

দেওয়ালে কয়েকখানি ফোটো। একখানি সুনন্দার, একখানি সুশোভনের।

বারীন এক দৃষ্টে সুশোভনের ফোটোর দিকে চাহিয়া রহিল। বারীনের মনে হইল, সুশোভন যেন তাহাকে কি বলিতেছে, সুশোভনের মুখে সেই মধুর হাসি, সেই উজ্জ্বল দীপ্তি।

সুশোভন যেন বলিতেছে—বারীন, সুনন্দা এখনও তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহাকে নিরাশ করিও না ভাই।

পিছনে মৃদু পদশব্দ শুনিয়া বারীন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, সুনন্দা ঘরে ঢুকিতেছে। দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে, সুনন্দা একটু আগে কাঁদিতেছিল। তবু বারীন সহসা কথা কহিতে পারিল না। বারীন ও সুনন্দা পরস্পরের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চাহিয়া রহিল।

সুনন্দা ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কি দেখছেন?

দেখছি?—বারীন কহিল, সুনন্দাকে খুঁজছি।

আর সুনন্দাকে কেন খুঁজছেন? সুনন্দা ম'রে গেছে।

কিন্তু তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে? বারীন সুনন্দার

হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিল, বল, সত্যি ক'রে বল, তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী আমি কিনা ?

সুনন্দা শান্তভাবে কহিল, দায়ী আপনি নন, দায়ী তার ভাগ্য।

বুঝেছি, আর বলতে হবে না। বারীন সুনন্দার হাত ছাড়িয়া দিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বসিল। কহিল, কিন্তু সুনন্দা বারীন সিকদারকে ভালবাসত—এ কথা আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে।

সে কথা বিশ্বাস করতে কে বলছে আপনাকে ? আমি কি বলেছি কখনও ? সুনন্দা কাকে ভালবাসত না-বাসত, তা নিয়ে কেন আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন ? বলিয়া সুনন্দা মুখ ফিরাইয়া লইল।

কেন মাথা ঘামাচ্ছি, তা আপনাকে আজ বোঝাতে পারব না মিস মজুমদার। কিন্তু—। বারীন আরও কি বলিতে যাইতেছিল।

সুনন্দা বাধা দিয়া কহিল, আমাকে যখন সুনন্দার মত দেখতে, তখন 'সুনন্দা' ব'লেই ডাকবেন। আর মেডিকেল স্কুলে সুনন্দা ছিল আপনার ছাত্রী, কাজেই আমাকে আর 'আপনি' ব'লে সম্মান দেখাবেন না। তা ছাড়া বয়সে আমি নিশ্চয়ই আপনার চেয়ে ছোট।

তোমাকে আমি 'তুমি' বলতে, 'সুনন্দা' ব'লে ডাকতে তো চাই। কিন্তু আজ আমি অনেক দূরে চ'লে গেছি—এত দূরে চ'লে গেছি যে, তোমাব নাগাল আর পাব না এ জীবনে। যাক, তার জন্যে দুঃখ নেই।—বারীন একটু থামিয়া কহিল, কিন্তু তুমি আর এমন একা থাকতে পারবে না। তুমি বিয়ে কর, সুপাত্রেব অভাব কি ?

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, সুপাত্রের অভাব নেই আমি জানি এবং বিয়েও আমি কবব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বাবীন অধীর হইয়া কহিল, কিন্তু নিশ্চিন্ত আমি কেবল তোমার মৌখিক আশ্বাসে থাকতে পারছি না। আমি জানি, সুশোভনকে কত বড় আঘাত তুমি আব আমি দিয়েছি। অথচ তাব কোন দোষ ছিল না। একটু থামিয়া বলিল, আমি তোমাকে স্পষ্টই ব'লে দিচ্ছি, আজ যে সাজে তুমি সেজেছ, এই সাজ তুমি আব ছাড়তে পাববে না। খাকী প'রে তুমি উঞ্ছবৃত্তি ক'বে বেড়াও—এ আমি সইতে পারি না। তুমি বিয়ে কর, তুমি ফিরে যাও যেখানে তোমাকে মানায়। তোমার এই কদর্য রূপ আমাকে যখন এত পীড়া দিচ্ছে, তখন না জানি সুশোভনকে কি পরিমাণ দগ্ধ করেছে গত চার বছর ধ'বে। কিন্তু এই শোচনীয় ব্যাপার আর

চলতে দেওয়া যায় না। সুনন্দা, তুমি প্রতিজ্ঞা কর—বিয়ে করবে, প্রতিজ্ঞা কর—খাকী পোশাক ছাড়বে।

সুনন্দা ম্লান হাসিয়া বলিল, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনার আদেশ পালন করব।

বারীন কহিল, না না, তুমি ঠিক বল নি। আমার আদেশ বা অনুরোধ নয়, তোমার কর্তব্য শুধু তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। স্বেচ্ছায় যা তুমি সঙ্গত মনে কর, তাই করবে।

সুনন্দা বলিল, এ ক্ষেত্রে আপনার আদেশ পালন করাই আমার কর্ত্তব্য; কারণ, আমি ভেবে দেখেছি, আপনার আদেশ অসঙ্গত নয় এবং আমারই ভালর জন্যে। আদেশ শব্দটি আমি ইচ্ছে ক'রেই ব্যবহার করেছি। কারণ আপনি আমার দাদার বন্ধু, আমাকে আদেশ করার অধিকার আপনার আছে।

বারীন কহিল, তোমার দাদা সুশোভনের বন্ধু আমি—সে কথা আজ মিথ্যে প্রমাণ হয়ে গেছে সুনন্দা। কারণ বন্ধুর মত কাজ আমি কিছুই করি নি; বরং শত্রুতাই করেছি। কাজেই তোমার দাদার বন্ধু আমি—এই অসঙ্গত দাবি নিয়ে তোমার উপর জুলুম চালাতে যাব না। কিন্তু তুমি আজ বিশ্বাস কর সুনন্দা, আমি যা কিছু করেছি

তার জন্যে দিনরাত অনুতাপ করছি। তাই তো প্রায়শ্চিত্তকে এমন সহজভাবে মেনে নিয়েছি। এর বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। এ আমার ন্যায্য প্রাপ্য। সোফিয়াকে বা অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে ক'রে যদি শাস্তি ভোগের আরো কিছু বাকি থাকে, তাই আমি শেষ করতে চাই।

সুনন্দা বলিল, কিন্তু যাকে বিয়ে করবেন, তার দিকটা ভাবছেন না। সে একটা সজীব মানুষ—কাঠের পুতুল নয়। তার প্রাপ্য জিনিস যখন সে পুরোপুরি পাবে না আপনার কাছে, তখন আপনার বিবেক কি বলবে? আপনি যাকে বিয়ে করবেন, তাকে আপনি ঠকাতে যাচ্ছেন। কারণ ভালবাসা তাকে আপনি দিতে পারবেন না। আপনি না হয় পাপ করেছেন, তাই প্রায়শ্চিত্ত করবেন বা করছেন; কিন্তু সেই নিরপরাধ বেচারীকে স্ত্রী বানিয়ে কেন দুঃখ দেবেন?

রাজীন কহিল, আমার মনোনীত পাত্রীরা সবাই আমাকে ভালভাবে জানে। তারা এও জানে, বিশেষ একটি মেয়ের স্মৃতি আমার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে আজও। এই সব জানা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই তারা আমার পুরোপুরি ভালবাসা পাবার প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে বিয়ে

কবতে আসবে না। তা ছাড়া এই ছুনিয়ায় কর্তব্য কবাব গ্যাবান্টি শুধু দেওয়া যায়, ভালবাসার গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। স্বামী-স্ত্রীব মধ্যে সত্যিকাব ভালবাসা নেই অথচ কর্তব্য কাঁটায় কাঁটায় ক'বে যাচ্ছে ছুজনেই, এমন দম্পতিব সংখ্যা জগতে নিতান্ত কম নয়। আমবা না হয় তাদেবই মত মনেব অসুস্থতা নিয়ে দিন কাটাব। একটু থামিয়া কহিল, কিন্তু আমার স্ত্রী যেই হোক, তাব দিক দিয়ে বোধ হয় ক্ষোভের বিশেষ কাবণ থাকবে না। সে সার্টিফিকেট আমি সোফিযাব কাছেও পেয়েছি। সে বলে, আমাব স্ত্রী হওয়া যে কোন মেয়েব পক্ষে নাকি সৌভাগ্যেব বিষয়। তোমাব কি মনে হয়, সোফিয়া ভুল বলেছে ?

বাবীন জবাবেব জন্য সুনন্দাব মুখেব দিকে চাহিযা বহিল।

সুনন্দা ঢোক গিলিয়া কহিল, না, সোফিযা ভুল বলে নি।

বাবীন বলিল, যাক, তবে আমি এই দিক দিযে আবো নিশ্চিন্ত হলুম।

সুনন্দা কহিল, খেতে চলুন। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চল।—বাবীন উঠিল।

* * *

বারীন খাবার-ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সম্পূর্ণ দেশী প্রথায় খাবার জায়গা করা হইয়াছে। টেবিল-চেয়ারের চিহ্ন মাত্র নাই।

বারীন ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য করিল। হাসিয়া কহিল, আজকের এই স্বপ্ন আমি জীবনে ভুলতে পারব না। আমার যেন মনে হচ্ছে, আমি কলকাতায় আমার কোন পরমাত্মীয়ের বাড়িতে এসেছি এবং খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম ক'রে বিদ্যাসাগর কলেজে যাব বিজ্ঞান পড়াতে।

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, বেশ তো, খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম ক'রে আমাকেই না হয় বিজ্ঞান পড়াবেন, বিদ্যাসাগর কলেজে কষ্ট ক'রে যাবার দরকার কি ?

বারীন খাইতে বসিয়া কহিল, তা বটে। একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, কিন্তু আপনার খাবার জায়গা তো দেখছি না ? আপনি আবার দেরি করছেন কেন ?

সুনন্দা বলিল, আবার 'আপনি' শুরু হ'ল ? আমি আজই দাদাকে লিখে দিচ্ছি— তোমার বন্ধু বারীনবাবু আমাকে 'আপনি' ব'লে ব'লে পাগল ক'রে তুলেছেন। তুমি তাড়াতাড়ি এসে যা হয় ব্যবস্থা কর।

বারীন কহিল, তোমাকে যেন স্বাভাবিক ভাবে

আপনার ক'রে নিতে পারছি না, তাই অসতর্ক মুহূর্তে 'তুমি'র জায়গায় 'আপনি' এসে যায় মুখে। একটু থামিয়া হাসিয়া বলিল, কিন্তু সুশোভনের কাছে এ কথা লিখতেও ভুল না, যে তোমাকে 'আপনি' বলেছে, সে তার সেই সহপাঠী বারীন সিকদার নয়—সে হচ্ছে বারীন সিকদারের প্রেতাত্মা। এর না আছে মাথার ঠিক, না আছে কাজের ঠিক। কেমন সুনন্দা, তোমার দাদার কাছে এ কথা লিখবে তো?

লিখব।—সুনন্দা বলিল, এইবার আপনি খেতে আরম্ভ করুন। খাওয়া শেষ ক'রে বিশ্রাম ক'রে যখন প্রফেসর হয়ে বসবেন, তখন আমি ছাত্রী হয়ে আপনার বক্তৃতা শুনব ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একবার একটু দম লইয়া হাসিয়া বলিল, খেয়ে দেখুন তো, নুন-ঝাল ঠিক হয়েছে কি না—রান্নার অভ্যাস তো আজকাল আমার নেই!

বারীন বাটি হইতে এক টুকরা মাছ মুখে দিয়া কহিল, অমৃত। তুমি যার বউ হবে, তার সৌভাগ্যের জন্যে আমার হিংসা হচ্ছে সুনন্দা। লোকটা ভাল রান্না খেয়ে মজা করবে। না না, হেসো না সুনন্দা, আমি আমার মনের কথাই বলছি।

সুনন্দার হাসি থামিয়া গেল। কহিল, আমি কি

বলেছি, আপনি আমাকে তোষামোদ করছেন? আমি জানি, আপনি মনের কথা ছাড়া বলেন না।

বারীন হাসিল। বলিল, জান নাকি? কেমন ক'রে জানলে?

সুনন্দা কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিল, বলব না। এই বার কথা বন্ধ ক'রে খেতে আরম্ভ করুন। নইলে আমি এখান থেকে চ'লে যাব, তখন আপনি কথা বলার লোক না পেয়ে বাধ্য হয়ে মুখ বুজে খাবেন।

বারীন খাইতে আরম্ভ করিয়া কহিল, তুমি চ'লে গেলে মুখ বুজে খাব বটে, কিন্তু আমার খাওয়ার আনন্দ কি আর থাকবে? থাকবে না। একটু থামিয়া বলিল, কই, তুমি তো খেতে বসছ না?

সুনন্দা বলিল, আজ যখন শাড়ি পরেছি, নিজে রান্না করেছি এবং ভাগ্যক্রমে বাড়িতে ধুতি-পরা পুরুষ অতিথিও পেয়েছি, তখন আমি সনাতন প্রথাটা ভঙ্গ করতে পারি না। আপনার শেষ হোক, তারপর আমি খেতে বসব।

বারীন আস্তে আস্তে কহিল, সনাতন প্রথা—সনাতন প্রথার মধ্যে সত্যিই যেন কি একটা আধ্যাত্মিক জিনিস আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা সব সময় সেই আধ্যাত্মিক জিনিসটাকে অনুভব করতে পারি না। গত

চার বছর ধুতি পরি নি ব'লেই আজ ধুতি প'রে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছি। সনাতন প্রথার মাধুর্য বুঝতে হ'লে সনাতন প্রথাকে মাঝে মাঝে দীর্ঘ কালের জন্যে ত্যাগ করা দরকার। কি বল ?

সুনন্দা বলিল, হুঁ। একটু থামিয়া কহিল, ও কি, মাছগুলোর কতক রেখে দিলেন কেন ? না না, সে হবে না। খেয়ে ফেলুন। আমি মোটেই বেশি দিই নি।

রাবীন হাসিয়া কহিল, আমি জানি, তুমি এই কথাগুলি বলবে। কিন্তু কি মিষ্টি লাগল তোমার ওই অনুরোধ, তোমার ওই মিনতি। এই সুস্বাদু উপকরণগুলি খেয়ে যা তৃপ্তি হ'ল, তার হাজার গুণ তৃপ্তি হ'ল তোমার ওই সামান্য কয়টি কথায়। আঃ, আজ আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। এত যত্ন ক'রে কেউ আমাকে কোনদিন খাওয়ায় নি। শৈশবে মাকে হারিয়েছি, ছাত্রজীবন কেটেছে মেসে,—বন্ধু-বান্ধবের আমন্ত্রণ পারতপক্ষে কোন দিন গ্রহণ করি নি, কাজেই খাওয়ার মধ্যে যে এত বড় জিনিস থাকতে পারে, তা অনুভব করার সুযোগ জীবনে আজই আমার প্রথম হ'ল।

রাবীন চাহিয়া দেখিল, সুনন্দার চোখ দুইটি অশ্রুসজল। সে চিন্তিত মনে আহারে মনোনিবেশ করিল।

আহারের পব মুখ ধুইয়া বারীন কহিল, এইবার তোমাব খাওয়ার তত্ত্বাবধান আমি করি, আপত্তি নেই তো ?

সুনন্দা হাসিয়া কহিল, আপত্তি আছে। আমার নিজের বাড়িতে আমি নিশ্চয়ই পেট ভ'রে খাব ; তত্ত্বাবধান দবকাব হবে না। তা ছাড়া সনাতন প্রথা মেয়েদের খাওয়ার তত্ত্বাবধান কবতে পুরুষকে কখনও ব'লে নি, আপনি লক্ষ্মী ছেলেটিব মত আমার শোবার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। তারপর আমি গেলে প্রফেসারি আরম্ভ করবেন। সে হাসিতে হাসিতে খাবার-ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বারীন সুনন্দার শোবাব ঘরে বসিয়া একখানা ইংরেজী নভেলেব পাতা উল্টাইতেছিল। সুনন্দার আরদালী আসিয়া জানাইল, টেলিফোন বাজিতেছে।

বারীন উঠিয়া আসিয়া রিসিভার ধরিল, হ্যালো—

জবাব আসিল, আমি সোফিয়া।

সোফিয়া! বারীন যেন চমকাইয়া উঠিল। কোন্ সকালে বারীন বাহির হইয়াছে! এখনও পর্যন্ত সোফিয়াকে একটা খবরও দেয় নাই! ছি ছি, বারীন ঘোরতর অন্যায় করিয়াছে।

বারীন সাহস সঞ্চয় করিয়া জবাব দিল, আমি সিকদার।

সিকদার!—সোফিয়া হাসিয়া বলিল, আমি যা ভেবে-ছিলুম, তাই সত্যি হ'ল।

কি ভেবেছিলে?

ভেবেছিলুম, তুমি মিস মজুমদারের ওখানে গিয়ে আটকে পড়েছ। যাক, আমি খুশি হলুম। খাওয়া হয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ, ভীষণ খেয়েছি. একদম নড়তে পারছি না। ঘণ্টাখানেক পরে আসছি। আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে সোফিয়া। তোমাকে খবর দেওয়া উচিত ছিল। তোমার খাওয়া হয় নি বুঝি?

হ্যাঁ, এইমাত্র খেলুম। যাক, তোমাব ব্যস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চ'লে আসার দরকার নেই। আজ ছুটির দিন, সারা বিকেলটা ওখানেই কাটিয়ে দিলে তোমাব ক্ষতি কি? মিস মজুমদারের কাছে আমি আজ যাব ভেবেছিলুম, কিন্তু যাব না। আজকের দিন সে তোমাকে নিয়েই কাটাক—তোমাকে ভাল ক'রে চিনুক। যারা তোমাকে চরিত্রহীন ব'লে অবজ্ঞা করে, তাদের চোখ ফুটিয়ে দাও সিকদার, দোহাই তোমার।

সোফিয়া বারীনের জবাবের অপেক্ষা না করিয়া রিসিভার রাখিয়া দিল।

বারীন সহসা উঠিতে পারিল না। বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

এগার

সুনন্দার বুঝিতে বাকি নাই, বারীন কি চায়! মেডিকেল স্কুলে কি কুক্ষণেই বারীন সুনন্দাকে দেখিয়াছিল! বেচারী আজীবন মেয়েদের দূরে রাখিয়া আসিয়াছে যে বিপদের আশঙ্কায়, সেই বিপদই অবশেষে বারীনকে ঘরছাড়া করিল, বারীনের জীবনের সমস্ত প্ল্যান (plan) বদলাইয়া দিল এবং প্রফেসার বারীন সিকদারকে ক্যাপ্টেন বি. সিকদার বানাইয়া ছাড়িল।

কিন্তু নিয়তির কি আশ্চর্য রহস্য! যে বারীনকে সুনন্দার কৈশোরে ভাল লাগিয়াছিল এবং যে বারীনকে সুনন্দা যৌবনে ভালবাসিয়াছিল, সেই বারীন স্বয়ং দুই দিনের সামান্য মেলামেশায় সুনন্দার প্রেমে পড়িয়া বসিল। প্রেমে পড়িয়াই ক্ষান্ত হইল না, সুনন্দাকে বিবাহ করিতেও আগ্রহ দেখাইল এবং সুনন্দার সহিত নিজের রুচির তফাত দেখিয়া নৈরাশ্য-ভরে ছুটিল অজানার সন্ধানে! যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যে চিন্তাধারার সহিত ছাত্রজীবনে এবং কর্মজীবনে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিল, সে সবের আওতা হইতে বারীন এক মুহূর্তে বাহির হইয়া আসিল। ইউনিভার্সিটি

ইন্‌স্টিটিউটে নাচিবার সময় সুনন্দার প্রতি পাদক্ষেপ সেদিন বারীনকে কি মর্মান্তিক আঘাত করিয়াছিল, তাহা সুনন্দা আজ এতদিন পরে বুঝিয়াছে।

সুনন্দা নাচিবে শুনিয়া বারীন সেদিন নাচ দেখিতে যায় নাই এবং সুশোভনকে বলিয়াছিল, আমি ওখানে গেলে, সুনন্দার যে রূপটা এতদিন কল্পনা করেছি, তা মলিন হয়ে যাবে। না জানি সুনন্দার কি মহিয়সী রূপ বারীনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল! কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, একটা বিশেষ কিছু সুনন্দার মধ্যে বারীন অবশ্যই দেখিয়াছিল, নতুবা বারীনের মত একজন অপ্রেমিককে সুনন্দা হঠাৎ প্রেমিক বানাইল কেমন করিয়া? ইহা তো বারীনের বন্ধুরা কল্পনা করিতে পারে নাই কোনও দিন।

কিন্তু বারীন বড়ই অসহিষ্ণু এবং অধীর, সে কেন সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া অস্থির হইয়া ছুটিয়া পলাইল? কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে সে কি একটিবার সুনন্দাদের বাড়িতে আসিতে পারিত না? সুনন্দাকে সোজাসুজি না বলুক, সুশোভনকেও কি বলিতে পারিত না, সুনন্দার নাচ তাহার মনে কি ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে এবং মনের দুঃখে সে প্রফেসারি ছাড়িয়া নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিতেছে? সুনন্দা যদি বারীনের অভিপ্রায় ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত,

তবে বারীনকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য, বারীনের দুঃখ মোচনের জন্য সে নাচ কেন, যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইত। কিন্তু বারীন কোনও নালিশ জানাইল না, নীরবে চলিয়া গেল। বারীনের তেজস্বিতা ও আত্মাভিমান বারীনকে থামিতে দিল না, ভাবিতে দিল না,—এক মুহূর্তে ভাসাইয়া লইয়া গেল এমন জায়গায়, যেখানে সুনন্দা নাগাল পায় না। আর নাগাল পাওয়ার চেষ্টাও বিশেষ করে নাই, কারণ সে জানিত না বারীনও তাহাকে এত ভালবাসে। এই অচিন্তনীয় ঘটনাটি যেমন করিয়া হউক সুনন্দাকে জানাইয়া দেওয়া বারীনের উচিত ছিল। সত্যকে ব্যক্ত করিতে বারীনের মত লোক কেন যে লজ্জা বা অপমান বোধ করিল, সুনন্দা ভাবিয়া পায় না। বারীন অবশেষে সুনন্দার প্রেমে পড়িয়াছে—এই সুখবরটি সুনন্দা যদি অবগত থাকিত, তবে সুনন্দা সেদিন প্রকাশ্য ভাবেও বারীনকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে দ্বিধা করিত না। কেন না, সেই চেষ্টার মধ্যে একটা স্পর্দ্ধা, একটা আনন্দ ছিল। নিজেকে সুখী করিবার জন্য সুনন্দা হয়তো এক পাও নাড়িতে পারে না ; কিন্তু বারীনকে সুখী করিবাব জন্য সুনন্দা অনেক কিছু করিতে পারে।

বারীনকে সে স্পষ্টই বলিত, আমি নাচলে বা যা করলে

তোমার কল্পনার সুনন্দা কদর্য হয়ে যায়, তা কি আমি করতে পারি? আমাকে তুমি কি দৃষ্টিতে দেখেছ, আমার কাছে তুমি কি পেতে চাও, তা কি আমাকে জানতে দিয়েছ কোনদিন যে, আমি নিজেকে তোমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাবার যোগ্য ক'রে তুলব? তুমি ভুল করছ, আমার সম্বন্ধে তোমার নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই।

কিন্তু হৃদয়ের সত্যকে বারীন ব্যক্ত করে নাই। শুধু নিজের দুঃখকে কায়েম করিবার জন্য সুনন্দার এক তরফা বিচার করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় বুঝিতে পারে নাই, অভাগিনা সুনন্দার দুঃখও কায়েম হইল সেই দিন হইতে। কারণ সুনন্দা যে তাহাকে ভালবাসে, তাহা তো বারীন অবগত ছিল না। অবগত থাকিলে নিশ্চয়ই বারীনের মত দয়ালু লোকের পক্ষে সুনন্দার 'পবিত্র প্রেমের' অমর্যাদা করিয়া চুপে চুপে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া আসা সম্ভব হইত না। সেই হিসাবে এ কথা সত্য যে, বারীন জানিয়া শুনিয়া সুনন্দাকে দুঃখ দেয় নাই।

এখন সুনন্দার স্বরূপ ক্রমে ক্রমে বারীনের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সুনন্দা আত্মগোপন করিবার জন্য মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিয়াও শেষ পর্যন্ত সফল হয়

নাই। মিস মজুমদার সুনন্দায় পরিণত হইয়াছে এবং বারীনের এখন জানিতে বাকি নাই, সুনন্দা কি চায়!

কিন্তু ঘটনার চিত্রপটে আর একটি মেয়ে আজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সে সোফিয়া। তাহাকে ভুলিলেও চলিবে না।

বারীনের সহিত সোফিয়ার বিবাহ এক প্রকাব স্থির হইয়াই আছে। বারীনের প্রস্তাবে সোফিয়া আজ রাজি হইতেছে না, কাল হইবে, কারণ বারীনকে সে স্বামীরূপে পাইতে নিশ্চয়ই চায়, মুখে যাহাই বলুক। তাহা ছাড়া, এ কথাও ঠিক, বারীনকে সে যথেষ্ট ভালবাসে। এই ভালবাসাব অমর্যাদা বারীন করিতে পারে না। প্রধানত সেইজন্যেই বারীন সোফিয়াকে বিবাহ কবিবার প্রস্তাব করিয়াছে। সোফিয়া তাহার গুণে এবং সদব্যবহারে বারীনকে মুগ্ধ কবিয়াছে। বারীনের মানসপটে সুনন্দা হয়তো সোফিয়ার চেয়ে বেশি স্থান অধিকাব করিয়া রহিয়াছে আজও, কিন্তু সোফিয়ার স্থানও নিতান্ত কম নয়। এই সোফিয়ার সহিত বারীনের বিবাহ না হইয়া পাবে না। কিন্তু সুনন্দার দুঃখ এই যে, বারীন এই বিবাহে ঠিক সুখী হইবে না। অথচ সুনন্দা যে এ বিষয়ে কি কবিতে পাবে, তাহাও ভাবিয়া পায় না।

রিহার্সাল নিয়মিত চলিতেছে। বারীনের সহিত ক্লাবে রোজ স্থনন্দার দেখা হয়। কিন্তু স্থনন্দা বারীনকে একেবারে এড়াইয়া চলে। বারীনও যেন অত্যন্ত অন্য-মনস্ক। রায় মাঝে মাঝে স্থনন্দাকে উপলক্ষ্য করিয়া একথা সেকথা বলে বারীনের কাছে, বারীন সাড়া দেয় না; দিলেও তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া যায়।

রায় রহস্য করিয়া বলে, মিস্টার সিকদার, আধুনিক গান আপনি মিস মজুমদারের কাছে এখনও শিখতে পারেন মনে হচ্ছে।

বারীন মৃদু হাসিয়া সংক্ষেপে বলে, তাই শিখব ভাবছি।

স্থনন্দা কিছুই বলে না।

রায়ের অবশ্য বোঝার ভুল। স্থনন্দার গলা বারীনের চেয়ে মিষ্ট এ কথা ঠিক; কিন্তু শিখিতে হইলে স্থনন্দারই বারীনের কাছে শেখা উচিত। সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ বলিয়া রায় ঠিক উল্টা বুঝিয়া বসে। কিন্তু স্থনন্দার ইচ্ছা হয় না, এই সব লইয়া কোনও আলোচনা করে।

কি কুক্ষণে সেদিন বারীনকে সে ফাঁকি দিয়া বাড়িতে আনিয়াছিল। সেই দিন হইতে মন স্থনন্দার একেবারে খারাপ—কিছুই ভাল লাগে না।

টেলিফোন বাজিয়া উঠিলে মনে করে, সোফিয়া বুঝি ডাকিতেছে! কিন্তু সোফিয়া ডাকে না, ডাকে হাসপাতালের বন্ধুরা।

রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া যায় জানালার কাছে। ভাবে, সোফিয়া বুঝি আসিতেছে বারীনকে সঙ্গে লইয়া!

সোফিয়াকে সত্যই সুনন্দার একান্ত প্রয়োজন। অথচ সোফিযাকে কি যে বলিবে, তাহা ভাবিয়া পায় না।

সোফিয়ার কাছে সে নিজে যাইবে কিনা মাঝে মাঝে ভাবে। যাওয়ার প্রথম বাধা এই, বারীনের বাড়িতে গেলে সাফিয়াকে একান্তে পাওয়া যাইবে না; হয়তো বারীনও সেখানে হাজির থাকিবে। যাওয়ার দ্বিতীয় বাধা সোফিয়ার কাছে যদি তাহার বর্তমান মনের অবস্থা ধরা পড়িয়া যায় তবে তো মুশকিল। সুনন্দা ইতস্তত করে, কি করিবে।

যাহা হউক, সুনন্দার আর যাইতে হইল না, সোফিয়া স্বয়ং একদিন অপরাহ্ণে আসিয়া হাজির হইল। সোফিয়াকে দূর হইতে দেখিয়া সে মৃদু হাস্যে অভ্যর্থনা করিল বটে, কিন্তু তাহার বুকের মধ্যে ধুক্‌ধুক্ করিতে লাগিল। না জানি, সোফিয়া কি বলিতে আসিয়াছে!

বারীনের সহিত তাহার বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে বোধ হয়। হয়তো সেই সংবাদই সুনন্দাকে দিতে আসিয়াছে সোফিয়া।

সোফিয়া সুনন্দার সহিত করমর্দন করিয়া হাসিয়া কহিল, আহা কৃষ্ণের বিরহে শ্রীমতী রাধার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। হাসলে কি হয়! আমার কাছে কিছু লুকোতে পারবে না লক্ষ্মী।

সোফিয়া এসব বলে কি? সে আজ এমন নূতন সুরে নূতন নূতন কথা বলিতে আরম্ভ করিল কেন? সুনন্দা বলিল, ব্যাপার কি? আপনি এসব কি বলছেন, বুঝতে পারছি না।

সবই বুঝতে পারবে, একটু সবুর কর।—সোফিয়া কহিল, কিন্তু 'আপনি' আর আমাকে ব'লো না বোন। আমরা দুজনে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছি ক্রমে ক্রমে। তা ছাড়া আমরা নিশ্চয়ই সমবয়সী। মনে কর, আমি তোমার বোন। মনে করতে পার নাকি?

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, পারি।

সোফিয়া কহিল, পার তো? যাক, নিশ্চিন্ত হলুম। শোন, আমি প্রধানত এখন যে জন্যে এসেছি তোমার কাছে, সেইটে আগে বলি।

সুনন্দা অধীর হইয়া উঠিল সোফিয়ার বক্তব্য শুনিবার জন্য।

সোফিয়া বলিল, আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি তোমাকে। বিয়ে কাল। তুমি যাবে কিনা বল!

কাল সোফিয়ার বিয়ে বারীনের সঙ্গে! সোফিয়া বুঝি বিয়ের আয়োজনে এই কয়দিন ব্যস্ত ছিল, তাই সুনন্দাকে একবারও স্মরণ করিতে পারে নাই।

সুনন্দা একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, হ্যাঁ, যাব।

আমার বাড়ি তুমি নিশ্চয়ই চেন? সেদিন গিয়েছিলে—রাস্তা মনে আছে তো?

হ্যাঁ।

যাক, ভালই হয়েছে। আর গাইড পাঠানোর দরকার হবে না। একটু থামিয়া বলিল, এক কাজ ক'রো ভাই, যাওয়ার পথে সিকদারকে সঙ্গে নিয়ে যেও। তাকেও আমি এই পথে নিমন্ত্রণ ক'রে যাচ্ছি।

সুনন্দা বিদ্রূপ করিয়া কহিল, বিয়ে করার জন্য পাত্রকে নিমন্ত্রণ করতে হয় নাকি এ দেশে?

সোফিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এতক্ষণ ধ'রে তুমি বুঝি ভাবছ, আমার বিয়ে হচ্ছে সিকদারের সঙ্গে? না না, তোমার বোঝার ভুল। আমার হবু

স্বামী একজন ইন্দোনেশিয়ান—স্থানীয় যুবক-সঙ্ঘের নেতা। কাল তোমাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। সিকদারকে নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছি—বিয়ে দেখার জন্যে, বিয়ে করবার জন্যে নয়।

সুনন্দা অবাক হইয়া সোফিয়ার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সোফিয়া এ কি করিতেছে! বারীনের তবে কি উপায় হইবে?

সোফিয়া কহিল, অমন ক'রে চেয়ে রইলে কেন? ভাবছ কি?

ভাবছি, মিস্টার সিকদারের অদৃষ্টের কথা।

সোফিয়া হাসিয়া বলিল, সিকদারের প্রস্তাবে আমি রাজি হই নি। তাকে ভালবাসি, কিন্তু তার স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই—কারণ আমি জানি, আমি তাকে সুখী করতে পারতুম না। আর তাকে সুখী করতে না পারলে নিজেই বা সুখী হতুম কেমন ক'রে?

সুনন্দা কহিল, কিন্তু যে বিয়ে আপনার কাল হতে যাচ্ছে, এই বিয়েতে কে সুখী হচ্ছে?

সোফিয়া বলিল, আমি নিজে সুখী হচ্ছি। কারণ সিকদার ও সিকদার যাকে পেতে চায় তার সুখের পথটা আমি খোলা রেখে দিলাম।

মিস্টার সিকদার কাকে পেতে চান ?—সুনন্দা কহিল।

সুনন্দাকে। সোফিয়া হাসিয়া কহিল, অন্তত সুনন্দার মত যাকে দেখতে, তাকে—অর্থাৎ তোমাকে।

মিথ্যে কথা।—সুনন্দা বলিল, এটা আপনি নিজেই বানিয়ে বলছেন, এটা তাঁর মনের কথা তো নয়ই, মুখের কথাও নয়।

সোফিয়া উঠিল। শান্তভাবে কহিল, তবে আপাতত মিথ্যেবাদী হয়েই রইলুম। এখন উঠি। কাল সিকদারকে নিয়ে আমাদের বাড়ি যেও কিন্তু। একটু থামিয়া বলিল, পরশু থেকে সিকদারের খোঁজ-খবর আমি রাখি না। জানি না, সে কি ভাবছে আর কি করছে! শুভলক্ষণ এবার দেখছি এই যে, আমার কাছে সে আর যায় নি। ঠিক এই আমি চাচ্ছিলুম। আবার একটু থামিয়া কহিল, চরিত্রহীন হোক আর যা হোক, সিকদার একটা দামী লোক। তাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার, তাকে সুস্থির রাখা দরকার—তুমি দেখো বোন, সে যেন কষ্ট না পায়। তুমি যদি সুনন্দা হও, তবে এক্ষুণি সিকদারের কাছে ছুটে যাও; সে তোমাকে হারিয়ে কি দুর্গতি ভোগ করছে গিয়ে দেখ। আর আমি জানি, দুর্গতি তোমারও যথেষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থা আর চলতে দিও না বোন।

তোমরা যখন পরস্পরকে এতখানি ভাল বেসেছ, তখন তোমাদের মধ্যে অমিল থাকতে পারে না। কিন্তু সেই মিলন যত শিগগিরই হয়, ততই মঙ্গল। তোমাদের জীবনের মূল্যবান দিনগুলি চ'লে যাচ্ছে কিন্তু।

সোফিয়া চলিয়া গেল।

সুনন্দা অবাক হইয়া সোফিয়ার গমন-পথের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

আশ্চর্য মেয়ে এই সোফিয়া! ইহাকে প্রথম যেদিন সুনন্দা দেখিয়াছিল, সে ভাবিয়াছিল, সোফিয়া বুঝি বারীনের আশ্রিতা অথবা রক্ষিতা—বাটাভিয়ার রাস্তাঘাটে সচরাচর যে সব ইন্দোনেশিয়ান রূপসী দেখিতে পাওয়া যায়, সে তাহাদেরই এক শ্রেণীর। সোফিয়া একাধারে বারীনের পরিচারিকা, বারীনের স্ত্রী এবং বারীনের ঘরের গৃহিণী। বারীন ইহাকে অর্থের দ্বারা এক রকম কিনিয়া রাখিয়াছে। বারীনের কথায় সে উঠে বসে, বারীনের হুকুম তামিল করিয়া যাওয়াই তাহার ধর্ম, বারীনকে সে ভাল বাসুক না-বাসুক বারীনের নিকটে সে নিজের দেহ-মন বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সোফিয়ার নিজস্ব কোনও সত্তা নাই, নিজস্ব কোনও মতামত বা কোনও

অভিযোগ নাই, সোফিয়া শুধু বারীনের অভিপ্রায়কেই চরিতার্থ করিতে চায় দ্বিধাহীন ভাবে।

বারীনকে যাহা কিছু সে দেয়, তাহা সুদে আসলে পোষাইয়া লয় বারীনের নিকট হইতে ব্যাঙ্কের চেক আদায় করিবার সময়। বারীন ও সোফিয়ার মধ্যে সম্পর্ক যদি কিছু থাকে, তাহা একমাত্র লেন-দেনের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সুনন্দা সেদিন সোফিযাকে চিনিতে পারে নাই।

অবশ্য সোফিয়ার সহিত সে যতই পরিচিত হইতেছিল, ততই ধারণা তাহার বদলাইতেছিল। সোফিয়ার সরলতা, বুদ্ধিমত্তা, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি গুণগুলির দিকে ইতিপূর্বেই সুনন্দার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সুনন্দা শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিল, বারীনকে সোফিয়ার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহাও বুঝিয়াছিল, সোফিয়া যদি বারীনকে পাইবার দাবি করে তবে সে দাবি কোনও দিক দিয়াই অসঙ্গত বা অসমীচীন হয় না। এবং সুনন্দার চেয়ে বারীনকে পাইবার দাবি সোফিয়ার অনেক বেশি।

সুনন্দা বারীনকে ভালবাসে—সে কথা ঠিক। কিন্তু বারীনের জন্য সে কি করিয়াছে আজ পর্যন্ত? সে বরং বারীনের জীবনকে দুঃখময় করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া

বসিয়া আছে, এবং বারীনের সেই দুঃখময় জীবনে যাহা কিছু সুখের ছিটেফোঁটা, তাহা দিয়াছে সোফিয়া। ছিটে-ফোঁটা বলিলেও ঠিক বলা হয় না, বারীনকে সোফিয়া প্রচুর দিয়াছে। নিজের দেহটাকে বোধ হয় দিতে বাকি রাখিয়াছিল, তাই আজ অনায়াসে বারীনকে ত্যাগ করিতে পারিল। নতুবা বারীনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা সোফিয়ার ক্ষমতায় কুলাইত না; অন্তত তাহাতে বিবেকের সম্মতি সে পাইত না। সুতরাং আজ প্রমাণ হইল, বারীনের জন্য সোফিয়া কত বড় মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে লইয়াছিল এতদিন বারীনের সঙ্গে এক ঘরে রাত্রি যাপন করিয়া! তাহা ছাড়া, কি আশ্চর্য চরিত্রবল এবং আত্মসম্মানবোধ এই ইন্দোনেশিয়ান সুন্দরীর! এমন অদ্ভুত মেয়ের সংস্রবে সুনন্দা ইতিপূর্বে কখনও আসে নাই।

সোফিয়ার শেষের কথা কয়টি বিশেষ অর্থপূর্ণ। সে বারীনকে এড়াইতে চাহিতেছে, অথচ বারীনের জন্য তাহার উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। সে দূরেই থাকিবে; কিন্তু দেখিতে চায়, বারীনের কোনও দুঃখ কষ্ট নাই, কোনও অতৃপ্তি নাই। সে আর কিছু চায় না, শুধু চায় বারীন সুখে থাকুক, জীবন-সংগ্রামে বারীনের জয় হউক।

সোফিয়া প্রকারান্তরে বলিয়াছে, বারীনের এখন চাই

একটি জিনিস—সেই জিনিস পাইলেই বারীনের সব পাওয়া হইবে—সে সুনন্দা।

বারীনের অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী সোফিয়া অধীর হইয়া সুনন্দাকে তিরস্কার করিয়াছে। "তুমি যদি সুনন্দা হও, তবে এক্ষুণি ছুটে যাও সিকদারের কাছে। সে তোমাকে হারিয়ে কি দুর্গতি ভোগ করছে, গিয়ে দেখ।" সোফিয়া এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছে, "আর আমি জানি, দুর্গতি তোমারও যথেষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থা আর চলতে দিও না।"

সোফিয়ার সাবধানবাণী আজ যেন দৈববাণীর মত মনে হইতেছে। সুনন্দা আর অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। একটা কিছু করা দরকার, এবং শীঘ্রই করা দরকার। আত্মাভিমানকে আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। নীতির চুলচেরা বিচার করিয়া আর সময় নষ্ট করা যায় না। সোফিয়া ঠিকই বলিয়াছে, "তোমাদের জীবনের মূল্যবান দিনগুলি চ'লে যাচ্ছে কিন্তু।"

সত্যই তো, সুনন্দা ও বারীনের জীবনের উপর দিয়া গত চার বছর যাবৎ কি নিদারুণ ঝড়ই না বহিয়া যাইতেছে! বারীন হইয়াছে ছন্নছাড়া, মতিচ্ছন্ন এবং

লক্ষ্মীহীন, এবং সুনন্দা হইয়াছে একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব, নেই সুখ-দুঃখ বোধ, নেই ভাল-মন্দের বিচার—দরদী পরিজনদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই কঠিন নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতেছে। এই পথে সুনন্দা কেন আসিয়াছিল, আসিয়া কি পাইয়াছে এবং কি হারাইয়াছে—এই সব দুরূহ তত্ত্ব লইয়া সে মাথা ঘামায় না। যে খাকীকে সে একদা নিদারুণ ঘৃণা করিত, সেই খাকী স্বচ্ছন্দে পরিয়া সে প্রত্যহ ঠিক সময়ে হাসপাতালে হাজির হয়। সারাদিন কতকগুলি পীড়িতের সেবা স্বহস্তে সে করিতে পারে, এই আত্মপ্রসাদই বোধ হয় তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নতুবা সে কোন্ কালে হার্টফেল (heartfail) করিয়া মরিয়া যাইত। ওদিকে বারীনও দুঃখ ভুলিবার জন্য সুনাম-দুর্নামের বিচার না করিয়া যাহা খুশি করিয়া বেড়ায়, একলা থাকিতে পারে না—একলা থাকিলে নিজের দুঃখ ও দুরবস্থা উপলব্ধি করিয়া হৃদয় তাহার হাহাকার করিয়া উঠে।

সেদিন সুনন্দা যথাসময়ে রিহার্সালে গেল এবং একটু প্রস্তুত হইয়াই গেল। সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান আজই করিতে হইবে। সুনন্দা আর স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলিতে পারে না।

অন্যান্য দিনের মতই মামুলীভাবে রিহার্সাল শেষ

হইল। সুনন্দা একটুও ব্যক্ত হইতে দিল না তাহার মনের পরিবর্তিত অবস্থা। বারীনের সহিত কথা কহিল না—পারতপক্ষে বারীনের দিকে তাকাইল না পর্যন্ত। কিন্তু লক্ষ্য করিল, অন্যান্য দিনের চেয়ে বারীনের মন প্রফুল্ল। সুনন্দার সহিত গায়ে পড়িয়া কথা কহিল না বটে, কিন্তু রায় এবং অন্যান্য মেয়ে ও পুরুষ আর্টিস্টদের সঙ্গে চপল-ভাবে হাস্য-পরিহাসে মাঝে মাঝে সময় কাটাইল। রায় দুই-একবার সুনন্দাকে তাতাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল। সুনন্দা লক্ষ্য করিল, রায়ের অবস্থা দেখিয়া মেয়েদের মধ্যে দুই-একজন লুকাইয়া লুকাইয়া হাসিতেছে।

নিজের কাজ শেষ হইবামাত্র সুনন্দা 'গুড নাইট (good night)' বলিয়া বিদায় লইল। যাইতে যাইতে কি যেন ভাবিয়া ফিরিয়া চাহিতেই বারীনের সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল—দেখিল, বারীন সুনন্দার চলিয়া যাওয়া লক্ষ্য করিতেছে।

সুনন্দা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া হন্‌হন্ করিয়া নামিয়া রাস্তায় আসিল। গাড়ি স্টার্ট দিয়া ভাবিতে লাগিল, কোন্ দিকে যাইবে! খানিক দূর চলিবার পর অন্যমনস্ক ভাবে বারীনের বাড়ির দিকে গাড়ি ছুটাইয়া দিল।

বাংলোর সামনে গাড়ি থামাইয়া দেখিল, ভিতরের দিকের ঘরগুলিতে আলো জ্বলিতেছে। সোফিয়া চলিয়া যাওয়ার পর বারীন হয়তো নূতন চাকর-বাকর নিযুক্ত করিয়াছে বাড়ীর গৃহিণীর কাজ গুলি করাইবার জন্য, নতুবা এতগুলি ঘরে এ সময়ে আলো জ্বলিবে কেন—বারীন তো এখন বাহিরে!

সুনন্দা গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। দেখিল, সে যাহা ভাবিয়াছে তাহাই ঠিক।

বারীনের নিজস্ব আরদালী তো আছেই, তাহা ছাড়া আরও তুইটি লোক নূতন বহাল হইয়াছে। সুনন্দা মনে মনে খুশি হইল।

রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিল, রান্না কতক হইয়া গিয়াছে। সবই ইংরেজী খানা।

ভাঁড়ার-ঘরে তরকারী এবং কিছু চাল খুঁজিয়া পাওয়া গেল।

সুনন্দা বাবুর্চিকে বলিয়া দিল, সে আজ তাহাদেব বাড়ি অতিথি। তাহার জন্য যেন ভাত এবং তরকারী রান্না হয়।

লোকগুলা সুনন্দাকে দেখিয়া যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। একজন আসিয়া তাড়াতাড়ি বারীনের

বসিবার ঘরের বাতি জ্বালাইয়া দিল এবং বিনীত ভাবে বলিল সুনন্দাকে সেখানে গিয়া বসিতে। সুনন্দা বারীনের শয়ন-ঘরের আলো জ্বালাইয়া দিতে বলিল। তখনই তাহার আদেশ প্রতিপালিত হইল এবং বসিবার ঘরের বাতি নিবানো হইল।

সুনন্দা বারীনের শয়ন-ঘরে ঢুকিয়া কয়েক সেকেণ্ড নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সোফিয়ার খাটখানি এখনও ঠিক সেইখানে রহিয়াছে। বিছানা আর পাতা হয় নাই, এক পাশে গুঠানো। আজ সোফিয়ার অভাবে বাড়িটা যেন শূন্য মনে হইতেছে।

সুনন্দা আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের প্রতিবিম্বটা তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাকে যেন রোগা রোগা দেখাইতেছে! এমন কেন হইল? চার বছর পূর্বে যখন সে দেশছাড়া হয় নাই, তখন তাহার মুখে চোখে যে লাবণ্য ছিল, তাহা যেন আর নাই। পরিজন ও বন্ধু-মহলে তাহার রূপেরও খ্যাতি ছিল একদিন, তাহার নিজেরও মাঝে মাঝে এ জন্য গর্ববোধ হইত। কিন্তু আজ তো আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তখনকার মত গর্ব বোধ হয় না সুনন্দার। এমন কেন হইয়াছে?

কাপড়টা বুকের উপর হইতে প্রায় পড়িয়া গিয়াছে,

মাথার চুলগুলি এলোমেলো হইয়া গিয়াছে, এই সব ছোটখাট ত্রুটিগুলি সুনন্দা তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল।

একখানি মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সুনন্দা সময় কাটাইতে লাগিল। বারীনের আজ ফিরিতে এত দেরি হইতেছে কেন ?

আটটা, নয়টা, দশটা—এমন কি এগারোটা বাজিয়া গেল। সুনন্দা আর বসিতে পারে না, বারীনের খাটে আসিয়া সটান শুইয়া পড়িল। মাসিক পত্র পড়িতে পড়িতে কখন যে অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা টেরও পাইল না।

বারো

বারীন এক সময় ভাবিত, সোফিয়া ছাড়া তাহার একদিনও চলিতে পারে না। কিন্তু এখন দেখিল, সোফিয়া ছাড়াও তাহার দিন এক রকম চলিয়া যায়।

সোফিয়া যখন তাহার বিবাহের খবর বারীনকে প্রথম শুনাইল, তখন বারীন বিশ্বাস করে নাই। বারীন ভাবিল, সোফিয়া তাহার মন বুঝিতে চায় মাত্র। তাই হাসিমুখেই বারীন বলিয়াছিল, আমি আশীর্বাদ করি, তুমি বিয়ে ক'রে যেন সুখী হও।

সোফিয়াও হাসিয়া বলিয়াছিল, সুখী হবার জন্যেই তো বিয়ে করছি। কিন্তু আমি কি ইচ্ছা করলেই আমাকে সুখী করতে পারি? ওটা অদৃষ্টের উপরই ছেড়ে দিতে হয়।

সোফিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, তুমি বিশ্বাস করছ কিনা জানি না, কিন্তু বিয়ে আমি সত্যিই করছি এবং তোমার বাড়িতে গিন্নীপনা আজই আমার শেষ হ'ল। আমার মিনতি, তুমি আর আমার খোঁজ-খবর নিও না।

বারীন কহিল, আচ্ছা, আজ থেকে তোমাকে ভোলবার চেষ্টাই করছি। সুনন্দাকে যদি ভুলতে পেরে থাকি, তবে

তোমাকেও ভুলতে পারব। মনটা না হয় মাঝে মাঝে পুড়বে তোমার জন্যে, যেমন সুনন্দার জন্যে পুড়ছে। তা পুড়ুক, ওতে আমি অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি।

সোফিয়া বলিল, দেখ, তোমার হিতৈষী হিসেবে আমি তোমাকে এই শেষবার অনুরোধ করছি, সুনন্দার জন্যে তোমার মনকে আর পুড়তে দিও না। মন যথেষ্ট পুড়িয়েছ, আর কেন? এইবার সুনন্দা যেখানেই থাক্, তাকে খুঁজে বার কর, আলস্য ছাড়। মনকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মনে যে প্রকাণ্ড ক্ষত বানিয়েছ, তা সারতে হ'লে সুনন্দাকে তোমার চাই। সুনন্দার এক পাশে তোমার মনের কোণে আমার স্থান একটু হয় হবে, না হয় না হবে।

সোফিয়া চলিয়া গেল।

বারীন বুঝিল, সোফিয়া আন্দাজ করিয়াছে, মিস মজুমদারই সুনন্দা এবং সোফিয়া চায় বারীনের সহিত সুনন্দার অবিলম্বে মিলন হউক। প্রধানত সেই জন্যই সোফিয়া সরিয়া যাইতেছে এবং তাহার সরিয়া যাওয়াটা পাকা করিবার জন্য শীঘ্রই অন্য কোনও পুরুষের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিতেছে।

সোফিয়ার মহত্ত্ব বারীনের হৃদয় স্পর্শ করিল এবং সোফিয়ার প্রতি মমতা বারীনের আরও বাড়িয়া গেল।

কিন্তু বারীন স্থির করিল, সোফিয়াকে আর সে বাড়িতে টানিয়া আনিতে যাইবে না। যেমন করিয়া হউক, সে একলাই থাকিবে। বাড়ির নির্জনতা দূর করিবার জন্য সে আরও দুইজন ছোকরা-গোছের চাকর নিযুক্ত করিল।

নিজের লাইব্রেরি-ঘরে যাওয়া সে এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। এখন আবার প্রত্যহ দুই-এক ঘণ্টা লাইব্রেরির পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। বহুকাল আগের পুরাতন অভ্যাসে ফিরিয়া যাওয়ার একটা আন্তরিক অভিপ্রায় এবার বারীনের মধ্যে দেখা গেল।

ইতিমধ্যে লরেটো ও ডায়না একদিন আসিয়া হাজির হইল। বারীন লাইব্রেরি-ঘরে তখন পড়িতেছিল, সন্ধ্যার অনেক পরে।

বারীন চিরাচরিত নিয়মে তাহাদিগকে আদব-আপ্যায়নের ত্রুটি করিল না।

লরেটো সোফিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বারীন হাসিমুখে জানাইয়া দিল, সোফিয়া বারীনের কাছে আসা বন্ধ করিয়াছে এবং শীঘ্রই একজন ইন্দোনেশিয়ানকে বিবাহ করিতে যাইতেছে।

মেয়ে দুইটি কথাটা প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিল, কারণ তাহারা জানিত সোফিয়ার সহিত বারীনের

আনুষ্ঠানিক বিবাহ এখনও না হইলেও কার্যত তাহাদের বিবাহ এক রকম হইয়াই গিয়াছে। নতুবা তাহারা নির্লজ্জ ভাবে রাত্রে এক ঘরে শুইত না। তাহাদের এই এক ঘরে শোয়ার মধ্যে কোনও রোমাঞ্চ নাই—এ কথা লরেটো ডায়না প্রভৃতি কোনও দিন বিশ্বাস করে নাই, বরং এই লইয়া তাহারা সোফিয়াকে অনেক সময় ঠাট্টা করিয়াছে বারীনের সামনেও।

অবশেষে লরেটো জিজ্ঞাসা করিল, সোফিয়া চলিয়া যাওয়ার পর বারীনের ঘরে শুইবার জন্য অন্য কোনও উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া গিয়াছে কি না?

বারীন হাসিয়া কহিল, উপযুক্ত মেয়ে এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু লরেটোর যদি মনের জোর থাকে তবে বারীনের ঘরে সোফিয়ার শূন্য খাট আসিয়া দখল করিতে পারে। লরেটো কিছুদিন শুইলে বুঝিতে পারিবে, বারীনের সহিত সোফিয়ার কি সম্পর্ক ছিল!

আরো কিছুক্ষণ হাস্য-পরিহাসের পর লরেটো ও ডায়না বিদায় লইল। যাইবার সময় হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেল, এখন তাহারা বারীনের কাছে প্রায়ই আসিবে এবং সোফিয়ার অভাব পূরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

গত কয়েক দিন সুনন্দার কথা বারীন খুব কমই ভাবিয়াছে। সেদিন প্রায় সারাদিন সুনন্দার বাড়িতে কাটাইয়া আসিবার পর বারীনের অস্থিরতা এখন যেন অনেক কমিয়া গিয়াছে। বারীন যেন সেদিন একটা কিছু পাইয়া আসিয়াছে সুনন্দার কাছে। কিন্তু কি যে পাইয়াছে, তাহা সঠিক বুঝিতেও পারে না, বুঝাইতেও পারে না।

এই বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়া বারীন এইমাত্র বুঝিয়াছে সুনন্দার অশ্রুজল, সুনন্দার দরদ ও সস্নেহ ব্যবহার বারীনকে এমন একটা জিনিস দিয়াছে যাহার সন্ধানে বারীন গত চার বছর ধরিয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছে। বারীনকে সুনন্দা যতই ঘৃণা করুক এবং যতই এড়াইতে চেষ্টা করুক আজ এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইল, হতভাগ্য বারীনের জন্য সুনন্দার হৃদয়ের কোণে এতটুকু স্থান আজও রহিয়াছে। বারীনের মানসপ্রিয়া যে বারীনের বিরহে দিনরাত কাঁদিয়া মরিতেছে, ইহার চেয়ে গর্বের বিষয় বারীনের পক্ষে আর কি থাকিতে পারে? বারীন যদি এ জীবনে আর কিছুই না পায়, তাহাতেও বারীনের দুঃখ নাই। সেদিন সুনন্দার বাড়িতে যাহা পাইয়া আসিয়াছে, তাহাই ভাঙাইয়া সে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন

কাটাইয়া দিতে পারিবে। ওই একটা দিনের স্মৃতি লইয়া সে অনায়াসে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। সে আর কিছুই চায় না।

বারীন লক্ষ্য করিল, রিহার্সালের সময় সুনন্দা খুব কমই কথা বলে—বারীনের সঙ্গে তো কথা বলেই না, এমন কি বারীনের দিকে তাকায়ও না।

বারীন দুঃখিত হইল না। সে বুঝিল, সুনন্দা ঝোঁকের মাথায় বারীনের সামনে মনের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছে এবং কঠোর ভাবে চেষ্টা করিতেছে বারীনকে প্রশ্রয় না দিবার জন্য। বারীন ইহাও বুঝিল, সুনন্দা বারীনকে যতই ভালবাসুক, বারীনের কাছে সমগ্রভাবে ধরা দিবে না কোনও দিন।

গত চার বৎসর যাবৎ নির্বিচারে নানা জাতীয় মেয়ের সঙ্গে মিশিয়া বারীন এত নীচে নামিয়া গিয়াছে যে, একজন আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রমহিলার সান্নিধ্য লাভ এখন বারীনের পক্ষে আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। যাহা হউক, সুনন্দাকে সে আর কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার নিজের পর্যায়ে নামাইয়া দিবে না। সুনন্দার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সে বরং সাহায্য করিবে।

সোফিয়া চলিয়া যাইবার পর বারীন সংকল্প করিল, সে

এখন একলা থাকিবে। হৈ-চৈ করিয়া বহুদিন কাটাইয়াছে, এইবার সে একটু নিভৃত জীবন যাপন করিবে।

ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের অনুষ্ঠানটা হইয়া গেলে বারীন রক্ষা পায়। এই সব সোরগোল তাহার আর ভাল লাগে না।

সোফিয়ার বিয়ের নিমন্ত্রণ বারীন সহজভাবে গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু তাহার কেবল সন্দেহ হইতেছিল, সোফিয়া এই বিবাহে সুখী হইবে কি না!

সোফিয়া বলিল, মিস মজুমদারকেও নিমন্ত্রণ ক'রে এলুম। সে যাবে বলেছে। কিন্তু একলা যেতে হয়তো অসুবিধে হবে তার। তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেও। যাবে তো?

বারীন কহিল, তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। কিন্তু সে যদি কোন কারণে যেতে না পারে, আমি একাই যাব।

সোফিয়া মিনতি করিয়া বলিল, না না, একা গেলে চলবে না। তাকে সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে তোমার। এর যেন অন্যথা না হয়।

সোফিয়াকে বিদায় দিয়া কিছুক্ষণ বারীন মন-মরা হইয়া বসিয়া রহিল। সোফিয়া কাল বিবাহ করিবে, না, আত্মহত্যা করিবে, বারীন ভাবিয়া পায় না।

বারীন যথাসময়ে রিহার্সালে গেল। ক্লাবে সুনন্দার গাম্ভীর্য দেখিয়া সোফিয়ার বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্বন্ধে সুনন্দার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইতে বারীন যেন সঙ্কোচ বোধ করিল। কয়েক বার হাস্য-পরিহাসের অবতারণা করিয়া সুনন্দাকে একটু হালকা করিবার চেষ্টাও বারীন করিল, কিন্তু সফল হইল না। অবশেষে স্থির করিল, সুনন্দার সঙ্গে রিহার্সালের পর তাহার বাড়িতেই যাইবে। আজই বোঝা দরকার, সুনন্দা কি করিবে! সুনন্দার মতামত জানিতে পারিলে বারীন যাহা হয় একটা প্রোগ্রাম ঠিক করিতে পারে সোফিয়ার বিয়েতে যাওয়া সম্বন্ধে।

হঠাৎ বারীন চাহিয়া দেখিল, সুনন্দা তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছে। বারীন কিছু বলিল না।

ভারতীয় শিল্পী-সঙ্ঘের কাজ শেষ হইলে বারীন সোজা সুনন্দার আস্তানায় আসিয়া হানা দিল। কিন্তু সুনন্দা তখনও ফেরে নাই। কোথায় গেল? বারীন আন্দাজ করিল, সুনন্দা ট্যান্‌জন্‌প্রিয়কের দিকে বেড়াইতে গিয়াছে —একটু পরেই ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং বারীন অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল—সুনন্দার

পাত্তা নাই। বারীন অধীর হইয়া রাস্তায় আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। এমন উদ্বেগ সে জীবনে কখনও ভোগ করে নাই।

বারীন এখন কি করিবে? রাস্তায় সুনন্দা কোনও বিপদাপদে পড়িল নাকি? তাহা ছাড়া এত রাত্রি পর্যন্ত সে বাহিরে কোথায় থাকিবে?

সুনন্দার প্রভুভক্ত আরদালীটা তো কাঁদিতেই আরম্ভ করিল।

বারীন স্থির করিল, শহরের পুলিস-হেডকোয়ার্টার-গুলিতে সুনন্দার সম্বন্ধে এই রাত্রেই গিয়া অনুসন্ধান লইবে। কিন্তু রিভল্‌ভার একটা সঙ্গে লওয়া দরকার। বারীন বাড়ি ফিরিল।

এদিকে বারীনের আরদালী ও চাকর দুইটি রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা বারীনের গাড়ি থামিবামাত্র হর্ষ প্রকাশ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল।

বেচারীরা এত রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া বারীনের জন্য অকারণ উদ্বেগ ভোগ করিতেছে দেখিয়া বারীন বিশেষ লজ্জিত হইল। ইহাদিগকে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে বলিয়া যাওয়া বারীনের উচিত ছিল বহুপূর্বে।

যাহা হউক, বারীন পিঠ চাপড়াইয়া সকলকে বাহবা দিল এবং নিজের ত্রুটি স্বীকার করিল। আরদালীকে বলিল, তোরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়্। আমি আবার বেরুব।

আরদালী কহিল, আব কেইসে বাহার যায়েগা। মেম সাহেব আয়া হ্যায়।

মেম সাহেব! সোফিয়া আসিয়াছে বুঝি! কিন্তু বারীন এখন দেরি করিতে পারিবে না। এক্ষুণি বাহির হইতে হইবে। সুনন্দার সন্ধান না করিয়া সে স্থির হইয়া বসিতে পারে না।

মেম সাহেব কোথায়? বারীন শয়ন-কক্ষের দিকে ছুটিল।

কিন্তু শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া বারীন যাহা দেখিল, তাহা বারীনকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। সোফিয়া নয়—এ যে সুনন্দা! সুনন্দা বারীনের অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া শুইয়াছে এবং অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বারীন এখন যাহা দেখিতেছে, ইহা স্বপ্ন, না, সত্য! স্বপ্ন যদি হয়, তবে এই স্বপ্ন যেন না ভাঙে। সত্য যদি হয়, তবে ইহা যেন ক্ষণিকের সত্য না হয়, এই সত্য বারীনের জীবনের চিরন্তন সত্য হউক।

ঘুমন্ত সুনন্দার ক্লিষ্ট সুন্দর মুখখানির দিকে বারীন চাহিয়া রহিল অনিমেষে। সুনন্দা শুধু গুণী মেয়ে নয়, সুনন্দা শুধু তেজস্বী মেয়ে নয়—সুনন্দা সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর। সে যে এত সুন্দর, তাহা বারীন আগে জানিত না।

কিন্তু ভগবান, বারীনের জীবনে তুমি আজ এ কি একটা অদ্ভুত রাত্রি আনিয়া দিলে! আর কয়েক মিনিট পরে বারীন যাহা কিছু দেখিতেছে, সবই যখন মিথ্যায় পরিণত হইবে, তখন হতভাগ্য বারীন স্বর্গ হইতে একেবারে পাতালে আসিয়া পড়িবে না কি? তবে এই প্রহসন কেন?

বারীন আর কিছু চায় না। শুধু চায়, সে যেন প্রত্যহ রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া দেখিতে পায়, সুনন্দা ঠিক এমনি করিয়া ঘুমাইয়া আছে। সুনন্দার ঘুম বারীন কখনও ভাঙাইবে না, সুনন্দাকে এতটুকু বিরক্ত বারীন করিবে না, শুধু ঘুমন্ত সুনন্দাকে একবার চুপিচুপি আসিয়া দেখিয়া অন্য ঘরে গিয়া শুইবে। সুনন্দার সহিত একটি কথাও সে বলিতে চায় না।

সুনন্দাকে জাগানো দরকার এক্ষুণি। বেচারী না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—নতুবা বারীন ওকে কিছুতেই

জাগাইত না। জাগাইলে রূঢ় বাস্তব আসিয়া দেখা দিবে, বারীনের রঙিন আবেশ ভাঙিয়া যাইবে।

তবু সুনন্দাকে জাগাইতে হইবে। বারীন আস্তে আস্তে ডাকিল, সুনন্দা! জবাব না পাইয়া আবার একটু জোরে ডাকিল, সুনন্দা! কিন্তু সুনন্দা সাড়া দিল না। তবে কি সুনন্দাব গায়ে নাড়া দিতে হইবে? না না, সে হয় না, সুনন্দাকে ছুঁইতে বারীন পারিবে না। সুনন্দা জাগিয়ে কি মনে করিবে?

অবশেষে অনেকক্ষণ ইতস্তত করিয়া বারীন বেশ চেচাইয়া ডাকিল, সুনন্দা!

এবাব সুনন্দা নড়িল, চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, সন্মুখে বারীন। সুনন্দা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

কোথায় ছিলে! এ যে কৈফিয়ৎ তলব! মধুর—অতি মধুব! বারীন যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, সুনন্দা যেন প্রতি রাত্রে বাবীনের নিকট এইরূপ কৈফিয়ৎ তলব করে। বাবীনের জীবন কৈফিয়ৎ দিয়া দিয়া ধন্য হইবে।

সুনন্দা বলিল, কথা বলছ না যে! কোথায় ছিলে?

বারীন হাসিয়া কহিল, সব বলছি। চল, আগে খেয়ে

আসি। রাত প্রায় বারোটা—চাকরবাকরগুলোর কষ্ট হচ্ছে।

সুনন্দা আপত্তি করিল না। নীরবে বারীনের অনুসরণ করিল। বারীন ইতিমধ্যে সুনন্দার আরদালীকে টেলিফোনে জানাইয়া দিল, সুনন্দা নিরাপদে আছে এবং রাত্রে বাড়ি যাইবে না।

আহারের পর আবার দুইজনে বারীনের শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল। সুনন্দা একখানি চেয়ারে বসিল। বারীন ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল।

সুনন্দা বলিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন, বললেন না?

বারীন লক্ষ্য করিল, সুনন্দা আগে বলিয়াছিল, 'কোথায় ছিলে', এখন বলিতেছে 'কোথায় ছিলেন'। সুনন্দা ঘুমের ঘোরে যে ভুল করিয়াছিল জাগিয়া সেই ভুল সংশোধন করিয়া লইতেছে। বারীন ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল।

বারীন কহিল, লরেটোর বাড়ি ছিলাম।

লরেটোর বাড়ি!—সুনন্দা সবিস্ময়ে কহিল, এত রাত পর্যন্ত লরেটোর বাড়ি ছিলেন?

বারীন বলিল, হ্যাঁ।

হ্যাঁ!—সুনন্দা চেঁচাইয়া উঠিল, বলতে লজ্জা হচ্ছে না আপনার?

বারীন অবাক হইয়া সুনন্দার মুখের দিকে চাহিল। কহিল, না, লজ্জা কিসের ?

সুনন্দা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, এ কথা আজ আপনি বলতে পারছেন ! ছি ছি ছি ! আপনি ভুলে গেছেন, আপনি কে এবং কার সঙ্গে কথা বলছেন। আপনি লরেটোর বাড়ি থেকে এসেছেন জানলে আপনার মুখ আমি দেখতুম নাকি, আর আপনার সঙ্গে এক টেবিলে খানা খেতুম নাকি ? এই শুভসংবাদ শোনবার জন্যে আমি সন্ধ্যেবেলা থেকে এখানে ব'সে আছি ! উঃ !—সুনন্দার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল।

বারীন একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে মিথ্যা কথা বলিয়া এ কি অনর্থ ঘটাইয়া বসিল ! না না, বারীন ভয়ানক অন্যায় করিয়াছে। এখন কেমন করিয়া ওকে শান্ত করা যায় ? সত্য কথা বলিলেও সুনন্দা বিশ্বাস করিবে কিনা কে জানে ?

বারীন অপরাধীর মত সুনন্দার প্রায় সামনে টেবিলে হেলান দিয়া দাঁড়াইল। কহিল, লরেটোর বাড়িতে গিয়ে যদি অন্যায় ক'রে থাকি, তবে তুমি শাস্তি দাও আমাকে সুনন্দা—ওই যে চাবুক। চাবুক মারার লোক নেই

ব'লেই তো আমি খারাপ হ'য়ে যাচ্ছি। কেঁদ না সুনন্দা, চাবুক হাতে নাও—আমাকে শাস্তি দাও।

শাস্তি দেবার আমি কে? শাস্তি শুধু পেতেই এসেছি আমি। কিন্তু তোমার সুখে আমি বাধা দেব না। একটু থামিয়া সুনন্দা কহিল, একটু আগে রাগের মাথায় যে রূঢ় কথা বলেছি তোমাকে, তার জন্যে শত সহস্রবার ক্ষমা চাই তোমার কাছে।

সুনন্দা উঠিয়া বারীনের খাটের উপর গিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বারীন আস্তে আস্তে উঠিয়া খাটের উপর সুনন্দার পাশে গিয়া বসিল। বারীন আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, কেঁদ না সুনন্দা, অন্তত আজ আমি লরেটোর বাড়ি যাই নি, এতক্ষণ তোমার ওখানেই ছিলাম। তোমার মন বোঝবার জন্যে মিথ্যে কথা বলেছি।

সুনন্দা চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল। কহিল, সত্যি হ'লেও আমি আর বিচলিত হব না। আপনি লরেটোর বাড়ি গিয়েছেন শুনে কাঁদি নি। আমি কেঁদেছি কেন, তা বলতে পারব না। যাক, আমার বাড়ি কেন গিয়েছিলেন বলুন তো?

বারীন ম্লান হাসিয়া বলিল, একটু আগে 'তুমি'

বলছিলে, কেমন মিষ্টি শুনাচ্ছিল! আবার শুরু করলে 'আপনি'! যাক, যা বললে সুখী হও, তাই বল।

সুনন্দা এবার হাসিল। কহিল, ভুল ক'রে কখন 'তুমি' বলেছি সেইটে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাকে লজ্জা দেওয়া হচ্ছে! সে দিন মেডিকেল স্কুলে যে গুরুর কাছে বিজ্ঞান শিখলুম, তাঁকে 'তুমি' ব'লে অসম্মান করলে পাপ হয়, তা আমি বুঝি। এইবার আসল কথাটা বলুন। পথ ভুলে আমার বাড়ি এত রাত্রে কেন গিয়েছিলেন?

পথ ভুলে এত রাত্রে কেন গিয়েছিলেন,—বারীন সুনন্দার ইঙ্গিতগুলি লক্ষ্য করিল। হাসিয়া বলিল, গিয়েছিলাম—আপনি একা থাকেন, একা থাকতে আপনার কষ্ট হয় কিনা দেখতে গিয়েছিলাম।

কষ্ট হয় কিনা দেখতে রাত্রে যদি যান, পুলিস ডেকে ধরিয়ে দেব কিন্তু। সাবধান!—সুনন্দা হাসিয়া কহিল, কিন্তু আমাকে যদি আবার 'আপনি' বলেন, তবে সটান বাড়ি চ'লে যাব তক্ষুণি, আপনার সঙ্গে আর কথাই কইব না।

বারীন কহিল, আমার সঙ্গে যদি রাগ ক'রে কথা না-বল তবে কষ্ট আমার একার হবে না, কষ্ট তোমারও হবে আমি জানি। কিন্তু পরস্পরকে ভুল বুঝে কষ্ট আমরা

তো অনেক দিন করলুম। আর কেন? তুমি আর কিছু না হোক, অন্ততঃ আমার বন্ধু হ'তে তো পার।

বন্ধু হ'তে পারি কিনা বিবেচনা ক'রে দেখছি।—সুনন্দা মিনতি করিয়া বলিল, কিন্তু দোহাই আপনার, আমার ওখানে কেন গিয়েছিলে সেইটে বলুন।

বারীন হাসিয়া কহিল, তুমি আমার এখানে এসে আমার বিছানাটি দিব্যি দখল ক'রে ঘুমুচ্ছিলে কেন বল দেখি?

পরখ ক'রে দেখেছিলাম, আপনার বিছনায় শুয়ে তাড়াতাড়ি ঘুম পায় কিনা! এই বিছনায় যদি ভবিষ্যতে কোনদিন শুতে হয়, বলা যায় কি? সুনন্দা হাসিয়া বারীনের দিকে চাহিল।

বৃথাই আমাকে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছ।—বারীন ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, আমি জানি, এই বিছানায় তুমি শুতে আসবে না, প্রাণ গেলেও না।

আপনার ধারণা যে ভুল, তাই প্রমাণ করবার জন্যে তবে কাল থেকেই এই বিছানা এসে দখল করছি। কিন্তু আপনাকে অন্য ঘরে শুতে হবে। সোফিয়ার মত মনের জোর আমার নেই।

বারীন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, সত্যিই সোফিয়া

অদ্ভুত মেয়ে! এখন বোধ হয় তুমি বুঝেছ, তার সতীত্বের জোর কতখানি! সে সর্বদাই আমার কাছে থাকত; কিন্তু সর্বদাই আমাকে দূরে রাখত অতি কঠোরভাবে, একটুও প্রশ্রয় দেয় নি আমাকে। আমার মনে হয়, সে আমাকে ভালবাসত—ভীষণ ভালবাসত। কিন্তু সোফিয়া কোনদিন তা স্বীকার করে নি।

সুনন্দা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে সে কিছুতেই রাজি হয় না। সে বলে—একমাত্র সুনন্দাই তোমার স্ত্রী হবার যোগ্য। তোমার সম্বন্ধে তার কি উঁচু ধারণা! তোমাকে ভক্তি করতে শিখলুম তো আমি সোফিয়ার কাছেই। নইলে আমি তো ক্রমাগতই ভুল ক'রে যাচ্ছিলুম।

যাক, দেখে আশ্বস্ত হলুম যে, আবার 'আপনি'র জায়গায় 'তুমি' আরম্ভ হয়েছে।—বারীন হাসিয়া কহিল, কিন্তু যাই বল সুনন্দা, আমি ভেবে দেখেছি। আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'তে পারে না। আমার স্ত্রী হওয়া তোমার পক্ষে অপমান।

অপমান!—সুনন্দা বিস্মিত হইয়া বারীনের মুখের দিকে চাহিয়া রইল।

হ্যাঁ, অপমান।—বারীন দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, কারণ আমি চরিত্রহীন।

তুমি চরিত্রহীন?

তোমাব যদি বিশ্বাস না-হয়, এই শহরে অনুসন্ধান ক'বে দেখতে পার।

অনুসন্ধান আমি করতে চাই নে। আমি ধ'রে নিলুম, তুমি চরিত্রহীন।—সুনন্দা কহিল, কিন্তু চরিত্রের চুলচেরা বিচার আমি করতে যাব না। জীবনের পিচ্ছিল পথে চলতে গিয়ে তুমি যদি দু-চাব বার আছাড় খেয়ে থাক, তাতে তোমার গৌবব বেড়েছে, না, কমেছে? আমার বিশ্বাস, গৌবব তোমাব বেড়েছে। কারণ, আছাড় না-খেলে মানুষ শক্ত হয় না। তুমি আছাড় খেয়ে খেয়ে যে শক্তি অর্জন করেছ, যে জ্ঞান লাভ করেছ, ক্যাপ্টেন রায়ের মত ভাল ছেলেরা তার শতাংশ পায় নি। সুনন্দা একটু ভাবিয়া বলিল, শুধু নীতিশাস্ত্রের বিচার ক'বে একটা ধরা-বাঁধা নিয়মে চললে এই বিশাল জগতের কতটুকু দেখতে পাওয়া যায়? আর তাতে মানুষ হওয়া যায় নাকি? দোষ-গুণ, ভাল-মন্দ এবং সৎ-অসৎ—এর সব কিছুরই সমষ্টি নিয়ে সমগ্র মানব-সমাজ। এই মানব-সমাজেব নাড়ী পবীক্ষা ক'বে যারা ওষুধ বাতলাবে,

তাদের সব শাস্ত্রেই জ্ঞান থাকা দরকার। জীবনের নানাভিমুখী বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে তুমিই সত্যিকারের মানুষ হ'য়ে উঠেছ। তোমাকেই আমি চাই।

সুনন্দার তেজোদ্দীপ্ত মুখের পানে বারীন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

* * *

পরদিন সন্ধ্যার একটু পূর্বে একখানি স্টেশন-ওয়াগন সোফিয়ার বাড়ির সামনে থামিল। বাড়িটা বেশ সাজানো, বিয়ে-বাড়ির মতই মনে হয়। সোফিয়ার বিয়ের একগাদা তত্ত্ব লইয়া দুইজন আরদালী বারীন ও সুনন্দার সঙ্গে গাড়ি হইতে নামিল।

কয়েকজন বর্ষিয়ান ভদ্রলোক আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে বাড়ির ভিতর লইয়া গেল। বারীন ও সুনন্দা তাহাদের ভাষা বুঝিল না, কিন্তু তাহাদের ভদ্রতা ও আন্তরিকতা অনুভব করিল।

বিশেষভাবে সাজানো ছোট একটি ঘরে বারীন ও সুনন্দাকে বসানো হইল। একটু পরেই বারীন চাহিয়া দেখিল, সোফিয়া ধীরে ধীরে আসিতেছে। সোফিয়া খুব গম্ভীর অথচ শান্ত। দেখিয়া মনে হয়, একটু পরেই বিবাহের আসরে তাহার ডাক পড়িবে। সোফিয়া

আজ বিবাহের ক'নে, নূতন সাজে সাজিয়াছে। তাহার হাতে ফুলের মালা।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কেহই কথা বলিতে পারিল না। বারীন ও সুনন্দা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সোফিয়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

সোফিয়া হাসিয়া বলিল, আমি আজ তোমাদের দুজনকে দুটো প্রশ্ন করব। আশা করি তোমরা মিথ্যে বলবে না। একটু থামিয়া কহিল, মিস মজুমদার, তুমিই নাকি সুনন্দা ?

সুনন্দা বলিল, হ্যাঁ।

সোফিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ। সিকদার, তুমি আমাকে বিয়ে করার জন্যে প্রস্তাব করেছিলে। আজ যদি বলি, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি ? আজ যদি আমার ইন্দোনেশিয়ান বরকে ফিরিয়ে দিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে চাই, তুমি কি করবে ?

বারীন অম্লান বদনে বলিল, তোমাকেই এই মুহূর্তে বিয়ে করব। সুনন্দা, তুমি তাতে দুঃখিত হবে নাকি ?

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, হব। দুটো বউ হ'লে তোমার সুবিধে হবে বটে, কিন্তু আমার সতীন

নিয়ে ঘর করা ভয়ানক অসুবিধে হবে। সুনন্দা হাসিতে হাসিতে লজ্জায় মুখ ঢাকিল।

বারীনও হাসিতে লাগিল। সোফিয়া তো হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িবার মত হইল।

সোফিয়া কহিল, তোমার ভয় নেই সুনন্দা, তোমার সতীন হ'য়ে তোমার প্রেমের কারবারে শরিক হ'তে যাব না। যাক, এইবার তোমার জিনিস তুমি বুঝে নাও। সিকদার যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকে, তা ভুলে যাও। তোমরা দুজনেই পরস্পরকে ভুল বুঝে বুঝে দুজনের জীবনই নষ্ট করতে বসেছিলে, তা বোধ হয় আজ বুঝেছ। তোমাদের ভালবাসা একটা অপূর্ব জিনিস, ভালবাসার তাই আজ জয় হ'ল। একটু থামিয়া বলিল, আমার আশা আজ তোমরা পূর্ণ কর। তোমরা দুজনে অমন ছাড়াছাড়ি হ'য়ে থাকলে, আমি কোন্ আনন্দে আজ আমার বরের গলায় মালা দিতে যাব? তোমাদের মিলনের সূত্রপাত আমাকে দেখিয়ে দাও। এই নাও মালা।

বারীন হাসিয়া বলিল, বুঝলে সুনন্দা, সোফিয়া আমাদের মালাবদল না-দেখে বিয়ে করতে যেতে পারছে না। সুতরাং ও বেচারীকে আর ঝুলিয়ে রেখে লাভ কি?

আমাকে বিয়ে করতে যদি তোমাব আপত্তি না থাকে, একগাছা মালা আমার গলায় পবিয়ে দাও।

সুনন্দা হাসিয়া কহিল, তুমি আগে আমাব গলায় পরিয়ে দেবে, তারপব দেব আমি। তোমাকে বিশ্বাস নেই। তুমি যদি শেষকালে মালা আমাব গলায় না দিয়ে সোফিয়াদিদিব গলায় দাও, তবে আমাব কি উপায় হবে?

বাবীন ও সোফিয়া উচ্চ শব্দে হাসিযা উঠিল। বাবীন বলিল, বিশ্বাস যদি না কব, এই নাও, আমিই আগে তোমার গলায় মালা দিলাম।

বাবীন সুনন্দার গলায় ও সুনন্দা বাবীনেব গলায মালা পবাইলা দিল।

সুনন্দা বলিল, শুধু মালা দিলে হবে না। একটু পায়ের ধুলোও দাও। আগে ছিলে গুরু, এখন হ'লে গুরুজন।

* * *

তিনদিন পবে ভাবতীয শিল্পী-সঙ্ঘেব অনুষ্ঠানে সুনন্দাব জযজয়াকার। সুনন্দাব নাচ দেখিয়া বিশিষ্ট ইন্দোনেশিয়ান, ওলন্দাজ ও চীনা দর্শকগণ একবাক্যে

স্বীকার করিল, ভারতীয় নৃত্যশিল্প খুব উন্নত তাহারা জানিত, কিন্তু এত উন্নত তাহা জানিত না।

সুনন্দার নিকট নাচের প্রস্তাব বারীন স্বয়ং করিয়াছিল এবং সুনন্দাকে রাজি করিতেও বারীনের অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল।

সুনন্দা বলিয়াছিল, ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে জন কতক বাঙালী দর্শকের সামনে আমি নেচেছিলাম শুনে আমাকে তুমি চার বছরের জন্যে ত্যাগ করেছিলে। আজ এখানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লোকের সামনে নাচলে হয়তো চিরজীবনের মত ত্যাগ করবে।

বারীন জবাব দিয়াছিল, নাচতে যদি হয়, বিশ্বের আসরেই নাচতে হয়। এখানে ভারতের গৌরববৃদ্ধির জন্যে তুমি নাচবে। এখানে নাচলে তোমাকে আমি যদি সত্যিই চিরজীবনের মত ত্যাগ করি, তবু তোমার নাচা উচিত। তোমার একটা জীবনের সুখ-শান্তি হয়তো নষ্ট হবে, কিন্তু ভারতের ইজ্জত তো বাঁচবে।

এই কথার পর সুনন্দা আর নাচতে আপত্তি করে নাই।

শেষ